মাতৃ-মন্দির

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা

পরমপূতচরিত,

বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বলকারী

আচার্য্য

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মহাশয়ের করকমলে "মাতৃমন্দির"

সাদরে উপহৃত হইল।

আশ্রব—গ্রন্থকার

মাতৃ-মন্দির

—০:*:০—

[১]

ঊষার শরীরে রূপ যে পরিমাণে ছিল, গুণ ছিল পরিমাণে তাহার অনেক বেশী। ভিতরে বিক্ষুব্ধ আলোড়িত ঊষার শোকদীর্ণ হৃদয়ের ভাব বাহিরে কেহ টেরও পাইল না। অচঞ্চল স্থির বারিধিবক্ষের ন্যায় সে তাহার দগ্ধ হৃদয় লইয়া ঠিক যেমনটী ছিল, তেমনটীই রহিয়া গেল। এত বড় একটা ঝঞ্ঝা যে একগাছা কেশও স্থানচ্যুত করিতে পারিয়াছে, তাহার শান্ত মূর্ত্তির সৌম্য ব্যবহার তাহা অনুভবেও আনিতে দিল না। পিতামাতার মুখ চাহিয়া হৃন্মর্ম্মব্রণের মত সে এই প্রচণ্ড জ্বালাটাকে আপনার মধ্যেই লুকাইয়া রাখিল।

যে দিন তাহার ইহপরকালের দেবতা, জীবনমরণের অবলম্বন, সুখশান্তির ভাগ্যবিধাতা, হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামী তাহাকে সংসারের পথে ঠেলিয়া ফেলিয়া কোথায় কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে চলিয়া গেল, সেদিন অপরিণত বয়স লইয়াও ঊষার হৃদয় বিশিষ্ট শিক্ষা এবং দৃঢ় বিবেকের সহায়তায় একেবারেই ঠিক করিয়া লইয়াছিল যে, অনিত্য মোহময় সংসারে মোহের নেশা ত্যাগ করিয়া শাশ্বত শান্তির পথ খুঁজিয়া লইতে হয় ত আপনার দুরন্ত দুর্নিবার অন্তর অনন্তের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম

সেই এক বৎসরের জন্য পরিচিত পথিকটীর হাতে তুলিয়া দিয়া বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি রমণীর এই রমণীয় জীবন তাহারই জন্য ব্যয় করিতে হইবে। এই চিন্তায় উষা যখন আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃতির হাতে তুলিয়া দিয়া পতির পূত পদই কায়মনোবাক্যে ধারণার পথে ধ্যান করিতেছিল, তখন অনন্যোপায় উমাশঙ্করও অর্থহীন পরার্থপীড়ক সমাজশাসনটাকে দুষ্ট ব্রণের মত উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়া একেবারে সোজা খাঁড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এদিকে আবার গৃহিণী হরসুন্দরী শোকখিন্ন মাতৃহৃদয় লইয়া উষার সুখশান্তি-বিধানের জন্য সর্ব্বদা সতর্কযত্নে নবীন উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিসে কি করিলে বাল-বিধবা কন্যা ক্ষণেকের জন্যও এ দারুণ দাবদাহটার হাত হইতে উদ্ধার পাইবে,—আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, সে চিন্তাই ছিল তাহার ইষ্ট-মন্ত্র; আর তাহার সযত্ন চেষ্টাই ছিল তখনকার মত প্রাণের প্রধান কার্য্য; তাই সেদিন পৌষের শীতে যখন ভোর হইতে না হইতেই উষা আর্দ্রবস্ত্রে এলোচুলে স্নান করিয়া আসিয়া প্রকোষ্ঠপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছে, তখন তিনি 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া বাহিরে বাহির হইয়াই সম্মুখে তদবস্থ উষাকে দেখিয়া শোকে ও বিস্ময়ে একেবারে হত-বুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি মা, এই ভোরে ভিজে কাপড়ে যে?"

উষা গঙ্গাজলের ঘটিটা হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া সহজ স্বরে উত্তর করিল—"সকাল সকাল গঙ্গায় চান করে এলুম। বেলা হলে আর ত পথে বেরুতে পার্‌ব না।"

উষার কথা মাতার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিল। ফোয়ারা হইতে জল যেমন অবিশ্রান্ত ঝরিয়া পড়ে, তাহার দুই চোখ বাহিয়া তেমনি জল ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর আপনার উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। উচ্চ ক্রন্দনে প্রভাতের সেই শান্ত প্রকৃতির শান্তিটুকু নষ্ট করিয়া দিয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিতেই তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া সান্ত্বনার স্বরে উষা বলিল—"কেঁদনা মা, কেঁদে কি করবে বল ত? ভগবান্ যাকে যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন, তাকে ত সে কাজ করেই সুখে থাকতে হবে।"

পুত্রঘাতক দস্যুর সান্ত্বনার মত কন্যার এই সান্ত্বনাবাক্যে জননীর হৃদয় আরও দৃঢ়ভাবে বিদ্ধ হইল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতে কন্যাস্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তিনি তাঁহার বিক্ষুব্ধ শোকজর্জ্জরিত হৃদয়ের উপর নূতন ভাবে একটা প্রবল পাষাণের ন্যায় আঘাত পাইয়া বেদনাকাতর হৃদয়ে আচ্ছন্নের মত বলিয়া উঠিলেন—"গঙ্গায় যদি চান কত্তেই হয় ত হেঁটে না গেলেই কি নয়? বাড়ীতে ত একটা গাড়ীও রয়েছে।"

উষা মুখ নীচু করিয়া ধীরে অস্ফুটস্বরে বলিল—"দেখ মা, ভোগবিলাস আর বাড়িয়ে কাজ কি? তা ছাড়া চান করে গাড়ী চড়তে আমার যেন কেমনই ঠেকে।"

মাতা সে কথায় কাণ না দিয়া আবারও কাঁদিয়া বলিলেন—"এই যে বেশ ধরেছিস্ উষা, এ যে আমার চক্ষুঃশূল। দুদিন কি

আর এ না কল্লেই নয়। ধর্ম্মকর্ম্মের সময় কি তোর বয়ে যাচ্ছে? দু'দিন নয় যা রয় সয় তাই কর।”

উষা অধোবদনেই রহিল। দর্পণের ছায়ায় প্রতিকৃতির প্রতিবিম্বটা যেমন স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, মাতার হৃদয়ের করুণ শোক-মলিন ছবিটিও উষার অন্তরের অভ্যন্তরপ্রদেশে তেমনই আপন ছায়া ফুটাইয়া তুলিল। সেও এবার চঞ্চল বিমনা হইয়া পড়িল। প্রচ্ছন্ন বেদনার দারুণ অভিব্যক্তির অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রভাতাকাশের মতই নির্ম্মল নিটোল মুখখানা লাল করিয়া তুলিল। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, তাহার মত অভাগিনীর জন্য কি কোন পথই মুক্ত থাকিতে নাই। ভগবান্ তাহার হৃদয়ের নিভৃত গোপনতম প্রদেশ হইতে যাহা ছিনাইয়া কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহার জন্য ত সে অনুযোগ করে না, কিন্তু যাহাতে,—যে অপার্থিব বস্তুতে সে ভগবানেরও হাত নাই,—একাধিপত্য নাই, যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেই ছিনাইয়া কাড়িয়া লইতে পারেন না, পিতামাতার জন্য কি তাহাকে সে পথও,—সে নিত্য পরমার্থও হারাইতে হইবে, যাহা উষা মরিতে গিয়া সহসা প্রবুদ্ধের মতই বড় জোরে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অবলম্বনহীন মুক্ত জীবনের পরমোপাদেয় অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়া আপন অন্তরাত্মার মধ্যে মধুর স্বাদের মৃদু অনুভবে পড়িতে পড়িতে কোন মতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যাহার অনুভূতি অবলার বলহীন হৃদয়ের উপর নূতন ভাবের নবীন জীবনের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। পিতামাতার গভীর পূত স্নেহ কি এই ভাবে বিকৃত রূপান্তরিত হইয়া সন্তানের ইষ্ট, সুখ, ধর্ম্ম, শান্তি ও মোক্ষের নিদান—

মূলীভূত কারণকে বিনাশের পথে টানিয়া আনিয়া তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তকে আরও অন্ধকার করিয়া দুর্জ্ঞেয় পঙ্কিল পথের পথিক করিয়া দিবে! স্নেহ কি দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে! ভালবাসা কি অধঃপাতের পথ সুগম করিবে! আদর কি ধর্ম্মকে দূরে ঠেলিয়া অধর্ম্মকে বরণ করিয়া ঘরে আনিবে! করুণা কি নিত্য নির্ম্মল বস্তুর পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া অনিত্য আবিল জীর্ণ পুরাতন ক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত হইবে! স্থানাস্থানবিচারবিমুখ দয়া কি প্লাবিত হইয়া ভাসাইয়া লইয়া তাহাকে স্রোতের টানে যেখানে সেখানে দাঁড় করাইয়া দিবে?

সহসা উষার চিন্তায় বাধা জন্মাইয়া মাতা আবারও করুণস্বরে বলিলেন—"যা মা, একটা জামা গায় দে'গে, এই শীত, তাতে ভোরে চান করে এয়েছিস, ঠাণ্ডা লেগে অসুখবিসুখ কর্‌বে।"

উষা এবার আর মুখ গুজিয়া থাকিতে পারিল না, এমনই জ্বালার উপর আবার বিবেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, এবার স্বভাবকোমল অথচ নির্ব্বন্ধসূচক স্বরে বলিল—"বলত মা, কেন তোমরা আমায় আবার এসব অনুরোধ কচ্ছ, ভগবান্ ত আমায় এক দিনেই ও-পথ থেকে বের করে দিয়েছেন।"

মাতা আর শুনিতে পারিতেছিলেন না, দূর গগণের প্রান্তভাগ হইতে প্রভাত পক্ষীর একতান কলকূজন তখনকার মত তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর কর্ম্মকোলাহলমুখরিত সংসারের কথা জানাইয়া দিতেই তিনি তটস্থ হইয়া কোন মতে দুই হাতে বুক চাপিয়া

ধরিলেন। কর্ত্তা উমাশঙ্কর গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"গিন্নী শুনেছ, আমাদের সদু বিধবা হয়েছে।"

"হা ভগবান্" বলিয়া উষা বসিয়া পড়িল, গৃহিণী উর্দ্ধনেত্রে স্বামীর মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

[২]

"বাবা, আমি সংস্কৃত পড়্‌ব।"

উমাশঙ্কর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সহসা কন্যার এই অদ্ভুত অথচ সহজ কথায় তাঁহার চিন্তার মাঝখানটা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সুপ্তোত্থিতের মত বালিসে ভর করিয়া উঠিয়া বসিয়া এক মুহূর্ত্ত কন্যার সেই পুষ্পকোমল মুখখানার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। সেই কচি কোমল মুখের কমনীয়তাটার মধ্যে এই তরুণ বয়সেই যেন কঠোরতা ও কারুণ্যের, সংযম ও নিয়মনের স্পষ্ট ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আনমনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন—"পাগ্‌লি মা আমার, মেয়েরা নাকি আবার সংস্কৃত পড়ে।"

"কেন পড়্‌বে না বাবা, আগেকার কালে ত মেয়েরা সবাই সংস্কৃত জান্ত।"

"তারা আর তুই—"

বাধা দিয়া মধ্য পথে উষা জোর দিয়া বলিল—"কেন, আমিইবা কম কিসে? তারা যেসব কাজ করেছে, চেষ্টা কল্লে আমিও যে সে সব কত্তে পারব না, এমন কথাত বলা যায় না। আর যদি নাই পারি, তবুত চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে।"

উমাশঙ্কর ক্রমবর্দ্ধমান চিন্তার ভারে বিমর্ষ বিমনা হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি মনে মনে কন্যার ভবিষ্যজ্জীবনের যে ভাবী চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, উষার এই অদ্ভুত অসম্ভব অভিপ্রায়টা যেন তাহা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহে। বেলাভূমের প্রান্তস্থিত তৃষাতুর ব্যক্তির মতই তিনি হতাশজর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। উষা আবার বলিল—"দেখ বাবা, তুমি এতে বাধা দিও না, আমাদের দেশের সবাই যেমন বিধবাকে একমুঠা চাল আর একটা হাঁড়ী দিয়ে কর্ত্তব্য সেরে ফেলেন, তুমি তা কর না, আমায় সংস্কৃত পড়্তে দাও, যাতে আমি ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারি, মায়ের মত দীন-দুঃখীর দুঃখ ঘুচাতে পারি, তুমি তাই কর বাবা ?"

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যার মুখে এই অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত, সতেজ, সনির্ব্বন্ধ, গূঢ়াভিপ্রায়ব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া উমাশঙ্কর তাহার জন্য আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, এভাবের প্রশ্রয়ে উষা যে তাঁহার সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে সন্ন্যাসিনী হইয়া যাইবে, ভাবিয়া তিনি তাঁহার সঙ্কল্পিত বিষয়ে আরও দৃঢ় হইয়া বলিলেন—"না মা, আমিত তোর প্রতি কর্ত্তব্য তেমনভাবে সম্পাদন কর্‌ব না, যাতে তোর প্রাণে বিন্দুমাত্রও ক্লেশ হতে পারে, এতে যে যাই বলুক, আর যাই করুক।"

পিতার কথার গূঢ়ার্থ উষা আপনার সরল প্রাণ লইয়া মোটেও বুঝিতে পারিল না। সে হর্ষপ্রফুল্ল হইয়া উৎসাহের সহিত বলিল—"তাই কর বাবা, এ দেশের বিধবাগুলো যদি এমন নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে না থেকে সংস্কৃত শিখ্‌ত, ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা কত্ত, তা

হলে তাদের আর কোন দুঃখই থাকৃত না, ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝে যে যার কাজই কত্তে পাত্ত, মাতৃজাতির মাতৃহৃদয় আর সন্তানের অভাব অনুভব কত্ত না, সহস্র সহস্র সন্তান স্বামিশোক ভুলিয়ে দিয়ে স্তন্যপানে বুক ঠাণ্ডা ক'রে দিত, প্রাণের ভেতর আপনা থেকে শান্তির ফোয়ারা ছুটে উঠ্‌ত।"

উমাশঙ্কর হাঁ করিয়া কথাগুলি গিলিতেছিলেন। একি তাঁহারই কন্যা বালিকা উষা, তাহার এ শক্তি, এ গভীরাভিপ্রায়, প্রার্থনাচ্ছলে এ নিঃসঙ্কোচ নির্ভয় উপদেশ কি সম্ভব! তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া যখন কোনই সীমা পাইলেন না, তখন কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে উষাকে কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, জল খেয়েছিস?"

"না বাবা, আমিত অত বারে বারে খেতে পারি না, ওতে ভারি বিরক্তি ধরে যায়, তোমরা রোজ আমায় ওজন্য আর জেদ ক'র না।"

উমাশঙ্করের চোক আর্দ্র হইয়া উঠিল। এই উষা ছ'মাস পূর্ব্বে সবই পারিত, যখন তখন খাইত, যা তা চাহিত, না পাইলে আব্দার করিত, মাতার সহিত কলহ করিত, রাগ করিত, অভিমানে চোক মুখ ফুলাইয়া ঘরের দোর জানালা বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিত, আর এই ছ'মাসের মধ্যে কি অসম্ভবরূপেই তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একবারের যায়গায় দুইবার জল খাইতে বলিলেই সে বিরক্ত হয়, আগে পারিত, এখন পারে না, ভাবিয়া উমাশঙ্কর আরও চঞ্চল বিমনা হইয়া মনে মনে বলিলেন,—"হা ভগবান্, এমনই কচি মেয়েগুলোকে প্রাণে মাল্লেও কি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, দিনে দিনে পলে

পলে মেরে লাভ কি প্রভো! এও তোমার সুবিচার, এও যদি সুবিচার হয়ত, আমি ত তা চাইনি, তোমার ভাল তোমাতেই থাক্, এদ্দিন তোমায় মেনেছি, পূজো ক'রেছি, তারই যদি এই পুরস্কার হল ত, আর কাজকি তোমায় ডেকে, এবার থেকে আর তোমায় মানব না, তোমার পথ তুমি দেখ, আমার পথ ত আমি ঠিক ক'রেই নিয়েছি।"

সহসা উমাশঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার গায়ের সমস্তগুলি রোম কাটা দিয়া উঠিল। চোক মুখ রক্তহীন কাল হইয়া গেল। পিতার চেহারা দেখিয়া উষা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"বাবা, তুমি অমন কচ্ছ কেন? কোন অসুখ করেনি ত।"

অতিকষ্টে চোকের জল রুদ্ধ রাখিয়া উমাশঙ্কর উত্তর করিলেন—"না মা, অসুখবিসুখ ত আমার কিছু করেনি, বেশ আছি।"

এই কথার মধ্যেও যেন একটা কম্পন, একটা পরিস্ফুট বেদনার ভাব দেখিতে পাইয়া উষা উৎকণ্ঠিতা হইয়া দুইহাতে পিতার হাত জড়াইয়া ধরিয়া আবারও বলিল—"না বাবা, বল না আমায়, তোমার কি হ'য়েছে? এমনটাত কোন দিন দেখিনি!" বলিয়া আকুল-বিহ্বল দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমাশঙ্কর কাঁদিয়া ফেলিলেন। উষা এবার সমস্ত বুঝিল, বালিকা বয়সে তাহার এই ব্রহ্মচর্য্য যে পিতাকে দারুণভাবে বিঁধিতেছে, তাহা ভাবিয়া ক্ষণেকের জন্য সেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কাপড়ের আঁচলে সযত্নে পিতার চোক মুছাইয়া দিয়া পায়ের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া পা কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—"বাবা, তুমি ঘুমোও, আমি তোমার পা টিপে দিচ্ছি।"

[৩]

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের খরচটা এককালে তুলনার অবিষম্বাদী প্রধান জিনিষ হইলেও ধনিকন্যা উষার বিবাহের পর অনেকেই আর সে কথা স্বীকার না করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিল,—"হাঁ কাজের মত একটা কাজ করেছে বটে উমাশঙ্করবাবু, এমন গোছান কাজ সত্য যুগেও দেখিনি, যা খরচটা কল্লে যুধিষ্ঠিরের অতবড় অশ্বমেধযজ্ঞেও ত এমনতর খরচের কথা শুনিনি।"

কথাটা অনেক পরিমাণে মিথ্যা হইলেও উষার বিবাহোপলক্ষ্যে উমাশঙ্করবাবুর মুক্তহস্তের অপরিমিত ব্যয়ের কথা আমরা হলফ করিয়াও বলিতে পারি। অনেক সাধ্যসাধনা, অনেক পূজা-আরাধনা, অনেক তাবিজমাদুলির পরিণামে উমাশঙ্করের ঘর ও গৃহিণীর কোল আলো করিয়া যে দিন পূর্ব্বাকাশের রক্তরাগরঞ্জিত উষার মতই এই অসামান্যরূপলাবণ্যা কন্যা আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল, সেদিন তিনি যেন হারা ধন ফিরাইয়া পাইলেন। আনন্দাশ্রুতে গদগদ হইয়া বড়াই করিয়া উমাশঙ্কর বলিয়াছিলেন—"মেয়ে হওয়া দুর্ভাগ্য যারা বলে, মেয়ে বেঁচে থাকেত তাদের দেখিয়ে দেব, মেয়ে হলেই কিছু মানুষকে বিপদে পড়্তে হয় না। আর যদি মেয়েই হয়ত এমন মেয়েই যেন মানুষের হয়, যাকে যেচে পায় ধ'রে ছেলের বাপ ঘরের বৌ করে লয়।"

বিশেষ রকমের জমকান চালচলনে ছোটবড় সকলেই উমাশঙ্করকে অদ্বিতীয় ধনী বলিয়া জানিত; আয় কোন্ দিক্ দিয়া কত হয়, তাহা না জানিলেও ব্যয়ের দিক্ চাহিয়া অনেকে একবাক্যে তাঁহাকে ধনকুবের বলিতেও অত্যুক্তি বোধ করিত না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট দিবাভাগের ন্যায় উষার শরীরাবয়ব-গুলি যখন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার লোকমনোহর ললাম-সৌন্দর্য্যও বর্ষার পরিপূর্ণ বাপীজলের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া উঠিয়া নিষ্কম্প তরঙ্গে বিবাহপ্রার্থী যুবকদিগকে হাবুডুবু খাওয়া-ইতেছিল।

শ্বশুরের এত বড় সম্পত্তির আশায় ও ভাবী পত্নীর নমনীয় রূপের নেশায় বেজায় গরম বরের বাজারও নরম হইয়া পড়িয়াছিল, যাহার জন্য কন্যাদায়ের মহামারী এই দেশটাকে দলিয়া পিষিয়া উচ্ছন্নের দিকে লইয়া চলিয়াছে, উমাশঙ্করের কন্যার তাহার প্রতিরোধক দুইটি জিনিষ এমনই প্রচুর পরিমাণে ছিল যে, তাহাকে অমনোনীত করিবার মত কোন কারণ এই ষোড়শ শতাব্দীর অতিবড় শিক্ষিত জাত্যভিমান-শীল সমাজও খুজিয়া পাইতেছিল না।

উমাশঙ্করবাবু কন্যাকে যথোপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া অনেক বাছাবাছি, অনেক খোঁজখবর, অনেক কোষ্ঠীবিচার, এমনই আরও কত রকমের অনেক, অনেকানেক করিয়া মনের মত ঘরবরে মনোমত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে উপযুক্ত জমিদারপুত্রের হাতে অর্পণ করিলেন এবং সেদিনই তিনি নিজের স্ফীত বক্ষ দ্বিগুণ স্ফীত করিয়া মনে মনে তাঁহার সেই বিবাহের ঘটার কল্পিত সঙ্কল্পটা সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সকলকে শুনাইয়া বলিলেন,—"আরে মেয়ে বলে মেয়ে, এ যে সোণার চাঁদ। একে ভাল বরে বে দিতে পারব নাত কি ? এই যদি না পারতুম ত আমি আবার উমাশঙ্কর বাড়ুয্যে।"

'মানুষ গড়ে বিধাতা ভাঙ্গে' সদ্যঃ আনীত মাটীর হাঁড়ীটা বড় আশা

করিয়া উনানে চড়ানমাত্রই যেমন আগুনের তাপে সশব্দে ফাটিয়া যায়, ক্ষুধাকাতর গৃহস্থের মনের মধ্যে একটা হাহাকার পাকাইয়া তোলে, উমাশঙ্করের এত সাধের বিবাহ, বুকভরা এতবড় অহঙ্কারও সেইরূপ বিধাতার একটা হুহুঙ্কারের তাপেই ফাটিয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ঠিক একবৎসর পরে থানপরিহিতা বিধবা উষা যে দিন প্রথম পিতার গৃহে প্রবেশ করিল, সেদিন তিনি যেন অতিবড় একটা গাছের আগা হইতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার লম্বা বুকও যেন কিসের একটা টানে একেবারে খাট হইয়া পড়িল। গৃহিণীর উচ্চ ক্রন্দনের রোলে অভ্যন্তরভাগ শব্দিত হইয়া উমাশঙ্করকে সুখস্বপ্ন-ভঙ্গে হতাশজর্জ্জরিতের মত দাঁড় করাইয়া দিল, তিনি দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া অতিকষ্টে স্থাণুর মত পড়িয়া রহিলেন।

[৪]

জন্মাষ্টমীর পর দিন উষা সবেমাত্র পারণ করিতে বসিয়াছে। বাহির হইতে সৌদামিনী ডাকিল—"উষা বোন্, ঘরে আছিস্?"

সৌদামিনীর সেই স্নেহপ্রবণ স্বর শুনিয়াই উষার প্রাণটা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সহোদরাপ্রতিমা সৌদামিনীর হৃদয় এ কঠিন নির্ম্মম আঘাত সহ্য করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে কিনা, এ চিন্তা যেন তাহাকে আপনার কথা ভুলাইয়া দিয়া আকুল করিয়া তুলিল। উষার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ত্রস্তপদে বাহিরে বাহির হইতেই সৌদামিনীকে দেখিয়া একবার চমকিয়া উঠিল, সৌদামিনীর পরিধানে কালপেড়ে ধুতি, সকল গায়ে গয়না চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

অধরোষ্ঠ তাম্বূলরাগে আরক্ত, একি? হিন্দু বিধবার এবেশ উষার চোকের উপর যেন বিষাক্ত ধূলিকণা ছড়াইয়া দিল। সে তখনকার মত নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সৌদামিনীর হাত ধরিয়া বলিল—“চল দিদি, ঘরে বসিগে।” বলিয়াই সে সৌদামিনীকে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

সৌদামিনী সে গৃহের আসবাব দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া পড়িল। দেওয়ালের গায়ে নানা দেবদেবীর বিচিত্র চিত্র,একদিকে গঙ্গা-জলের ঘটী, সন্ধ্যাপূজার কোষাকুষী, শয্যার উপর একরাশ পুস্তক। নিজের মনের ভাব চাপাদিয়া রাখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—“এসব কি হয় বোন, কোষাকুষী পুষ্পপাত্র।”

উষা সহজ গলায় বলিল—“শিবপূজো নিয়েছি কিনা,এসকল পূজোয় লাগে দিদি।”

“আর এসব, এই যে একরাশ বই রয়েছে।”

উষা ধীরে ধীরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—“ও সব সংস্কৃত বই,—ধর্ম্মগ্রন্থ।”

“তুই বুঝি এসব পড়িস্, না?”

“হঁা ভাই, মাঝে মাঝে যতটা পারি এই এখন পড়ি, তাইবা কি, অনেক ত বুঝ্‌তে পারিনা, তাতেই বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।”

সৌদামিনী অন্য কথা পাড়িল; বলিল—“সে থেকে তুই আর শ্বশুরবাড়ী যাস্‌নি?”

উষা ক্ষুণ্নস্বরে বলিল—“না ভাই, সেত আর হয়ে ওঠে নি, তাঁরা আমায় অনেকবার নিতে চেয়েছেন, আমারও যেতে কেমন ইচ্ছা যায়।

মাবাবা বারণ করেন, গেলে তাঁদের কষ্ট হবে, তাই যেতে পারিনি।”

সৌদামিনীর চোক সজল হইয়া আসিল। ক্ষাণিকক্ষণ পরে সে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—“উষা, যেম্নি ছোটকাল থেকে আমরা দুটি বোনের মত ছিলেম, ভগবান্ তেম্নি আমাদের দু’জনার ভাগ্যে এক অবস্থা লিখেছেন।”

উষা সান্ত্বনা করিয়া বলিল—“তা আর ভেবে কি কর্‌ব দিদি, যেমন কাজ করেছি, তেমনত ফল হবে। ওকথা আর ভেবনা, এখন যাতে পতির পদে মন রেখে আপনার ধর্ম্ম বজায় থাকে তাই কর।”

সৌদামিনী এবার আরও বিস্মিত হইল। উষা বয়সে তাহা অপেক্ষা কিছুদিনের ছোট, সেওত এই সেদিনই বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে তাহার মুখে এভাবের কথা উষার নিকট যেন কেমন খাপছাড়া বোধ হইল। উষা আবার বলিল—“হাঁ সদুদিদি, তুমি এখনও পেড়ে কাপড় পর্‌ছ। গয়না গায়ে দিচ্ছ, পান খাচ্ছ, কেন, তোমায় কি কেউ এসব কত্তে বারণ করেনি?”

সৌদামিনী লজ্জিত হইয়া বলিল—“সেখান থেকেত সব ত্যাগ করেই এসেছিলাম। বড়দাত তা শুন্‌তে চান্‌না, তিনি বলেন, এ এখন সবাই করে; এতে কোন দোষ নেই।”

উষা উত্তেজিত স্বরে বলিল—“সবাই করে বলে যে, তোমায়ও কত্তে হবে, তারত কোন মানে নেই। মানুষে পাপ কর্‌বে, মন্দ কাজ কর্‌বে সে আদর্শ না নিয়ে, ভাল যা, তার আদর্শইত আমাদের নেওয়া দরকার সদুদিদি?”

"সেত ঠিক, কিন্তু কি কর্‌ব, বড়দার কথাত আমি কোন রকমেই ফেল্‌তে পারিনা বোন—"

ঊষা বাধা দিয়া বলিল—"তিনিইবা এসব বলেন কেন, তাত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তিনি তোমার অভিভাবক,—গুরুজন; তাঁর উচিত, তোমায় শিক্ষা দেওয়া,—ধর্ম্মের পথ দেখিয়ে দেওয়া, তা না করে এযে কচ্ছেন, এতে লাভ ?"

সৌদামিনী কথা বলিল না। ঊষা আবার বলিল—"তিনি বল্‌ছেন, দোষ নেই, সে বিচার নয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু গুণত দিদি এর মধ্যে কিছুই দেখ্‌ছি না। তা ছাড়া যা নিয়ে মেয়েরা সুখভোগ করে, বিলাসিতা করে, যার সুখের জন্য সাজগোজ করে, পোষাকপরিচ্ছদ পরে; তাকেই যখন ভগবান্ দূর করে দিয়েছেন, তখন এসব করেই বা কোন্ সুখটা হবে; বরং ভোগবিলাসিতার মধ্যে থেকে অভাবের তীব্র জ্বালায় দিনরাত কেঁদে সারা হতে হবে,—হৃদয় দগ্ধে যাবে বৈত নয়।"

গৃহিণী হরসুন্দরী ডাকিলেন—"ঊষা খাবি আয়।"

ঊষা ত্রস্ত হইয়া বলিল—"মা ডাক্‌ছে সদুদিদি, চল মাকে প্রণাম কর্‌বে।" বলিয়া বাহিরে পা বাড়াইয়া বলিল—"আমার খেতেত দেরী হবে মা, এখনও যে পারণ করিনি।"

"এখনও পারণ করিস্‌নি ?" বলিয়াই তিনি সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া চোকের জল ছাড়িয়া দিলেন।

ঊষা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"না মা, পারণত এখনও কত্তে পারিনি; পারণের সময় কি চলে গেল ?"

"কি জানি মা ?" বলিয়া মাতা কাপড়ের আঁচলে চোক মুছিলেন। সৌদামিনী ধীরে ধীরে উষার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পারণ কিসের উষা ?"

উষা পরিষ্কারস্বরে বলিল—"কাল জন্মাষ্টমীর ব্রত গেছে না, তারি পারণ কত্তে হবে।"

সৌদামিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"তুই উপোষ করেছিস্ নাকি !"

"হা বোন ?" বলিয়া একবার থামিয়া আবার বলিল—"সদুদিদি, তুমি একটু দাঁড়াও ভাই, আমি পারণটা সেরে আস্‌ছি, কিজানি শেষটা হয়ত সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।"

সৌদামিনীর মনের উপর উষার এ সকল কার্য্যকলাপ যেন একটা ভারি বোঝা চাপাইয়া দিল। বিধবা হইলেই যে এমন প্রাণান্ত-কর কষ্টের কার্য্যগুলি করিতে হইবে, তাহার আভাস পাইয়া সে বিমনা হইয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া উষা কাল হইতে উপবাস করিয়া রহিয়াছে, এ চিন্তাটা যেন প্রবলভাবে তাহাকে আক্রমণ করিল। সে মুখ না তুলিয়াই বলিল—"না বোন, আমি আজ যাই। তুই এখন পারণ করে খাবিদাবি যা, সময়মত আর একদিন এসে কথা কইব।" বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই উষা ডাকিয়া বলিল—"মাঝে মাঝে কিন্তু এস সদুদিদি ?" বলিয়া যতক্ষণ সৌদামিনী দৃষ্টিপথের অতীত না হইল, ততক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে বাহিরে বাহির হইয়া গেলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"চল মা ?"

[৫]

অগাধজলে পতিত সন্তরণে অক্ষম অবশ শিথিলপ্রায় মানুষ যেমন আশ্রয় না পাইয়া ইতস্তত অন্বেষণ করে, শূন্যদৃষ্টিতে উপরের দিকে দৃষ্টি করিয়া সর্ব্বথা অযোগ্য আকাশকেই অবলম্বনস্বরূপ মনে করিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেয়, একেবারেই ডুবিয়া যাইবার মত হইলে বিচার বা বিবেচনা করিবার শক্তিহারা হইয়া তৃণমাত্র পাইলে তাহাই আঁটিয়া ধরে, বিধবা কন্যার সুখশান্তির জন্য যক্ষের মত জাগ্রত অশ্বস্তিভরা প্রাণ লইয়া উমাশঙ্করও সেইরূপ কোন উপায়ই খুজিয়া না পাইয়া যখন একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহার চিন্তার ধারাটা বিপরীতভাবে বহিয়া তাঁহাকে একটা অনুকূল অবলম্বন দেখাইয়া দিল। ভাল-মন্দ দোষ-গুণ, বিচারের শক্তি উমাশঙ্করের ছিল না; তিনি অবিচলিতভাবে হাতের গোড়ায় উপস্থিত সে আশ্রয়কেই জড়াইয়া ধরিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"গিন্নি শোন।"

মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি সহসা উত্তেজনায় অস্থির হইয়া যে কোন বিষয় বলিতে গিয়া জ্ঞানের স্ফূর্ত্তির সহিত যেমন মধ্যপথে থমকিয়া যায়, উমাশঙ্করও যেন তেমনি থমকিয়া নীরব হইয়া গেলেন। বক্তব্য বিষয়টা অপরিপক্ক ভুক্তদ্রব্যের মত পেট ছাড়াইয়া উঠিয়া যেন গলায় আট্‌কাইয়া গেল। গৃহিণী ধীরপদে প্রবেশ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে জিজ্ঞাসা করিল—"বল না, কি বল্‌ছিলে? বল্‌তে বল্‌তে এম্‌নি থম্‌কে গেলে কেন?"

অনেক চেষ্টায়ও উমাশঙ্করের মুখ দিয়া আর কথাটী বাহির

হইল না। কে যেন জোর করিয়া তাঁহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল। স্বামীর শুষ্ক মুখ দেখিয়া শোকদগ্ধা গৃহিণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"দিন দিন কি যে হয়ে যাচ্ছ, ভেবে ভেবে শরীরটাকে যদি একেবারে নাশ কর ত কি উপায় হবে বল দিকি ?"

উমাশঙ্করের চোক ফাটিয়া জল দরদরধারে বহিয়া পড়িতেছিল। যে সঙ্কল্প তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা যে সমাজ ও ধর্ম্মের কত পরিপন্থী, তাহা ভাবিতে গিয়া তাঁহার বুকটা ধড়াস করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"কি ভাব্‌ছি, ভাব্‌বার বিষয় ত আমার একটি ছাড়া দুটি নেই, ঐ এক ভাবনাই যে আমায় সারা করে তুল্লে। উষা ত আমার বড় আদরের।"

বাষ্পাবেগে উমাশঙ্করের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, অব্যক্ত বেদনার পরিপূর্ণাভিব্যক্তিতে স্বামীর সর্ব্বমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী গৃহিণীও আর দগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। অতিকষ্টে উঠিয়া পড়িয়া ক্রন্দন-জড়িতস্বরে বলিলেন—"সে কি আমায় বোঝাচ্ছ, কিন্তু ঐ ভেবে যদি নিজেকে ক্ষয় কর ত, মেয়েটার যে দাঁড়াবার পথ থাকৃবে না।"

পূর্ণ উচ্ছ্বাসের গাঢ় অশ্রু রুদ্ধ রাখিয়া হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে দলিয়া পিষিয়া উমাশঙ্কর ক্ষিপ্তের মত বলিয়া উঠিলেন—"না গিন্নি, আমি পার্‌ব না, উষাকে এ ভাবে দেখ্‌তে।"

গৃহিণী সাবধানহস্তে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"ভগবান্ যা ক'রেছেন, তা সহ্য না ক'রে যে পার্‌পাবারও যো নেই।"

উমাশঙ্কর গায়ের সমস্ত শক্তি এক করিয়া লইয়া মাথার বালিসটা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া একেবারে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"আছে গিন্নি, উপায় আমি ক'রেছি।" মুখের কথা মুখেই রহিল, অতর্কিত আঘাতে মানুষ যেমন কাজের মাঝখানে বাধা পাইয়া অসামাল হইয়া পড়ে, তিনিও তেমনই কোন্ এক অজ্ঞাত আতঙ্কে ধৈর্য্যহীন হইয়া কথাটা কোন ক্রমেই বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ ক্ষিপ্তের ন্যায় স্বর শুনিয়া গৃহিণীর প্রাণটাও কেমন কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যাকুল জিজ্ঞাসুনেত্রে পতির ম্লান উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি অসাড়ের মত বসিয়া রহিলেন।

গোধূলির ম্লান ছায়া লইয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, দিগ্বধূগণের সীমন্তের উপর সিন্দুরবিন্দু পরাইয়া দিয়া পশ্চিমাকাশের রক্তরাগটা যেন বিদায় মাগিয়া লইতেছিল। ঝি প্রদীপহস্তে গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার আলোতে উমাশঙ্কর গৃহিণীর সেই পাণ্ডুর শোকমলিন মুখচ্ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার ইচ্ছা আঘাত পাইয়া এবার দৃঢ় হইয়া পড়িল। তিনি দৃঢ়তার শেষ সীমা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"শোন গিন্নি, আমি ঠিক করেছি, উষাকে আবার বে দেব।"

অনেক দিন পরে আজ যেন উমাশঙ্কর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কথাটা প্রকাশ করিবার জন্য অস্থির উতলা হইয়া প্রাণপণ করিয়াও মাতৃকলঙ্কের মতই এতদিন তিনি তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাহা বলিয়া ফেলিয়া ইহারই জন্য আরও একজন ভাবিবার চেষ্টা করিবার সহযোগী পাইয়া একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের গুরু ভার বার আনা পরিমাণ হাল্কা করিয়া লইলেন। গায়ের

উপরকার পাকা ফোড়াটা মানুষ ভয়ে যেমন কাটাইতে পারে না, অথচ তাহার বিষাক্ত পুঁযরক্তের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে, একটা দিন উমাশঙ্করের ঠিক সেইভাবেই কাটিতেছিল, আজ ফোড়া কাটিয়া পুঁযরক্ত ধুইয়া মুছিয়া তিনি বেদনার ভারে একদিকে যেমন ব্যথিত হইতেছিলেন, অন্য দিকে সেই তীব্র কন্‌কনানিটার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া মুক্তের ন্যায় একটা আনন্দও বোধ করিতে লাগিলেন। গৃহিণী কথাটা শুনিয়া থম্‌কাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার অবস্থাটা ঠিক অপ্রত্যাশিতভাবে আকাশচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মানুষের মত হইয়া পড়িল। পাণ্ডুর শীর্ণ মুখ বজ্রাহতের মত একেবারেই রক্তহীন সাদা হইয়া গেল। উমাশঙ্কর সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া জোর দিয়া বলিলেন—"ভাব্‌ছ মানুষে কি বল্‌বে,—সমাজ কি কর্‌বে। তা ভাব, আমি কিন্তু আর ভাবাভাবির দিক্‌ দিয়েও যাচ্ছিনি, পাত্র ঠিক করেছি, যত শিগ্‌গির পারি, উষাকে বে দেব তবে—।"

শান্ত প্রতিমাটির মত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতার মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টির সুধাধারা ঢালিয়া দিয়া উৎসাহপরিপূর্ণস্বরে উষা ডাকিল—"বাবা ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভার মত ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি কন্যার সেই পূত কান্তিচ্ছটা মুহূর্ত্তে শান্ত সন্ধ্যার শান্তির সহিত মিশিয়া পড়িয়া ভোগের আশায় লুব্ধ উমাশঙ্করের হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে যেন সবলে চাপিয়া ধরিয়া অসার নিশ্চল করিয়া দিল। উষা আর এক পা অগ্রবর্ত্তী হইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—"আমায় একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ কিনে দেবে ?"

স্থাপিত বিগ্রহের সন্ধ্যারতির কাঁশরশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। গৃহিণী তাড়াতাড়ি কন্যার হাত ধরিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন—"চল মা, ঠাকুর নমস্কার করিগে।"

[৬]

সমস্ত দিন ঝড়বৃষ্টির পর আকাশটা একটু পরিষ্কার হইয়া আসিলে অপরাহ্নের সূর্য্য যখন স্তিমিত আলোক ঢালিয়া আপনার অবসানের পরিচয় দিতেছিল, তখন জানালা খুলিয়া বুকের নীচে একটা বালিস রাখিয়া স্নিগ্ধ মসৃণ সিমেণ্ট করা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উষা যোগবাশিষ্ঠের অনুবাদগুলি পড়িয়া যাইতেছিল। হরসুন্দরী গৃহে ঢুকিয়া স্নেহপরিপূর্ণস্বরে ডাকিয়া বলিলেন—"আয় উষা, চুলটা বেঁধে দি।"

উষার বাহ্য জ্ঞান তখন বিলুপ্তপ্রায়। বৈরাগ্যপ্রকরণের একটা কথার মধ্যে সে যেন তাহাকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বাহিরের আর্দ্র বায়ু থাকিয়া থাকিয়া তাহার চিন্তাকুঞ্চিত পুষ্পপেলব ললাটের উপর আসিয়া পড়িতেছিল, আর দুষ্ট ছেলের মত স্রস্ত বস্ত্রের অংশ লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতেছিল। হরসুন্দরী এবার পূর্ব্বাপেক্ষাও কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন; বলিলেন—"উষা ওঠ মা।"

মাতার কণ্ঠস্বর কাণে যাইতে উষা চমকিয়া উঠিয়া শ্লথ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লইয়া দৃষ্টি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আমায় ডাক্‌ছিলে, কেন?"

বসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে উষার এলো চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন

করিতে করিতে ভীতিজড়িতস্বরে হরসুন্দরী বলিলেন—"শুনেছিস্ ঊষা, আমাদের সন্থর আবার বে, এইত সেদিন সে বিধবা হয়ে এল, শুন্‌ছি, তার দাদা আবার তার বে দিচ্ছেন।"

ঊষা পলকহীন দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার শরীর শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। সমস্ত দেহে বিছা ছড়াইয়া দিলে একটা অব্যক্ত অসহ্য মন্দ যন্ত্রণায় মানুষের শরীর ক্রমশঃ যেমন অসাড় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ঊষার যেন ঠিক তেমন অবস্থাটিই ঘটিয়া উঠিতে-ছিল। খানিকক্ষণ মৌন চিন্তার পর সে অবসন্নের মত বলিয়া উঠিল—"সে কথা আমার এখানে কেন মা?"

হরসুন্দরী কর্ত্তার অভিপ্রায়ে ঊষার মনের ভাব জানিবার জন্যই এ প্রস্তাব উঠাইয়াছিলেন। এখন কন্যার কথায় ও মুখ চোকের অবস্থা দেখিয়া ভীত, সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইতে ছিলেন না! অথচ একটা কিছু না বলিলেই নহে, তাই ঊষার হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া লজ্জা ও সঙ্কোচে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া অপরিস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"না, প্রয়োজন ত তেমন কিছু নেই মা?" তারপরে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধের মত মৌন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া যেন সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুই না তাকে একবার দেখ্‌তে যাবি বলেছিলি।"

ঊষা একটা চাপা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা, জান, সন্থদিদি এতে রাজী হয়েছে?"

হরসুন্দরী অত্যন্ত ভীতা হইয়া থতমত খাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"না, তাত জানি না মা।"

ঊষা গা ঝাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিল—"ভগবান্, হিন্দুরমণীর মুখ রেখ, ধর্ম্ম ও মানমর্য্যাদার এমন প্রশস্ত পথ ছেড়ে তাদের যেন এমতি না হয় প্রভো!" তারপরে মাতার দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—"তা যদি নাই হয়ত বে যে হবেই সে কথাও ত বলা যায় না। সদুদিদি যদি অমত করে ত, ইচ্ছা কল্লেই আর কেউ যে বে দেবে সে ত কখ্‌খনও হতে পারে না।"

সহসা বিদ্যুদ্দীপ্তিতে প্রকোষ্ঠের মধ্য ভাগটা আলো হইয়া উঠিল। কড় কড় করিয়া আকাশে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। জানালা গলাইয়া জলের ঝাপ্‌টা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হরসুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—"সে কথাত তোর সত্যি।"

ভরসায় ঊষার বুক ফুলিয়া উঠিল; বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে গিয়া আত্মবিশ্বাসের প্রবল জোরে যেমন ছিল, তদপেক্ষাও দৃঢ় হইয়া পড়িল। সৌদামিনী তাহার বাল্যসখী, প্রায় সমবয়সী, সর্ব্বশিক্ষায় শিক্ষিতা। বিধবা হইয়া দু'জনেই যে তীব্র দুঃখের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিল, তাহার মধ্যে ঊষার মনের কোণে যাও একটা অপরিচিত শান্তির পথ উঁকি মারিয়া দেখা দিতেছিল,এমনই একটা অকার্য্যের কথা শুনিবামাত্রই ঊষা যেন তাহার চারিদিকে পাপ ও যথেচ্ছাচারিতার ঘোর পঙ্কিল কণ্টকাকীর্ণ বেষ্টন দেখিয়া আপনার মনে আপনিই পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছিল। সৌদামিনীর মনের জোর নাই, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত; অভিভাবক বা প্রতিপালকস্বরূপ ভ্রাতৃবর্গ তাহাকে জোর করিয়া ধরিলে

সে যে অনিচ্ছায়ও মত দিতে পারে, ইহা জানিলেও সৌদামিনী হয়ত এখনও মত দেয় নাই; এই ভরসাটা উষার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গোড়ায় কঠিন ভারসহ অবলম্বনস্বরূপ দাঁড় হইয়া পড়িয়া তাহার আত্মহৃদয়ের তুলনায় সৌদামিনীর কার্য্যেও অপরিমিত আস্থা স্থাপন করিয়া দিল। সে ঝিকে সঙ্গে করিয়া একেবারে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাড়ীর দোরে গাড়ী থামিতেই একটা অট্টহাসির তীব্র শব্দে উষার প্রাণটা ধক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মৃদু মন্থর গতিতে ভিতরে প্রবেশ করিতেই উষা দেখিল, বারাণ্ডার প্রকাণ্ড রকের উপর বসিয়া সৌদামিনী তাঁহার দুইটি সমবয়সী মেয়ে ও একটি পুরুষের সঙ্গে তাস খেলিতেছে। তাঁহার অঙ্গস্বরূপ ঠাট্টা তামাসা ও হাস্যপরিহাসে মুখরিত বাড়ীখানা উষার নিকট পাপ ও অপবিত্রতার কেন্দ্র বলিয়া মনে হইল। সমাজের এ ভীষণ ভীতিপ্রদ পরিণামদর্শনে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল; মাংসপেশীগুলি কে যেন সবলে ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলিতেছিল। বিধবা ব্রহ্মচারিণীর একনিষ্ঠ সংযম ও নিয়মনের মধ্যে এ অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাট বীভৎসরূপ ধারণ করিয়া তাহার হৃদয়ের উপর যেন একটা মস্ত পাষাণখণ্ড চাপাইয়া দিল।

মেঘ কাটিয়া শুক্লাষ্টমীর শ্বেত জ্যোৎস্না মৃদুমন্দ হাসিতেছিল। উষার নিকট তাহাও যেন কেমন ম্লান অপবিত্র ঠেকিতে লাগিল। উষাকে দেখিয়া সৌদামিনী সেই ম্লান জ্যোৎস্নার মত ম্লান হাসি হাসিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি ডাকিয়া বলিল—"উষা, ভাই, আয় না এ দিকে?"

উষা ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে সত্বরপদে বাহিরে যাইতেছিল, সৌদামিনীর অসার নিদ্রিত মনের উপর বাল্যসহচরীর এই বিমুখ-

তাটা আঘাত করিল। তাহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি যেন এই মৃদু আঘাতে অঙ্গুলীতাড়নে বীণার তারের মত বাজিয়া উঠিল। সে তাস রাখিয়া একেবারে উষার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল—"এসেই যে বড় চল্লি, দু'দণ্ড বস্‌বি চল্। কদ্দিন দেখিনি, ব'সে দুটো গল্প কর্‌ব, তবে যাবি।"

ছাই গল্প, উষা ঘৃণায়, ক্ষোভে, লজ্জায় যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। এত অল্পকালের মধ্যে সৌদামিনীর এই অপরিসীম অধঃপাতের কথা মনে করিয়া সে একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। পেছন ফিরিয়া সৌদামিনীর ম্লান মুখের দিকে তাকাইয়া পরক্ষণেই আবার তুল্যাবস্থ সহচরীটির জন্য সমবেদনায় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তবু কিন্তু ইহাদের এই প্রগল্‌ভ আচরণ বৃশ্চিকের মতই অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে দংশন করিয়া উষাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। সে ধীরে ধীরে সৌদামিনীর হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া করুণ সহানুভূতির স্বরে বলিল—"আজ যাই ভাই, আর একদিন আস্‌ব।" বলিয়া ত্বরিতগতিতে একেবারে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

স্ত্রীজাতির নিজস্ব আত্মমর্য্যাদা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যে সজ্জিত সুন্দর ছবিটি কল্পনার প্রাবল্যে উষা সহোদরার মত সৌদামিনীর মধ্যে পরিস্ফুট দেখিতে পাইয়া বাড়ী হইতে প্রবল আবেগ লইয়া বাহির হইয়াছিল, যাহার জোরে সৌদামিনী সম্বন্ধে মাতার কথিত কথাটাকে ভিত্তিহীন স্বকপোলকল্পিত মনে করিয়া অনুকূল ভাবনার মুখে একেবারেই ভাসাইয়া দিয়াছিল। এখানে আসিয়া মুহূর্ত্তে তাহার সে

পূত জগদ্বন্দ্য আদর্শের উচ্চশিখরাধিরূঢ় প্রতিকৃতি ইহাদের এই প্রগল্ভ উচ্ছৃঙ্খল হট্টগোলের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া পড়িল। বিধিনিয়ন্ত্রিত সৌম্য শাশ্বত মূর্ত্তি যেন মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তির মত এ অভাবনীয় ভাবের আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। একটা আগুনের হল্‌কা যেন সবেগে মণ্ডপগৃহে প্রবেশ করিয়া পূজার জন্য কাঠখড়ে নির্ম্মিত প্রতিমা পোড়াইয়া দিয়া তাহার অণুপরমাণু শুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিলাইয়া দিল। এমনই অবস্থায় প্রতিমাভঙ্গে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই যেমন হাহাকার করিয়া ওঠে, ঊষারও সমস্ত প্রাণটা তেমনি হাহাকারে ভরিয়া উঠিল।

[৭]

দিন তিনেক পরে সন্ধ্যাবেলা গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া দ্বিতলের নীরব নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে ঊষা ধ্যানে বসিয়াছিল। নবীনা সন্ন্যাসিনী যেন বয়সের এই প্রথম সময়ে ভোগসম্ভার দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া পৃথিবীকে ত্যাগ শিক্ষা দিতেছে। ঊষার কষিত তপ্তকাঞ্চন-বর্ণচ্ছটা প্রকোষ্ঠটিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যার পবিত্র মন্দ বায়ু দক্ষিণের বাগানের ফুলের গন্ধ লইয়া সদ্যঃসিক্ত আজানুলম্বিত ঊষার এলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলরাশির উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া তীব্র গন্ধ ঢালিয়া দিয়া আপনার রজোভাবটা কাটাইয়া লইতেছিল। আবার মাঝে মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্থানভ্রষ্ট বক্র সর্পের মত দুই চারি গাছি চুল বাতাসের ভরে হেলিয়া দুলিয়া সংজ্ঞাহীনার মতই ঊষার চেতনার কথা জানাইয়া দিতেছিল। পশ্চিমাকাশের সান্ধ্য রক্তরাগ ঊষার পল্লবরক্ত স্ফীত গণ্ডে ও কপোলদেশে পড়িয়া নিজের হীনতার জন্য

ভিক্ষা মাগিয়া লইতেছে। সকল মিলিয়া পবিত্র তসর-সাটী-পরিহিতা উষাকে মূর্ত্তিমতী প্রতিভার মত দেখাইতেছিল।

উষা তন্মনস্ক, বাহ্য জগতের আবিল উচ্ছৃঙ্খল ভাবনাগুলি যেন তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া আপন মনে আপনি অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। নেত্রনির্গত পূত অশ্রু তাহার হৃদয়ের অকিঞ্চিৎকর দুষ্ট বাসনাগুলিকে ধুইয়া লইয়া ভগবানের চরণের উপর ফেলিয়া দিতেছে।

গৃহিণীর আদেশে উষাকে ডাকিতে আসিয়া ঝি থম্‌কাইয়া স্তব্ধ হইয়া কাঠের পুতুলীর মত দাঁড়াইয়া রহিল, উষার সেই তন্ময়তা, শারদ রৌদ্রের ন্যায় শান্ত, স্নিগ্ধ, সুখসেব্য পূত কমনীয় কান্তিচ্ছটা ঝির চিরবিচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের উপর ক্ষণেকের জন্য যেন একটা অপূর্ব্ব ভক্তির অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুরিমার রেখাপাত করিয়া দিল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুখোপ-ভোগ্য তাপহীন সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিতেছিল, সহসা গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সুপ্তোত্থিতার মত তাড়াতাড়ি উষাকে ডাকিয়া বলিল—"উষা দিদি, তোমায় মা ডাক্‌ছেন।"

উষা নড়িল না, একবার দৃষ্টি ফিরাইল না, পর্ব্বতসানুর মত সে অচঞ্চল স্থির, বাহ্য-অনুভূতিশক্তির লেশও যেন তখন তাহাতে ছিল না। ঝি এবার আপনাকে ভালরূপে সাম্‌লাইয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, বলিল—"মা বল্‌ছেন, খাবার তৈরি হ'য়েছে, খাবে এস।"

উষা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তাহার সেই প্রশান্ত পবিত্র দৃষ্টি ঝিকে আরও মাতোয়ারা করিয়া দিল। বিহ্বলের মত সে পিপাসা-

কাতর হৃদয়ে যেন সেই দৃষ্টির মধ্য হইতে সুধাধারা পান করিতেছিল। ঊষা স্নিগ্ধ কোমলকণ্ঠে বলিল—"যা ঝি, মাকে বল্‌গে, আজ একাদশী, আমায় ত আজ কিছু খেতে নেই।"

বিদেশপ্রত্যাগত প্রিয়জনের সাহ্লাদ বাক্যের মত, দূরাগত বীণার ঝঙ্কারের মত, বাসন্তী কোকিলের মৃদুমধুর গুঞ্জনের মত এই সুমিষ্ট স্বরে ঝির তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। সে মনে মনে দুঃখিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, পেছন হইতে গৃহিণী করুণস্বরে বলিলেন—"আয় মা, দিন ত কেটে গেছে, আর গৌণ করিস্‌নি, মুখ যে তোর একেবারে শুকিয়ে চূণ হ'য়ে গেল।"

ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে যে কত নিরুপায়, তাহা ভাবিতে গিয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিতামাতার এই সকল বিধিবিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধে বাদপ্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রতিদিনই যে সে তাঁহাদের অপরিমিত দুঃখের অপরিসীম অনুশোচনার কারণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে জানিলেও পতির শেষ আদেশ, বিশেষ করিয়া সতী রমণীর একমাত্র কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রবল পিপাসা চক্রাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে যেন অন্যপথে যাইবার সুযোগ বা সুবিধা দিতেই চাহিত না, সে জানে না, তাহার মনের ভাব, মনের ইচ্ছা, পতির অন্তিম আদেশের সহিত সহোদরের মতই প্রীতি ও একতা স্থাপন করিয়া পিতামাতার ইচ্ছাকে কেন এইভাবে দলিয়া পিষিয়া একেবারেই মৃত্যুমুখের যাত্রী করিয়া তুলিতেছে। প্রতিকার্য্যেই কোন্ অবিজ্ঞাত দেবশক্তি যেন আড়ালে থাকিয়া তাহাকে ভরসা দিয়া বলিত, যে পথ তুমি অবলম্বন করিয়াছ, ইহাই তোমার শ্রেয় ও

শ্রেয়ঃসাধক,—সুখ ও শান্তির,—ধর্ম্মের। এই অজ্ঞাত আদেশের প্রেরণার জোরে সে মনে বল পাইত, শান্তি ও সান্ত্বনার পূর্ণ গৌরব তাহাকে অধিকার করিয়া বসিত, ভরসায় তাহার প্রয়োজনহীন পতি-পরিত্যক্ত নবীন জীবন প্রয়োজনবহুল হইয়া পড়িত, সীমাহীন চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকিয়া তাহার কেবলই মনে হইত, বিধবার জীবন ত ব্যর্থ—বিফল নহে, তাহার মুক্ত স্বাধীন জীবনদ্বারা পৃথিবীর যত প্রধান কাজ হইতে পারে, সংসারের কঠিন আকর্ষণে আকৃষ্ট সংসারিগণের স্ত্রী-পুত্রস্বামী প্রভৃতি লইয়া সেরূপ কাজ করা ত সকল প্রকারেই অসম্ভব। এই ভাবের চিন্তার মধ্যে খানিকক্ষণ নীরবে কাটাইয়া দিয়া ঊষা দৃঢ় অথচ কোমলকণ্ঠে বলিল—"আজ ত একাদশী, জল যে খেতে নেই মা।"

অপ্রাপ্তবয়সে বিধবা ঊষা যে নিরম্বু একাদশী করিবে, তাহা ত হরসুন্দরীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বড় আশা করিয়াই যে তিনি দুপুর হইতে নানা প্রকারের জলখাবার প্রস্তত করিয়া ঊষার প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া ওকে তাকে দিয়া কতবারই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। ঊষার উত্তরে অপ্রতিভ হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"একাদশী, তা ব'লে কি জলটুকু মুখে দিতে নেই!"

ঊষা নতমস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। হরসুন্দরী এবার একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"ধর্ম্মের দিন কি তোর ফুরিয়ে যাচ্ছে ঊষা, না এই বুড়োবুড়ীর জীবন নিয়েই যত ধর্ম্ম সব সেরে নিতে হবে।"

ঊষার হৃদয়টা ছাৎ করিয়া উঠিল। পতিঘাতিনী বলিয়া সে যে নিজেই আপনাকে অমঙ্গলের চরম কারণ বলিয়া জানিত। তাহার উপর মাতার এই কঠোর বিষদিগ্ধ উক্তি পিতামাতার ভাবী

জীবনের অনিষ্ট সূচনা করিয়া দিয়া তাহাকে তটস্থ আশ্রয়হীন করিয়া তুলিল। ঊষা সজোরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার কম্পিত বক্ষটাকে আরও কাঁপাইয়া কাপড়ের আচলে চোক মুছিল। গৃহিণী আর থাকিতে পারিলেন না, কন্যার এই বালব্রহ্মচর্য্য তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বাণ বিদ্ধ করিয়া দিল। কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তুই এমন কর্‌বিত, যে দিকে দু'চোক যায়, সে দিকে চ'লে যাব। ঘরে থেকে এ আর আমি সইতে পাচ্ছি না।"

ঊষা ধীরে অস্ফুটস্বরে বলিল—"কি করবে বলত মা, এমন অভাগিনীকেই পেটে ধ'রেছিলে যে, চিরটা কাল যন্ত্রণাই সইতে হবে।"

প্রবল আঘাতে গৃহিণীর বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতে লাগিল। তিনি এবার আরও উচ্চ ক্রন্দনে ঊষার হৃদয় আলোড়িত করিয়া দিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"ঊষা আয় মা, আর জ্বালাস্‌নে।"

ঊষা এবার যেন আরও কঠোর হইয়া বলিল—"যাই বল মা, অন্যায় অনুরোধ কল্লে, সেত আমি রাখ্‌তে পার্‌ব না।"

গৃহিণী সর্পদষ্ট ব্যক্তির মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিলেন। কন্যার কথার বিষম খোচাটা তীক্ষাগ্র জ্বলন্ত লৌহ-শলাকার মত তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত জ্বালাময় করিয়া তুলিল। সহসা তাঁহার মুখের উপর কে যেন কতগুলি কালী ঢালিয়া দিল। মাতার এই শোচনীয় অবস্থা ঊষার সংযমের গোড়ায় বিষম বীভৎসভাবে আঘাত করিল। ঊষা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সহসা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া বলিল—"কেঁদ না মা, চল আমি জল খাব।"

[৮]

হরসুন্দরী কি কাজে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই উমাশঙ্কর গড়গড়ীর নলটা ফেলিয়া রাখিয়া পূর্ণ ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গিন্নি, জিজ্ঞাসা কল্লে উষাকে ?"

কাজের কথা ভুলিয়া গিয়া বিস্মিতের মত এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হরসুন্দরী বলিলেন—"আমি পারবনা জিজ্ঞেস কর্ত্তে। মেয়ের যে ধারা, দেখেও একটু সমঝে চল্‌বার বুদ্ধি তোমার হয় না। শেষটা কি মেয়েটা আমার আত্মহত্যা কর্‌বে।"

"মেয়ে মানুষের দোষই এই, জিজ্ঞেস নেই, বাদ নেই, কেবল নাকে কান্না, জিজ্ঞেস করে মতটা জাহির কল্লেও কি দোষ ছিল, না মরুত মেয়েটা গলায় দড়ি ঝুলিয়ে।" আরক্তনেত্রে নীচের দিকে মুখ করিয়া ক্রোধভরে কথা কয়টা বলিতেই হরসুন্দরীও স্বরটা একটু চড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন— "জিজ্ঞেস যদি কত্তেই হয়ত, তুমিই করবে। আমি পারব না, সেত এক দিনই বলেছি। মেয়ে আমার নিরম্বু একাদশী কত্তে চায়, প্রাণান্ত করে জলফোটা মুখে তুল্‌তে পারি না। সেদিন আবার সদুর বের কথা শুনে কেমন করে উঠ্‌ল, দেখেই আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে।"

উমাশঙ্কর উদ্ধত ভাবটা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমিত আর তোমায় জোরজবরদস্তি কত্তে বলি নি। ব'লেক'য়ে একটিবার যদি মনটা ফিরিয়ে দিতে পারত, এইযে যাতনাটা পাচ্ছে, এর হাত থেকে মেয়েটা উদ্ধার পেত।"

"নাগো না, সে তেমন মেয়েই নয়, বরং এই আছে ভাল। আর ঘাটিয়ে তুলনা বল্‌ছি। হিন্দুর মেয়ে বিধবা হয়েছে, তার পক্ষেত ব্রহ্মচর্য্যই সেরা পথ।"

কর্ত্তা আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বলিলেন—এক কথা মুখে লেগেই রয়েছে, যা নয় তাই নিয়ে রোজ রোজ আর আমি তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি না, শ্রীশ আজ আস্‌বে বলেছে, দেখি সেই কি কত্তে পারে।"

তাড়াতাড়ি কর্ত্তার কাছ ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া আকুল ভাবে হরসুন্দরী বলিলেন—"দেখ একটু সবুরই নয় কর, এমনই যদি কর্‌বেত মেয়েত যাবেই, আমিও কিন্তু বাচ্‌ব না, আজ কিন্তু শ্রীশকে এর ভিতর এনই না।"

জুতার চট্‌পট শব্দে গৃহিণী ফিরিয়া দেখিলেন, হ্যাট কোট পড়িয়া শ্রীশ আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—"কি বল্‌ছিলেন মা!"

মা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া একপাশে দাঁড়াইতেই শ্রীশচন্দ্র যেন লজ্জদুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়া গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"দেখুন দেখি, আপনিও আমায় কেমন পর পর ভাবেন। ছেলের কাছে যদি মার লজ্জা কত্তে হয়ত, আমায় সাপ্‌ বলে দিলেই পারেন, আমি আর তাহলে এমুখো হব না।"

"ওদের ঐ রকম" বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া পরিত্যক্ত নলটি মুখে গুজিয়া উমাশঙ্কর আবার বলিলেন—"ওতে তুমি দুঃখিত হয়ো না শ্রীশ, তুমি যে আমাদের কতখানি আপনার, তাকি

আর এরা বুঝ্‌বে?” বলিয়াই তিনি চাহিয়া দেখিলেন, গৃহিণী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র তখন খাঁ খাঁ করিয়া পৃথিবীটাকে দগ্ধ করিতেছিল। সেই নিস্তব্ধ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইতে কাটাইতে শ্রীশ আর যখন কোন প্রকারেই একাটি ঘরে তিষ্ঠিতে পারিল না, তখন তাহার স্বজনহীন নিরাশ্রয় জীবনের গুরু ভার হাল্কা করিয়া লইবার জন্য এই বিশিষ্ট আত্মীয়ের বাড়ী পদার্পণ করিয়াই হরসুন্দরীর ব্যবহারে প্রাণে প্রাণে একটা গুরু আঘাত অনুভব করিতে-ছিল। উমাশঙ্করের কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কপালের ঘাম হাত-দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তা হলে উষার মত নিয়েছেন আপনারা?”

উমাশঙ্কর কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। প্রায় মাসাবধি কাল আজ কা’ল করিয়া তিনি শ্রীশকে কেবলই ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীশ আবার বলিল—“আমি আর আপনাদের এসব বাজে কথায় ভুলে থাক্‌তে চাইনি। আপনি ডেকে দিন উষাকে, আমিত বলেছি, তাকে বুঝিয়ে তার মত করে নিতে পারি ত বে কর্‌ব।”

“সেই ভাল” কর্ত্তা একথা বলিতেই উষা দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে পিতার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া পরিপূর্ণ আগ্রহে আব্দার করিয়া বলিল—“বাবা, তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে ডেকে দেবে, তিনি যদি আমায় রোজ এসে একটু একটু করে সংস্কৃত পড়িয়ে যান।”

কথাটা শুনিয়া উমাশঙ্কর এক দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এতদুঃখের মধ্যেও তাঁহার মুখের কোণে মেঘমলিন

আকাশের গায়ে বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই একটা চাপা হাসি উঁকি দিয়া পরক্ষণেই আবার মিলাইয়া গেল। জানালার পাশে চেয়ারের উপর বসিয়া শ্রীশ উষার কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি যেন তীব্র শ্লেষের মত উষার কাণে বাজিল। উষা চাহিয়া দেখিল, নিদাঘের রবিকর বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া শ্রীশের কপালে গণ্ডে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতেছে। সে গৃহমধ্যে শ্রীশকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া দ্রুতপদে বাহিরে বাহির হইয়া যাইতেছিল, উমাশঙ্কর বাধা দিয়া বলিলেন—"উষা যাস্‌নি, শ্রীশ তোর সঙ্গে দেখা কত্তে এয়েছে। ও তোদের কত ভালবাসে জানিস্, ওর সঙ্গে দু'ট কথা ক। আমি আস্‌ছি।" বলিয়াই তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

উষা বড় বিপদে পড়িল, এই শ্রীশবাবুকে সে আর একবারমাত্র দেখিয়াছিল, উষার বিবাহের পূর্ব্বে তাহার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীশ নিজেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বিবাহের সমস্ত ঠিকও হইয়াছিল, তারপর কেন, কি কারণে যে অন্য পাত্রের সহিত উষার বিবাহ হইল, তাহা সে জানিত না। এতদিন পরে আজ সেই শ্রীশই উষার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে কি উদ্দেশ্য লইয়া উষা তাহা ভাবিয়া পাইল না। শ্রীশের সহিত কথা বলিতেও তাহার মন যেন সঙ্কোচে ও লজ্জায় জড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীশের সেই উচ্চ হাসিটা যেন উষার কাণে কেমন নীরস, কঠিন, নির্দ্দয় ভাবের প্রতিধ্বনি করিতেছিল। উষা এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বাহিরে পা বাড়াইতেই শ্রীশ ডাকিয়া বলিল—"উষা যাচ্ছ কেন ? শোন।"

মধ্যপথে বাধা পাইয়া উষা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীশের দিকে কোমল দৃষ্টিপাত করিতেই শ্রীশ শিহরিয়া উঠিল। সে কমনীয় দৃষ্টি তাহাকে একেবারে মুগ্ধ রোমাঞ্চিত করিয়া দিল। ভাবী সৌভাগ্যের উচ্চ আশায় তাহার হৃদয় উল্লাসপূর্ণ হইয়া উঠিল। উষা মধুর স্বরে বলিল—"আপনি বসুন, বাবা এখুনি আস্‌ছেন।" বলিয়া সে আবারও পা ফেলিতেই শ্রীশ বলিয়া উঠিল—"বাবা আস্‌ছেন, আসুনই না, তুমিই বা এমন পরের মত আমায় একা ফেলে যাচ্ছ কেন? তর্কালঙ্কার ঠাকুরের কথা কি বল্‌ছিলে?"

অতি অনিচ্ছায় মুখ ফিরাইয়া উষা বলিল,—"তাঁর কাছে আমি সংস্কৃত পড়্‌ব।"

"সংস্কৃত নাকি আবার মেয়েরা পড়ে!"—বলিয়া শ্রীশচন্দ্র আবারও হাসিয়া উঠিল। উষার কাণে এ হাসি যেন আরও বেয়াড়া বিশ্রী রকমের বাজিল। সে অতিকষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"কেন পড়্‌বে না, সংস্কৃত ত সবারই পড়্‌তে হয়, নৈলে যে আমরা কোন কাজই কত্তে পারি না।"

গাছের ডালে বসিয়া পাখী ডাকিয়া উঠিল। গৃহাগত মার্জ্জারটা লেজ নাড়িয়া উষাকে যেন কি ইঙ্গিত করিল। উষা তবু স্থান ত্যাগ করিতে পারিল না। শ্রীশ এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"মেয়েদের ত ঘরসংসার নিয়েই থাক্‌তে হয়, সেই ত তাদের কাজ।"

উষা পরিষ্কারস্বরে বলিল—"সে যাদের স্বামিপুত্র রয়েছে। আমাদের ত সংসারে তেমন কোন কাজ নেই, যা নিয়ে চিরটা কালই বসে কাটাতে হবে—"

উষা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, শ্রীশ বাধা দিয়া বলিল—"নেই কেন, ইচ্ছা কল্লে তোমারওত আবার সব হ'তে পারে, এই ত সৌদামিনীর বে হ'চ্ছে।"

মুহূর্ত্তে গর্জ্জিয়া উঠিয়া আবার কি ভাবিয়া যেন আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে উষা বলিল—"যার অধঃপাতে যেতে হয় যাক্, তার জন্য যে সবাই এক পথ ধ'রে বস্‌বে, এমন দিন ত আজও এদেশের হয় নি।"

"অধঃপাত,—অধঃপাত কেন, বিধবার বে ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।"

এবার আর উষা সাম্‌লাইতে পারিল না। মনের কথা আপনা হইতে মুখের গোড়ায় আসিয়া পড়িল। সে ক্রোধে লাল হইয়া বলিল—"সে শাস্ত্র যারা করেছে, তারা যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" বলিয়াই সে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের মত তাপ বুকে করিয়া শ্রীশচন্দ্র মুহ্যমান অবস্থায় বোকাটির মত চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল।

[৯]

"সদুদিদি ঘুমিয়েছ?" বলিয়া উষা শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া সৌদামিনীকে টানিয়া উঠাইল। সৌদামিনী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া উষার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অভিমানের সুরে বলিল—"সে দিন এসেই অম্‌নি চ'লে গেলে, কেন, একটু কি বস্‌তেও নেই?"

উষা উত্তর করিল না, আসিয়া তখনি চলিয়া যাইবার কারণটা যে কি, তাহা স্বামিশোকবিমূঢ়া সৌদামিনীকে বলিতে যেন তাহার কেমন

বাধ বাধই ঠেকিতেছিল। সৌদামিনী এই সমবেদনাবতী সঙ্গিনী রমণীর তপ্ত বুকে মুখ রাখিয়া তপ্ত অশ্রুতে যে দিন তাহার হৃদয়ের গুরু ভার, শোকাবেগ লঘু করিয়া লইয়াছিল, সে ছিল এক দিন, আজ যেন সৌদামিনীর সম্বন্ধে সেই দুঃসংবাদটা ইহাদের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান সূচনা করিয়া দিয়াছে। তাই বাল্যসহচরী সহোদরা প্রতিমা সৌদামিনীর নিকটও ঊষা এখন আর মনের কথাটা খুলিয়া বলিতে সাহস পাইতেছিল না। সৌদামিনী তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—"কি? মুখে যে কথাটি নেই, একেবারেই বদ্‌লে গেলি দেখ্‌ছি।"

ঊষা সৌদামিনীর হাত দু'খানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া চিন্তার ভাব দেখাইয়া উত্তর করিল—"না সদুদিদি, আমিত বদ্‌লে যাই নি, সে দিন কথাটা শোনা থেকে মনটা আমার কেবলই কেমন কচ্ছে।"

"কি কথা ভাই?" সৌদামিনী ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কথাটা বলিতে গিয়া সৌদামিনীর প্রাণে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় ঊষা যেন মাঝখানে বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। স্বতঃই তাহার মনে হইল, এই অসম্ভব বেদনাকর প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই সৌদামিনীর প্রাণ কেমন করিয়া উঠিবে, সে অস্থির হইয়া পড়িবে, স্বামীর লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাহার বক্ষঃপঞ্জর দংশনের তীব্র জ্বালায় একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে। সৌদামিনী এবার আরও উৎসাহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি লো, একেবারে যে বোবা হয়ে গেলি দেখ্‌ছি।"

উষা আর ভাবিল না, যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই যেন তাহার কর্ত্তব্য পিছাইয়া দুরে সরিয়া যাইতেছে। এবার সে লজ্জা, দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"শুনলুম, তোমায় নাকি আবার বে দেবে ?"

সৌদামিনীর সাদা মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে মাথা নীচু করিয়া উষার হাত হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

উষা শান্ত সংযতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি তোমার মত নিয়ে হচ্ছে ?"

কথাটা বলিতে গিয়া উষার মুখের ভাবে একটা ব্যাকুল আশঙ্কার প্রচ্ছন্ন ছবি যেন সাড়া দিয়া উঠিল। সৌদামিনী তাহা বুঝিয়া নিজেও একটু শঙ্কিত হইয়া উত্তর করিল—"না, আমার মত ত কেউ জান্তে চায় নি, আমার আবার মতামতই কি ?"

উষা ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—"কি, তোমার মতামত নেই ত কার আছে। এ ত আর একটা যা তা নিয়ে কথা হচ্ছে না, যে জিজ্ঞেস না করে, করে বস্লেই হল।"

সৌদামিনী নরম হইয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল—"আমিত তাই জানি, বড়দা যা কর্‌বেন তাই হবে।"

"না সদু দিদি, এত তা নয়, তাঁর কথায় চল্লেত হবে না। তুমি মন শক্ত কর। তাঁকে বারণ করে দাও, ওসব যা তা খেয়াল খাটবে না এখানে।"

সৌদামিনী বিস্মিত হইল, সে ভাবিয়া পাইল না, ইহার মধ্যে খেয়ালটা কোন জায়গায়। আর একবারও ত তাহার বিবাহ হইয়াছিল,

সেবার ত তাহাকে কোনকথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, এবার তবে জিজ্ঞাসা করিবে কেন? বিধবার বিবাহ,—তাই কি? তাতেই বা তাহার নিজের কি বলিবার আছে, যাঁহারা সকল করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই ইহারও ভালমন্দের বিচার বা বিবেচনা করিবেন। একথা লইয়া মেয়েরা কি আলোচনা করিতে পারে? ছিঃ! বিশেষ করিয়া এ ভাবটাও তাহার মনের উপর ক্রীড়া করিতেছিল ;—স্বামী ত তাহার নাই, এ অবস্থায় সে একা এই বিলাসময় সংসারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভোগ-বিলাস ও বাসনারাশি পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া ভিখারিণীর মত পরের মুখ চাহিয়া কেন থাকিতে যাইবে। সৌদামিনী ধীরে ধীরে বলিল,—'না ভাই, এ নিয়ে যে বড়দার সঙ্গে কোন কথা কৈব, সে ত আমি পার্‌ব না।"

"পার্‌বে না।" গর্জ্জন করিয়া ভগ্নোৎসাহে উষা বুক ধরিয়া বসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"পার্‌বে না সদুদিদি, ধর্ম্মের জন্য—হিন্দুরমণীর গৌরবরক্ষার জন্য একটা 'না' কত্তে তুমি যদি নাই পার ত আমায় বল, আমি তোমার হয়ে তোমার বড়দার পায়ে ধরে বারণ করে আসি।" তারপরে কি মনে করিয়া একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া সাশ্রুনেত্রে উষা আবারও বলিল,—"স্বামীর কথা কি মনে পড়ে না সদুদিদি? তাঁর পায়ে যে তোমার দেহ, মন, ধর্ম্মকর্ম্ম সব বিকিয়ে রয়েছে। তাঁকে ভুলে আর একজনকে নিয়ে তুমি কেমন করে ঘর কর্‌বে বলত?"

সৌদামিনী যেন কি চিন্তা করিতেছিল, উষার কথাটা উজ্জ্বল আলোর মত গাঢ় অন্ধকার নাশ করিয়া তাহার মনের উপর যেন মৃত্যুবিবর্ণ স্বামীর সেই অন্তিম মুখের পাণ্ডুর ছবি ফুটাইয়া

তুলিতেছিল। উষা আবার বলিল,—"দেখ সদুদিদি, মনকে জোর করে বাঁধ্‌তে হবে। ভাইবন্ধু যে যা বলুন, যে যা করুন, তোমার ধর্ম্ম—তোমার ইহকাল পরকাল ত তোমার হাতে।"

সৌদামিনী তবু উত্তর করিতে পারিল না, এতকালের মধ্যে যে দিক্ দিয়া তাহার চিন্তাটা একদিন উঁকিও মারে নাই, আজ উষার কথায় সেই লুপ্ত সুপ্ত দিক্‌টা যেন কেমন একটু চিন্তার ছায়া ভাবিবার বিষয় লইয়া তাহার মনের উপর ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। উষা নিজের কথায় জোর দিয়া আবারও বলিয়া উঠিল—"আপনাকে শক্ত কত্তে হবে সদুদিদি! সে না হলেত উপায় নেই বোন? ওঁরা আপাতসুখের জন্য যাই করুন, আমাদের দেখ্‌তে হবে ধর্ম্ম—পরকাল। সুখই বরাতে থাক্‌বে ত, এমন ভাবে ভাসিয়ে যে যার চলে যাবে কেন? এখনত আমাদের ধর্ম্মই বলভরসা বোন, সেটি যদি হারিয়ে বসিত, আর যে খুজে পথ পাব না—"

"আর পুরুষগুলো যে আশী বছরে বে ক'রে, তাতে তাদের কোন্ ধর্ম্ম রক্ষা হয় উষা।" বলিয়া শ্রীশচন্দ্র গৃহে ঢুকিতেই উষা দৃষ্টি করিয়া ক্রুদ্ধ চিন্তায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। শ্রীশচন্দ্র আবার বলিল,—"তোমায় নিয়ে তুমি না হয় যা ইচ্ছে তাই কত্তে পার উষা, তা বলে আর একজনের বাড়ীতে ঢুকে যাকে তাকে তার অভিভাবকের অবাধ্য করে উচ্ছৃঙ্খল করে তুল্‌তেত তোমার অধিকার নেই।"

অপমানাহত উষার মুখ ক্রোধে ও ক্ষোভে বিস্ময়ে ও লজ্জায় পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই সে একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া কঠোর-কণ্ঠে বলিল,—"আমার কিসে অধিকার আছে, কি নেই, সে

বিচার কত্তে ত আপনাকে কেউ ডাকেনি। ছিঃ, আপনার লজ্জা হল না, খবর না দিয়ে এখানে ঢুকৃতে।” তারপর সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি আজ চল্লুম সদুদিদি ; আর একদিন আস্‌ব। তুমি বোন আমার কথা রেখ।” বলিয়াই সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, শ্রীশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিল,—“দাঁড়াও, রাগ করে যে চলে যাচ্ছ, অন্যায় ত আমি এমন কিছু বলিনি।”

ঊষার তিলার্দ্ধ দাঁড়াইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু যেন সে জোর করিয়া একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে শ্লেষ করিয়া উত্তর করিল,—“অন্যায়-ন্যায় বুঝ্‌বার অধিকার যে আপনার আছে, সেত আমার মনে হয় না। মানুষের একটা লজ্জা বা বিবেচনা থাকা দরকার, আপনার দেখ্‌ছি তাও নেই। কোথায় কার ধর্ম্ম নষ্ট করবেন, সে চেষ্টায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।” বলিয়াই উত্তরের অবকাশ না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

[১০]

তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে সম্মুখে করিয়া ঊষা একটা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পিপাসিতের মত হাঁ করিয়া নিমেষহীন লুব্ধদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিল। গৃহিণী গৃহে ঢুকিতেই তর্কালঙ্কার উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—“দেখ দেখি মা, এ কেমন পাগল। এই বয়েষ, ও সংস্কৃত পড়্‌বে ! আর রোজ এসে আমার পড়িয়ে যেতে হবে !”

ঊষা ছলছলনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল—“আবারও ঐ এক কথায়ই বল্‌ছেন ; কিন্তু আপনাকেওত স্বীকার কত্তে হয়েছে, ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে হলে, সংযম শিখ্‌তে হলে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়্‌তেই হবে।”

"সে যখন দরকার হয় কর মা, তা বলে এই কচি বয়েস নিয়ে কি ওসব পারবে।"

"কেন পারব না, আপনি যদি দয়া করে আমায় একটু পড়িয়ে দেন ত দেখবেন, আমি খুব শীগ্‌গির করে সংস্কৃত শিখে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করে দেব।"

"আমার কি অত সময় হবে মা, যে রোজ এসে তোমায় পড়িয়ে যাব।"

"বলেন ত আপনার বাড়ীতে যাই।" বলিয়া এক মুহূর্ত্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—"তা নৈলে যে আমার আর উপায়ও নেই, আপনি যদি অবজ্ঞা করে আমায় ত্যাগ করেন ত, আমি এ পোড়া বয়েস নিয়েত আর কাউকে বিশ্বাস কত্তে পারব না।" বলিতে বলিতে ঊষা কাঁদিয়া ফেলিল। বালবিধবা ঊষার চোকে জল দেখিয়া বৃদ্ধ সরলপ্রাণ তর্কালঙ্কার বিচলিত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি আকুলকণ্ঠে বলিলেন—"ছি মা, কেঁদনা, আচ্ছা আমি রাজি হলুম, তোমায় পড়াতে।"

ঊষা হর্ষপ্রফুল্ল হৃদয়ে মাটিতে পড়িয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদ-ধূলি মাথায় দিয়া মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি করিতেই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণী হরসুন্দরী অঞ্চলে চোক মুছিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন। ঊষা তাড়াতাড়ি মায়ের হাত ধরিয়া বলিল—"চল মা, আজ একবার পরেশনাথের বাগান বেড়িয়ে আসি।"

গৃহিণী কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সহসা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"শুনেছিস ঊষা, আমাদের গয়লা-বৌয়ের বড় ব্যামো হয়েছে।"

"কি ব্যামো মা ?" বলিয়া ঊষা বিষণ্ণনেত্রে মাতার উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া অনিচ্ছায় উত্তর করিলেন—"কলেরা হয়েছে শুন্‌লুম।"

"তাহলে ত আমার একবার যেতে হচ্ছে সেখানে।"

গৃহিণী নিজের কথায় নিজে ঘোর বিপদে পড়িলেন। তাহার কন্যা যে আশ্রয়হীনা এই গয়লা-বৌয়ের রোগের কথা শুনিলে কিছুতেই ঘরে থাকিবে না, তাহা তিনি বেশ ভালরূপ জানিতেন বলিয়াই এত সময় কথাটা চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিয়া তাঁহার লুপ্ত জ্ঞান যেন ফিরিয়া আসিল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মনে মনে দুঃসহ ক্লেশ পাইয়া বলিলেন—"না মা, তোর আর সেখানে যেয়ে কাজ নেই। চল আমরা বেড়াতে যাই, সেই ভাল।"

"তার ত কেউ নেই মা" বলিয়া ঊষা বিষণ্ণভাবে মস্তক নীচু করিয়া হাতের অঙ্গুলিতে চুলগুলি নাড়িয়া দিতে লাগিল।

গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"নেই ত নেই, যার কেউ নেই, তারই বাড়ী যে তুই গিয়ে পড়ে থাক্‌বি, সেত হবে না।"

"কেন মা, আমাদেরত ঐ কাজ, যাদের কেউ নেই, তাদের জন্যইত আমাদের ভগবান্ তৈরি করেছেন, আমি যাব মা।"

সারা রাত্রি অনিদ্রা ও রোগীর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া পরদিন ঊষা যখন গয়লাবৌয়ের ঘরদোর মুক্ত করিয়া আসিয়া নির্ম্মল প্রভাতরৌদ্রে মুক্তপ্রকৃতির কোলে মৃদুমন্দ সমীরণের সেবায় তুষ্ট

হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন শ্রীশচন্দ্র অতর্কিতভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"উষা, কেমন আছে গয়লা-বৌ?"

উষা মুখ নত করিয়া বলিল—"এখনত বেশ আছে, কিন্তু আপনাকে এখানে ডাক্‌লে কে?"

কথার খোঁচাটা যেন শ্রীশকে বিঁধিল, সে তাহা নিজের মধ্যে হজম করিয়া লইয়া বলিল—"না ডাক্‌লেই কি আস্‌তে নেই, তা হলে তুমিই বা এলে কি করে উষা, তোমায়ওত কেউ ডাকে নি।"

"সে আলাদা কথা।" বলিয়া অঙ্কুশাহত বেগবান্ অশ্বের বেগের মত উষা কথার তোড় খুলিয়া দিয়া আবার বলিল—"আমাদের যে কাজই এই, যারা বিধবা, তাদের ত আর কোন বন্ধন নেই, যে তার ওজর-আপত্তিতে ঘরে বসে থাক্‌তে হবে। ভগবান্ এই উদ্দেশ্য নিয়েই যে বিধবাদের প্রধান বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছেন। আপনার ত তা নয়।"

শ্রীশচন্দ্র ক্ষণকাল মূকের মত চাহিয়া রহিল। এই গভীরার্থ বাক্যের মর্ম্ম তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে যেন সমাজের একটা হিত, একটা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা একটা কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অতিসূক্ষ্ম ভাব সুনিপুণ শিল্পীর মত প্রবেশ করাইয়া দিল। সে ভাবের হিল্লোলে অসংযত শ্রীশচন্দ্র গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"আমারও ত তাই, আমিত একা, আশ্রয় বা বন্ধন সেত তোমা অপেক্ষা আমার আরও কম।"

উষার মুখ প্রভাতাকাশের মত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহার মুক্ত হৃদয় এই চিরমুক্ত প্রকৃতির মত ভিতরে ভিতরে জগতের জন্য যে আকুল আহ্বানে বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল, যদি তাহার একজন সঙ্গী জোটে ত সে বাচিয়া যায়, তাই সে এবার শ্রীশের প্রতি যে বিরক্তির

ভাবটা পোষণ করিতেছিল, চাপিয়া গিয়া বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আসুন শ্রীশবাবু, আমরা এই মুক্ত হৃদয়ের সর্ব্বস্ব লইয়া দেশের মধ্যে দশের কাজে নিজেকে ধন্য করে নি।"

শ্রীশচন্দ্র উষার মুখের দিকে চাহিল। তাহার উদ্দাম পিপাসা সেই মাদকতাপূর্ণ মুখে, চোকের চাহনীতে, সমুন্নত বক্ষঃস্থলের অসহ আকর্ষণে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। সে কাতরবচনে বলিল—"তুমি আমার কথাই রাখ ত, আমিও আজ তোমায় শপথ করে বল্‌তে পারি উষা, আমার জীবন তোমারই অঙ্গুলীসঙ্কেতে চল্‌বে।"

উষার গা কাটা দিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে শ্রীশচন্দ্রের মনের কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারিলেও কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল, শ্রীশের কথা উষা প্রাণ ধরিয়া কখনও রাখিতে পারিবে না। তবু নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"কি এমন কথা আপনার, যার জন্য সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিতে চাচ্ছেন?"

শ্রীশ নিরুপায়ের মত প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—"বিধবার বে ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।"

অগ্নিসংযোগে বারুদের গোলার মত জ্বলিয়া উঠিয়া উষা আবার যেন তখনি কি ভাবিয়া থামিয়া গেল; ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"তাতে আপনার লাভ?"

"লাভ, সে তোমায় কি বল্‌ব! তুমিত জান না উষা, আমি কি যন্ত্রণা সহ্য করে রয়েছি—তোমায় কত ভালবাসি। তোমার স্মৃতি যে আমায় উন্মাদ করে রেখেছে। আমি যে বড় আশা করে তোমার পথ

চেয়েই বেঁচে আছি—" বলিতেই উষা অতিষ্ঠভাবে রুক্ষকর্কশকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল—"যান আপনি, আপনার আর একটি কথাও শুন্‌বার আগেই আমি স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছি, খারাপ মত্‌লব নিয়ে যেন মাতৃজাতির অপমান কত্তে না যান, তাতে মঙ্গল ত হবেই না, বরং বিপদ পদে পদে আপনাকে জড়িয়ে ধর্‌বে।"

[১১]

টেবিলের উপর বাতি জ্বালিয়া এক টেবিল সংস্কৃত পুস্তক সম্মুখে লইয়া গৈরিকধারিণী উষা চেয়ারে বসিয়া উপদেষ্টার অপেক্ষা করিতেছিল। আজ কদিন তর্কালঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন না, তাই উষার পাঠের বিঘ্ন ঘটিতেছিল। জীবনব্রতের পরমোপাদান শাস্ত্রাধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটায় মনটা যেন তাহার আকুল হইয়া উঠিতেছে। দূরে সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। গাছে গাছে কাককোকিল ডাকিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। দিগন্তের কোলে পূর্ণিমার ষোলকলা লইয়া আকাশপাতাল হাসাইয়া মৃদু মন্দ পাদবিক্ষেপে পূর্ণচন্দ্র নামিয়া আসিতেছিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যার নিদ্রিত অভিনয় ভঙ্গ করিয়া দিয়া বসন্তের মধুকণ্ঠ কোকিল ডাকিয়া যাইতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে চন্দ্রকরোদ্ভাসিত নবীন তাম্ররক্ত বৃক্ষপল্লবগুলি যেন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। উষার কোন দিকেই মন ছিল না, সে ক্ষণে ক্ষণে গৃহ প্রবেশের পথের দিকে পিপাসিত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছিল, আর গীতার শাঙ্কর ভাষ্যে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া এক একটা সন্দেহের মীমাংসা করিতেছিল। বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিশ্চয়ই তর্কালঙ্কার ঠাকুর আসিতেছেন; পুলকপূর্ণ হৃদয় লইয়া উষা তাঁহার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া বাহিরে যাইতেছিল। আর এক পা বাড়াইলেই সে গৃহের বাহির হইয়া পড়িবে, আমিষ-লোলুপ, দুরন্ত শার্দ্দূল দেখিয়া মানুষ যেমন বসিয়া পড়ে, সেও তেমনই বসিয়া পড়িল। সম্মুখে শ্রীশচন্দ্র; উষার মনের সমস্ত উৎসাহ আকুল আকাঙ্ক্ষা জলপ্রপাতে অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সমস্ত বাড়ীটা জ্বলন্ত শ্মশানের মত দাউ দাউ করিয়া উঠিল। মনের কোণে অজ্ঞাত অতিবীভৎস একটা আশঙ্কা সাড়া দিয়া উঠিতেই উষা কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া অবশের মত চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

শ্রীশচন্দ্র গৈরিকধারিণী চিন্তাকুঞ্চিতললাট বিষাদখিন্ন আরক্তমুখ উষার সেই দিব্যজ্যোতিতে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইয়া মুগ্ধনেত্রে প্রলুব্ধচিত্তে তাহার দিকেই তাকাইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে উষা সেই কুটিল চক্ষের গ্রাসকর দৃষ্টিতে লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া হইয়া উঠিয়া ধিক্কার দিয়া বলিল,—"ছিঃ! কি লজ্জাহীন!"

শ্রীশচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। ঈষৎ সঙ্কুচিত এই মৃদুমন্দ কথা দুইটী তাহার তপ্ত বুকের উপর যেন একটা অমৃতদ্রব লেপিয়া দিল। এই অর্দ্ধস্ফুট কথার মধ্যে সে একটা কাঠিন্য-বিজড়িত কোমলতা, কর্ত্তব্য-বিজড়িত লজ্জার জড়িমা, আত্মনিষ্ঠা-জড়িত স্নেহপ্রবণতা, হিতোপদেশ-জড়িত ঔদ্ধত্যের সমাবেশ দেখিতে পাইল। হিতাহিতজ্ঞান-বিরহিত তাহার হৃদয় একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল।

উষা আবার বলিল,—"যান্ আপনি, আর মুহূর্ত্ত এখানে অপেক্ষা করেন ত, অপমান ক'রে বের ক'রে দে'ব।"

শ্রীশ স্নেহপরিপূর্ণস্বরে উত্তর করিল—"কেন উষা, আমি কি তোমার এতই পর যে, দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছ।"

উষার বেদনাকাতর নিরুপায় হৃদয়ের উদ্বেল বেগ লইয়া অশ্রু উথলিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্রীশ দোর আগ্‌লাইয়া ছিল, ঘর হইতে বাহির হইবার শক্তিও তাহার ছিল না। হতাশার প্রবল পীড়নে পীড়িত উষা মসৃণ শীতল অথচ শক্ত সিমেণ্টের উপর বসিয়া পড়িয়া নিজের নিরুপায়ের কথা ভাবিতে লাগিল। সে যে কত নিরুপায়, তাহা ত সে জানে, প্রস্রবণের মত চোখের দুই কোণ বহিয়া নিরন্তর দরদরধারে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্তব্ধ বসন্তের সন্ধ্যায় তাহার স্তব্ধ অন্তরাত্মা আজ কেবলই নিজের নিরুপায়ের কথা মনে করিয়া তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন চিরিয়া মুষরিয়া দিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে উষা যেন চেতনাহীনা হইয়া পড়িল, মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার জাগ্রত বৃত্তিগুলি সুপ্ত নিদ্রাতুর হইয়া আসিল। সহসা পুরুষ-করস্পর্শে সে ক্ষিপ্তার মত উচ্ছৃঙ্খল অসংযতবেশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে তদবস্থ শ্রীশচন্দ্রকে দেখিয়া ঘৃণায় ধিক্কারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার মত হইয়া, আবার সজোরে সাপের মাথায় পদাঘাত করিলে সে যেমন রোষে গর্জ্জিয়া ওঠে, তেমনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া ঔদ্ধত্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে ঘাড় নাড়িয়া রুদ্ধ কর্কশ স্বরে বলিল,—"আপনার কি আক্কেল, আর এমন স্পর্দ্ধা ও সাহস দেখে আমিত বিস্মিত হচ্ছি, এখনও বল্‌ছি যান্ আপনি, নৈলে আমি যে এখনই সবাইকে ডেকে এর প্রতিশোধ নেব, সেত কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

শ্রীশচন্দ্র সহজ শান্ত স্বরে বলিল,—"ডেকে অপমান কর্‌বে, ডাক্‌বে

কাকে ? কেউ যে বাড়ী নেই উষা, তোমার মা বাপ ত আমায় আর পর ভাবেন না, তাই বাড়ীতে আমায় রেখে তাঁরা বেড়াতে গেছেন।”

উষার মস্তকে যেন এককালে সহস্র বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতা-মাতার এই অপরিত্যাজ্য মূঢ়তার জন্য সে যেন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। দিন দিন এমনই অপ্রতিকার্য্য দায়ের সমাসন্ন বিপদ্ যে তাহাকে আর আস্ত রাখিবে, এ ভরসাও তাহার মন হইতে চলিয়া গেল, পিতা-মাতার এই উচ্ছৃঙ্খল দুষ্প্রবৃত্তির আঘাতে আহত শরীর লইয়া সে যে একদিন একমুহূর্ত্ত কোথায়ও নিরাপদ আশ্রয় পাইবে, এমন স্থানওত তাহার নাই। শোকমলিন হৃদয়ের গাঢ় ভার যে কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয় হাল্কা করিবে, এমন স্নেহের আপনার জনত পৃথিবীতেই সে দেখিতে পায় না। অত্যাচারের স্পষ্ট অনুভূতির আভাসে জ্বলিয়া উঠিয়া উষা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তা হলে আমিত নিরুপায়, এখন আমায় নিয়ে আপনি কি কত্তে চান ?”

“কি আবার করব, তুমিত আমার পর নও উষা,—বড় আপনার। পিতামাতার মত হয়েছে, তোমারই মতের অপেক্ষায় জ্বলন্ত হৃদয় নিয়ে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমায় নিরাশ কর না,—প্রাণে মের না উষা—”

উষা আর শুনিতে পারিল না, দুই হাতের দশটা অঙ্গুলী দিয়া সবেগে কর্ণরন্ধ্র চাপিয়া ধরিল। শ্রীশের স্পর্দ্ধাটা তাহার হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে একেবারে ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করাইয়া দিল ; উষার অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, চোক দিয়া

যেন আগুনের তীব্র হল্কা নির্গত হইতেছিল, সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"লেখাপড়া শিখে মানুষ এম্‌নি জানোয়ার হয়, সেত আজই প্রথম দেখ্‌লাম শ্রীশবাবু!"

শ্রীশ দুঃখে মরিয়া গিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"কিসে উষা!"

"কিসে—সে আবার বলে দিতে হবে, মানুষের চাম্‌ড়া নিয়ে কেউ যে বালবিধবার প্রতি এম্‌নি অত্যাচার কত্তে পারে, তাত কখনও শুনিনি।"

শ্রীশ অনেকটা স্তম্ভিতের মত হইয়া গিয়া বলিল,—"আমার প্রলুব্ধ পরবশ অন্তর আশা দিয়ে তোমার পিতাইত স্পর্দ্ধিত করে তুলেছেন।"

সে মুহূর্ত্তে সেখানে বজ্রপাত হইলেও উষা এত বিচলিত হইত না। পিতামাতাই যে এই চক্রান্তের গোড়া, এতদিনের মধ্যে আজই সে একথা প্রথম জানিয়া বহ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের মত অসহ্য জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়া স্বর নামাইয়া বলিল,—"তবু আপনিওত মানুষ, এ অবলার সহায়হীনার জাতিরক্ষা, সেত আপনারও অকর্ত্তব্য নয়।"

"জাতি মার্‌বার কোন কথাত এর মধ্যে নেই, বিধবার বে, সে ত বরাবরই চলে আস্‌ছে।"

উষার তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না, শক্তিও ছিল না। সে সজোরে একহাতে শ্রীশকে সরাইয়া দিয়া বিদ্যুদ্বেগে অপর একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

[১২]

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই উমাশঙ্কর উষাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"উষা, দিন দিন তুই একি হয়ে যাচ্ছিস মা, আজ এর বাড়ী, কা'ল ওর বাড়ী, এম্‌নি যেখানে রোগ, যেখানে অভাব, যেখানে কান্না, অশান্তি সেখানেই তুই! এত মা চল্‌বে না।"

উষা ধীর মন্থর গতিতে পা ফেলিতে ফেলিতে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, একটা কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তার পর আর কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া আবারও গৃহের মধ্যে গিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। হরসুন্দরী খাইবার জন্য ডাকিতে আসিতেই সে স্পষ্টস্বরে বলিল,—"শ্রীশবাবুকে যদি আবার এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দাওত, আমি আর জলটুকু মুখে দেব না। না খেয়ে এইখানে পড়ে মরে থাক্‌ব, তা তোমাদের বলে রাখ্‌ছি।"

"সেকি উষা, শ্রীশ যে তোকে কত ভালবাসে, আর তুই দেখ্‌ছি তার নাম শুন্‌লেই জ্বলে উঠিস্‌, দোষও ত সে কিছু করেনি।"

"দোষ করে নি" বলিয়া একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া উষা এবার উত্তেজনার প্রাবল্যে চীৎকার করিয়া বলিল,—"জ্বলে ওঠা না ওঠা নিয়েত কথা হচ্ছে না। আমি বল্‌ছি, সে যেন আর এ বাড়ী না মাড়ায়।"

"সে কি ক'রে হবে মা, সে যে আমাদের কত আপনার।"

ছাই আপনার, উষাত তাহার আত্মীয়তা চাহে না, সে বলিল,—"চাইনি আমি তার মত লোককে আপনার বল্‌তে। আস্‌তে বারণ করে দেবে কিনা তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি।"

নিরুপায় হরসুন্দরীর প্রাণ যেন ধসিয়া যাইতে লাগিল, স্বামীর বিচারবিবেচনাহীন ব্যবহার যে একমাত্র কন্যাকে তাহাদের হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতেছে, তাহাত তিনি কোন প্রকারেই বুঝিবেন না। কথা বলিলেই, প্রতিবাদ করিলেই কাঁদিয়া ফেলিবেন, জেদ করিয়া বলিবেন,—"এ আমি কর্‌বই, মেয়েটা দিন দিন একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, এভাবে ছাড়া তাকে ত আর আমি সুখী কত্তে পার্‌ব না। এ যে আমায় কত্তেই হবে।"

হরসুন্দরী ত প্রাণপণ করিয়াও মেয়ে যে তাঁহার কিসে কি করিলে সুখে থাকিবে, শান্তিলাভ করিবে, তাহা স্বামীকে বুঝাইতে পারিতেছেন না। সেদিনের এমন অমানুষিক ঘটনার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না, ঝিচাকর সঙ্গে লইয়া সকালে তিনি কালীবাড়ীতে গিয়াছিলেন, অপরাহ্নে বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঊষা একা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে, কি যে হইয়াছে, বুঝিতেই পারিলেন না। ভাবিয়া কোন কূল কিনারা না পাইয়া এখনও অবসাদগ্রস্তের মত বলিলেন,—"তাকেত অপমান করা চলে না মা—"

ঊষা কর্কশকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল,—"মান অপমান সে আমি জানি নি। তবে থাক তোমরা তাকেই নিয়ে।" বলিয়া সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই হরসুন্দরী তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, —"দাঁড়া ঊষা, আর জ্বালাস্‌ নে মা! আমার ত মরণ নেই যে মরে প্রাণ জুড়াব।"

মাতার স্নেহকোমল করস্পর্শে ঊষার অবরুদ্ধ অশ্রু আষাঢ়ের মেঘের মত নামিয়া আসিল। সে মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া

কাঁদিয়া হৃদয়ের গুরু ভার অনেক পরিমাণে হাল্কা করিয়া লইয়া মাতাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতেই তিনি স্বামীর এই বীভৎস কার্য্যে একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়া তখনকার মত মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিয়া পর দিন স্বামীর সহিত দেখা হইতেই জ্বলিয়া উঠিয়া চোক রাঙ্গাইয়া বলিলেন,—"তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি গোল্লায় গেছে, মেয়েটার পেছনে এম্‌নি লেগেছ, যে তাকে আর ঘরে থাক্‌তে দেবে না।"

কিসের কোন্ উত্তেজনার প্রবল আক্রমণে যে উমাশঙ্কর একেবারে পর্ব্বতের মত অচল অটল হইয়া এই বিবাহের পেছনে লাগিয়াছিলেন, তাহা তিনিও জানিতেন না। নানা দিক্ দিয়া নানাভাবে তাঁহার কার্য্যে তিনি যতই বাধা পাইতেছিলেন, ততই যেন উৎসাহও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় অটুট হইয়া পড়িতেছিল, নির্ব্বন্ধের আতিশয্যে তিনিও এবার ক্রোধপরিপূর্ণনয়নে ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার ত ঐ এক কথা! আগা গোড়াই দেখ্‌ছি, ওতে তোমার মত নেই। তা যাই কর, আর যাই বল, আমি উষার বে দেব, তবে ছাড়্‌ব।"

এই বিষদৃশ অবস্থার ভাবী কুফল গৃহিণীর মনের উপর প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দিয়া তাহাকে যে কি যন্ত্রণাটা দিতেছিল, তাহাত তাহার মত আর কেহ বুঝিতে পারিত না। তিনি অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"তার আগে আমায় গলা টিপে মেরে ফেল, নয়ত বিষ এনে দাও, বেচে থেকে দিন দিন আমি আর এ যন্ত্রণা সইতে পাচ্ছি না।"

উমাশঙ্কর মুখ নীচু করিয়া কোন জবাব না করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

[১৩]

"বিয়ের কি হল সদুদিদি, বারণ করে দিলে তোমার বড়দাকে ?"

"না বোন, সেত আর হয় না, বড়দা যে সব ঠিক করে ফেলেছেন।"

ঊষা এক মুহূর্ত্ত স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"দিদি সাধ করে গড় খুদে সাপ বের কচ্ছ, এখনও ফের।"

সৌদামিনী নম্রস্বরে বলিল,—"বড়দা একেবারে ক্ষেপে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকেত আর বারণ করে রাখ্‌বার যো নেই।"

সহসা বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঊষা কঠোরস্বরে বলিল,—কুকুরে কাম্‌ড়াবে বলে, তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে ঘর ছেড়ে যে চলে যাবে, সেত হয় না দিদি।"

সৌদামিনী মনে মনে দুঃখিত হইয়া বলিল,—"ছিঃ বোন, তুমি বড়দাকে অমন গালমন্দ কর না, তিনি ত আমার ভালর জন্যই কচ্ছেন।"

ঊষা দলিতা ফণিনীর মত ক্রুদ্ধ অবরুদ্ধ গর্জ্জনে আপনার মধ্যে আপনি ফুলিয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ভালর জন্যে কচ্ছেন, না ছাই পাশ দিয়ে তোমায় বুঝ্‌ দিচ্ছেন, মাটির পুতুল দিয়ে ছেলে ভুলান হচ্ছে বৈত নয়। আর তাঁর একারই বা দোষ কি ? তোমারও যদি ইচ্ছা না থাকৃত ত কথা ছিল।"

সৌদামিনী একটু উদ্ধত তেজোগর্ব্বিত ভাব দেখাইয়া কথার মুখে প্রভুত্ব টানিয়া আনিয়া এবার আরও নরম সুরে বলিল,—"আমার কথা নয় ছেড়েই দিলুম ঊষা, কিন্তু তুই ভাবছিস্‌নি কেন, আমার মন্দ করে ত

বড়দার কোন লাভ নেই, তিনিত আমায় মেয়ের মত ভালবাসেন। যা নয়, তা নিয়েই তুই বৃথা তর্ক কচ্ছিস্!"

"ভালমন্দ সে দু'দিনেই টের পাবে দিদি!" অভিসম্পাতের মত কথাকয়টি বলিয়া একমুহূর্ত্ত মৌন চিন্তা করিয়া রমণীকুলের নিজস্ব এই আত্মধর্ম্মরক্ষার পথ এতই ক্ষীণ অবসন্ন দেখিয়া সে যেন একেবারে ব্যাকুল বেদনাকাতর হইয়া আবারও বলিল,—"প্রাণে বড় লাগ্‌ছে দিদি! তোমার সঙ্গে যদি কোন সম্বন্ধ না থাকৃত, বড় বোনটির মত যদি তোমায় না দেখ্‌তুম, তা হলে হয়ত আর এতটা লাগ্‌ত না, ধর্ম্ম যে লোপ পাচ্ছে, সে যত কষ্টের কথা, তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে তার চেয়েও আজ আমার বেশী কষ্ট হচ্ছে।" বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই উষা পাঁচ হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীশ রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন আকাশের মত উল্লাসপূর্ণ উজ্জ্বল মুখ-শোভা লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। উমাশঙ্করের কথায় বিবাহের দিন স্থির করিয়া তাহার নিঃসন্দেহে ধারণা হইয়াছিল, উষা যাহাই বলুক, আর যাহাই করুক, তাহার আশা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। ভগবান্ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াছেন। প্রাণের যে প্রবল তৃষা তাহার উন্নত জীবনকে দলিত নিপীড়িত করিয়া রাখিতেছিল, বিধিপ্রদত্ত শুভপরিণাম আজ তাহা একেবারেই সুস্বাদু স্বচ্ছ জলে নিবারিত করিয়া দিবে। সে আনন্দে হর্ষে উদ্দাম মনোভাব গোপন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল।—"উষা, সদুকেত তুমি খুব উপদেশ দিচ্ছ, আর তোমার বাপত আজ তোমারও বে'র দিন ঠিক করে ফেল্লেন।"

উষা বসিয়া পড়িল, এত কাণ্ড, এত প্রত্যাখ্যান, এত অপমানে পরও যখন শ্রীশ প্রকোষ্ঠমধ্যে ঢুকিতে সাহসী হইয়াছে, অনুমতি পাইয়াছে, তখন তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য কি, সত্যই সে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, শ্রীশের বিবেকহীনতার কথাটা, এমনই একটা জঘন্য কথা মানুষ হইয়া উপহাসচ্ছলেই বা বলে কি করিয়া ? শ্রীশের গায়ে কি সত্যই মানুষের চাম্‌ড়া নাই ? অথবা উষাকে সে সৌদামিনীর মতই দুর্ব্বল, প্রাণহীন, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও ভবিষ্যদ্‌ভাবনাবিরহিত মনে করিতে চাহে ? এত হীন ঘৃণিত ধারণা এত দিনের ব্যবহারেও কি তাহার ঘুচিল না। শ্রীশ জানে না যে, হিন্দুরমণীর পদানুসারিণী উষা আত্মহত্যা করিয়াও আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। সে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,—"সে তখন দেখা যাবে শ্রীশবাবু, সে জন্য আপনি ভাব্‌বেন না, উষা তার জন্য প্রস্তুতই রয়েছে।"

শ্রীশ কথার অর্থটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বভাবেই বলিল,—"বের দিন যে ঠিক হয়েছে, সেটা তোমার বাপই তোমায় বল্‌তে বল্লেন।" বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়া গেল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কর্‌বে উষা ?"

উষা স্পষ্ট পরিষ্কারস্বরে বলিল,—"আর কিছু না পারিত মর্‌ব।" কথাটা বলিয়াই উষার চিন্তার ধারটা উল্‌টাইয়া গেল। বিশেষ করিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিতামাতার এই অসহিষ্ণু অপরিসীম অত্যাচারের কথা। বিধবা হইয়া অবধি এ কথা, সে কথা,

এ কাজ সে কাজ, পোষাকপরিচ্ছদ এমনই প্রতিকাজে প্রতিপদে মাতার সহিত ত তাহার বাদপ্রতিবাদ মনকষাকষি চলিয়াই আসিতেছে। তাহার উপর আবার সে যে দিন হইতে সাধারণের মধ্যে দীনদরিদ্রের কাজের জন্য, রুগ্নের চিকিৎসা, অসহায়ের বিপদ্প্রতিকার এমনই কতগুলি কাজে আপনাকে নিয়োগ করিয়া লইয়াছে; সে দিন হইতে পদেপদে মতভেদ, কাজেকাজে কলহ, কথায় কথায় ঝড়-ঝাপ্টা, এই ভাবে কোন দিক্ চাহিয়াই উষা নিজের জন্য যেন কূলকিনারা পাইতেছিল না। ভগবানে উষার অপরিমিত ভক্তি ও অফুরন্ত বিশ্বাস ছিল। অদৃষ্টের প্রতিও তাহার বিরাগ ছিল না। তাহারই জন্য সে কাহাকেও কোন দিন নিন্দা করে নাই,—দোষ দেয় নাই, কিন্তু এই যে অপ্রতিবিধেয় বিপদ্ তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তাহার সে কি করিবে? কি করিয়া সে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে? উষার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। এত নিরুপায় সে, তবু ভগবান্ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন না। সে যে কত নিরুপায়, তাহাত তাহার অপেক্ষা আর কেহ জানে না। সংসারের কিছুই উষা জানিত না, বিধবা হইয়া অবধি সে ভগবান্‌কে ডাকিতে শিখিয়াছিল, আর দীনদরিদ্রের জন্য তাহার নিরুপায় পরদুঃখপ্রবণ হৃদয় স্বতঃই কাঁদিয়া উঠিত। উষা নিরু-পায়ের মত কাপড়ের আঁচলে চোক মুছিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"দেখ দিদি, আমি কেবলই ভাব্ছি আমার সম্বন্ধে যে কথাটা আজ পর্য্যন্ত আমার বাপমাও উল্লেখ কত্তে সাহস করেন নি, শ্রীশবাবু কতবড় বুকের পাটা নিয়ে পুনঃ পুনঃ সে কথাটাই বলে বেড়াচ্ছেন।"

বলিয়া উষা থামিতেই হরসুন্দরী গৃহে ঢুকিয়া কোমলস্বরে বলিলেন,—“সদু আয়, একটু জল খাবি।”

[১৪]

সৌদামিনীর বিবাহটা যত নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিবাদে হইল, তাহার মনটা কিন্তু তত নিঃসংশয় বা নির্ব্বিবাদ রহিল না। উষার সেই প্রতিষেধবাক্য যেন আঁকিয়া বাঁকিয়া ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তাহার কাণের গোড়ায় একটা মায়ামন্ত্রের মতই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে চিন্তিতা বিমনা করিয়া তুলিতেছিল। এ কাজে সে কাজে থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের উপর খোঁচা দিতেছিল, উষার সেদিনকার সেই কথাটি।

উষা বলিয়াছিল,—“স্বামীর পায়ে যে তোমার জীবন মন বিকিয়ে রয়েছে সদুদিদি।” সত্যই কি তাই! বিনা কারণে উষাই বা নিষেধ করিতে যাইবে কেন? সে যে কেবল সৌদামিনীকে নিষেধ করিয়াছে, তাহাত নহে, নিজেওত সে স্নেহময় চিরানুরক্ত পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, ঐকান্তিক ইচ্ছা, দৃঢ়াভিলাষ তাচ্ছিল্য করিয়া তেজ ও গর্ব্বের সহিত দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীশচন্দ্রের মত বিদ্বান্, সুপুরুষ, ধনবান্ ব্যক্তিকে লালায়িত, অনুরক্ত জানিয়াও অবজ্ঞায় অনাদরে অপমানে ঘৃণায় লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। এসকল নানা চিন্তার মধ্যে আলতা পায়ে চেলী পড়িয়া ঘোমটা টানিয়া নববধূবেশে সৌদামিনী পুনর্ব্বারও যেদিন স্বামিগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল, সে দিন বিবাহের বাড়ীর নীরব নির্জ্জন ভাব উষার কথায় পোষকতা দেখাইয়া সমর্থন করিয়া তাহার মনের উপর ন্যায়বিগর্হিত আচরণের একটা

চাপা ভাব টানিয়া আনিল। আর একবারও ত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সেবার ত সৌদামিনী বধূবেশে বাড়ীর গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই তাহাকে পাল্কী হইতে নামাইয়া লইবার জন্ত তাহার শ্বশ্রূ ও ননদ এমনই আরও কত পুরস্ত্রী মিলিয়া হাসিমুখে ঔৎসুক্যের পূর্ণসমাবেশে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার শ্বশ্রূ কত স্নেহে কত আদরে তাহাকে সন্তানের মত কোলে করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া নামাইয়া গর্ব্বভরে কত সুখ্যাতি করিয়া আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে বধূর মুখ দেখাইয়াছিলেন। সেই প্রথম স্বামিগৃহের ফুলশয্যার দিন, কত আহ্লাদ,কত উৎসব,কত গল্পের মধ্যে সৌদামিনীর প্রাণটা প্রথম স্বামিসহবাসে পুলকে পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। আর আজ—আজত তাহার কিছুই হইল না, দুই চারিটি বিধবাসধবা যাহারা সম্মুখে উপস্থিত ছিল, সৌদামিনী তাহাদের সহিত ঘরে ঢুকিয়া কাল মুখে বসিয়া রহিল। কেহ দেখিল না, একবার জিজ্ঞাসাও করিল না, ভাবিতে গিয়া সৌদামিনী নিঃসংশয়ে ঠিক করিয়া লইল, এ বিবাহ উপলক্ষে তাহার স্বামীর অন্তরঙ্গ আত্মীয়বন্ধু কেহই যোগদান করে নাই, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাহার নূতন স্বামী সমাজ ও স্বজনকর্ত্তৃক চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এই শুভদিনে সুখের সময়ে আপনার অজ্ঞাতে সৌদামিনীর চোখের দুই কোণ ভিজিয়া উঠিল। দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু যেন তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের ভাবী সুখদুঃখের সংবাদ ঘোষণা করিয়া আপনা হইতেই ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িল। সৌদামিনী সেই তপ্ত অশ্রুর মৃদু আঘাতে চমকিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে মাসাবধি কাল অতীত হইয়া গেল, ফুলশয্যার

রাত্রি হইতে এ পর্য্যন্ত সৌদামিনী প্রায়ই তাহার স্বামীর দেখা পাইত না, রাত্রিতে ত কোন দিনই স্বামী বাড়ীতে থাকিত না, কোন দিন দিনের বেলায় একবারের জন্য আসিত, এক বেলা খাইত, আবার বাহিরে বাহির হইয়া যাইত। এ পর্য্যন্ত সেও সৌদামিনীকে কোন কথা বলে নাই, এতদিনের মধ্যে সৌদামিনীও সাহস করিয়া তাহাকে কোন কথা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। এভাবে যতই দিন যাইতেছিল, ততই যেন হতাশায় সৌদামিনীর মনটা ভাঙ্গিয়া নুইয়া পড়িতেছিল, যে ভোগের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া সে ধর্ম্মের দিকে, সমাজের দিকে দৃষ্টি করে নাই, উষার কথা শোনে নাই, গ্রাহ্য করে নাই, ভ্রাতারা যাহা করিয়াছেন, মনে মনে মৌনভাবে তাহারই অনুমোদন করিয়াছে, এখানে আসিয়া কিন্তু সে আশা দুরদৃষ্টের মত তাহাকে কেবলই ঘুরাইতেছিল, মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকের মত তাহার পিপাসা বাড়াইতেছিল,—উৎকট করিয়া তুলিতেছিল।

বাড়ীতে লোকজন ছিল না, ঝি ও ঠাকুর লইয়া সৌদামিনী অতি-কষ্টে দিনগুলি কাটাইয়া দিত। মনের কথা যে খুলিয়া বলিবে, এমন অবলম্বনও সেখানে তাহার ছিল না। এমনই অবস্থার মধ্যে দেখিতে দেখিতে যখন আরও দুইমাস কাটিয়া গেল, তখন আর সৌদামিনী মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সেদিন দ্বিপ্রহরে রমণীমোহন খাইতে বসিয়াছিল, বামনঠাকুর ভাত দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই সে সাহস সঞ্চয় করিয়া দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া জড়িতস্বরে বলিল—"একটা কথা যে বল্‌ব সে ফুরসুতও ত তোমার নেই। আমি মেয়েমানুষ, সংসার না দেখ্‌লেই বা চলে কি ক'রে ?"

রমণীমোহনের মেজাজ তখন ঠাণ্ডা ছিল, সে জীবনের এই প্রথম পত্নীসম্ভাষণে মুহূর্ত্তের জন্য যেন আপনার মনের অভিপ্রায় গোপন করিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—"কেন, সংসারত বেশ চলে যাচ্ছে; বেশ খাচ্ছি, দাচ্ছি, কোনত অসুবিধা হচ্ছে না।"

সৌদামিনীর বুকটা দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে সাহস পাইয়া ঘোমটার আড়ালে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল—"একবার কি বাড়ীর কথা মনেও কত্তে নেই, একেবারে এমুখো না হলে আমরাই বা থাকি কি করে?"

"কি কর্‌বে সদু, দু'দিন সবুর কর, এই নূতন ব্যবসাটা নিয়ে আমি বড্ড গোলেই পড়েছি; দিনরাত সময় পাচ্ছি না, তাতেই এ মুখো হবারও ফুরসুত হচ্ছে না, নৈলে আমার কি অসাধ!"

এক এক করিয়া আরও ছ'মাস কাটিয়া গেল, দিন গণিয়া গণিয়া সৌদামিনীর হাতে কড়া পড়িল, রমণীমোহনের কোন পরিবর্ত্তন ত হইলই না, অধিকন্তু দিনের বেলায় যাতায়াতটাও ক্রমশঃই কমিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে অভাবও গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। স্বামী আসে না, দু'দিন দশদিন পরে আসেত কোন কথা কাণেই তোলে না, এক কথায় পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়। এতকাল ভ্রাতার সাহায্যেই সৌদামিনী কোন অভাব অনুভব করে নাই, এখন আর ভ্রাতাও তেমন সাহায্য করিতেছেন না। সৌদামিনী মনে মনে প্রমাদ গণিল। ঝি ঠাকুর মাহিয়ানা পায় না, ঘরে খাদ্য বস্তুর অভাব, বাড়ী-ওয়ালা বাড়ীভাড়ার জন্য হাটাহাটি করিয়া চীৎকার করিয়া হট্টগোল বাধাইয়া তুলিতেছে। সেদিন সৌদামিনীর শরীরটা বড় ভাল ছিল না,

কেমন জ্বরভাব হইয়াছিল, সে শুইয়া শয্যার উপর এপাশ ওপাশ করিতেছিল। ঠাকুর আসিয়া বলিল—"মা, মাইনে না পেলে আমাদের ত আর চলে না, আমরা গরীব, খেটে ছেলেপুলে মানুষ করি, আমার আজ মাইনে দিতে হবে।"

সৌদামিনী কাতরভাবে বলিল—"হাঁ বামুনঠাকুর, ক'দিন যে বাবুর একেবারেই দেখা নেই। কোথায় থাকেন তিনি, একবার সন্ধান নিতে পার?"

ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল—"না মা, আমরা ত তাঁর কোন খোজ-খবর রাখি নি, আর এমন মানুষও কখ্খন দেখিনি, সংসারের কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনই খোজ নেই, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন!"

মনের বেদনা মনেই চাপিয়া রাখিয়া সৌদামিনী মিনতি করিয়া বলিল—"দেখ, যদি একটি বার সন্ধান পাও ত ডেকে আনলে আমি তোমাদের মাইনে চুকিয়ে দেব।"

"না মা, সে আশায় বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না। আজ মাইনে না পেলে আমার গুষ্ঠিশুদ্ধ না খেয়ে মর্‌বে।"

সৌদামিনী জবাব দিল না, শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। আজ অনন্ত অফুরন্ত ভাবনালহরী তাহার প্রাণ লইয়া ছিনাছিনি কাড়াকাড়ি করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার সেই স্বামীর কথা, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য সৌদামিনীর কোন অভাব, বিন্দুমাত্র অশান্তির কারণ দেখিতে পাইলে কেমন কাতর হইয়া পড়িতেন, নিজে না খাইয়া সৌদামিনীকে খাওয়াইতেন, অন্য শত কাজ পরিত্যাগ করিয়া সৌদামিনীকে বুকে করিয়া সারাটা রাত নববিবাহিতা পত্নীর

পিতৃকুলের বিচ্ছেদগ্লানি লাঘব করিয়া লইতেন, কখনও কোন কারণে সৌদামিনীর চোকে জল দেখিলে কত যত্নে কত আদরে সান্ত্বনা করিতেন, ভরসা দিতেন, দুইহাতে চোকের জল মুছিয়া ফেলিতেন। ভাবিতে ভাবিতে উষার কথা মনে হইতেই ভবিষ্যদ্বাণীর মত কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল, দুষ্ট বিনাশকর বুদ্ধি যখন ঘাড়ে চাপে, তখন মানুষ এমনই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়, সেজন্যত মানুষকে দোষ দেওয়া চলে না; অদৃষ্টকেই তখন জোর করিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে হয়। সৌদামিনীর সমস্ত শরীর যেন ধাক্কা খাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরের গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম ঘরের মধ্যে সৌদামিনীর বুকের উপর প্রচণ্ড জ্বালা ঢালিয়া দিতে লাগিল। সহসা স্বামীর কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই সে সমস্ত ভুলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল রমণীমোহন ঘর্ম্মাক্তকলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়াছেন। সৌদামিনী সমস্ত ভুলিল, আত্মহারা হইয়া তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া রমণীমোহনকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার মনের গ্লানি যেন তখনকার মত রমণীমোহনের সেই গলদ্‌ঘর্ম্মে ভাসিয়া দূর হইয়া গেল। রমণীমোহন বেদনার ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল—"অনেক দিন আস্‌তে পারিনি সদু, তোমরা কেমন ছিলে?"

সৌদামিনী মনের কথা, সংসারের জ্বলন্ত অভাব সমস্ত চাপা রাখিয়া বলিল—"একটি বার যদি নাই আস্‌বে ত, কি নিয়ে আর ভাল থাকি বল দিকি?"

রমণীমোহন জবাব দিল না, বর্ষায় ভরা গিরিনদীর উপলাহত প্রখর

স্রোতের মত আপনার চিন্তাহত হৃদয়ের উদ্বেল ভাব সৌদামিনী আজ আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আবারও বলিল—"এই এক বছরের উপর এখানে এয়েছি, তুমিত একটি দিনও আমায় একটা ডাক দাওনি, একটা কথা বলনি!" সম্মুখের প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড স্রোতের মুখ বন্ধ করিয়া দিল, সৌদামিনী থামিল, লজ্জার জড়িমা তাহাকে আর কোন কথা বলিতে দিল না।

ধূর্ত্ত রমণীমোহন তখন আত্মচিন্তায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিল, কি করিয়া কোন্ উপায়ে তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে! মনে মনে হাসিয়া স্বর নরম মোলায়েম করিয়া বলিল—"কৈ আর পারছি, একদিন এসে যে তোমার কাছে দু'দণ্ড বস্‌ব, দু'টি গল্প কর্‌ব, সে সময়ও ত আমার হচ্ছে না।" বলিয়া কপট দীর্ঘশ্বাসে সৌদামিনীর মনের উপর জোর করিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইল।

লজ্জা ভয় ভুলিয়া গিয়া সৌদামিনী এবার বলিয়া ফেলিল—"তা যতই কাজ থাকুক তোমার, তুমি রাত্তিরে বাড়ী এস।" কথা আবার আট্‌কাইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত থামিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"একা থাকতে আমার কেমন ভয় করে; কাজ কাজ করে সব ভুলে থাক্‌লেওত চলে না।"

আঁতে ঘা লাগিলে মানুষ যেমন বিচলিত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, এ কথায় রমণীমোহনও তেমনি বিচলিত ব্যাকুল হইয়া পড়িল, রাত্রিতে বাড়ী আসা, সে যে রমণীমোহনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে হাসিয়া বলিল—"ভয়—ভয় আবার কিসের! তোমার যেমন ছেলেমি বুদ্ধি। সে যাক, আর কটাদিন বৈত নয়, এর পরে আমি

একেবারেই ঘর নেব, তখন আর তোমায় ছেড়ে এক পাও নড়্‌ব না।"

সৌদামিনী লজ্জাজড়িত অস্ফুটস্বরে বলিল—"হাঁ, এমন দিন আবার আমার হবে!"

রমণীমোহন এবার উচ্চ হাসি হাসিয়া একটা বিলোল অর্থহীন কটাক্ষ করিয়া বলিল—"হবে সদু হবে। এ যা কচ্ছি, সবই ত তোমার জন্যে, একবার গুছিয়ে বস্‌তে পাল্লে আমিই কি আর বেরুব, আমারই কি এতে বড়সাধ?" বলিয়া সে একবার থামিল, সৌদামিনীর শরীরের প্রতি একবার লোলুপ দৃষ্টি করিয়া দুঃখিতের মত বলিল—"একি সদু, তুমি যে সারা গা একেবারে নেড়ামুড় করে রেখেছ, গয়নাগুলো কৈ, ওঃ, পরনা বুঝি।"

সৌদামিনী মুচ্‌কি হাসিল। বিন্দুপরিমাণ বৃষ্টির জল যেমন রৌদ্রশুষ্ক শস্যের সজীবতা ফিরাইয়া আনে, তেমনি এই স্নেহের আভাস সৌদামিনীর জড় অসার হৃদয়ের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তুলিল। সে ধীরে ধীরে বলিল,—"পর্‌ব কার জন্যে, গয়না পরে একা একা সেজে দেখে আরত চোক জুড়োয় না, তখন যে সে ভার বলেই মনে হয়।"

"তা যাক, দু'দিন পরে সবই হবে, গয়নাগুলো রেখেছ কোথায়, সাবধান করে রেখ কিন্তু।" বলিয়া রমণীমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনীও হাতের পাখা মাটিতে রাখিয়া স্বামীর স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্তভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল।

[১৫]

যাকে বলে একেবারেই নিরাশ্রয়, দুইটিদিনের মধ্যে উষা ঠিক তাহাই হইয়া পড়িল ; পদ্মার দুরন্ত ভাঙ্গন যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে ঘরদোর শুদ্ধ আবাসবাটীখানাকে আপন গর্ভে গ্রাস করিয়া লইয়া গৃহস্থকে পথে দাঁড় করাইয়া দেয়, জগতে মাথা গুজিবার স্থান রাখে না, উষার বিড়ম্বিত অদৃষ্টও করাল কলেরার রূপ ধরিয়া এক দিনেই তাহার পিতামাতা দুইজনকেই গ্রাস করিয়া তাহাকে একেবারেই নিরাশ্রয় করিয়া দিল। এই অবস্থায় উষা যখন চারিদিক্ ঘনঅন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতেছিল, তখন উমাশঙ্করের অমিতব্যয়ের পরিণাম বোঝার উপর শাকের মুঠার মত তাহার ভারাক্রান্ত ভীতিবিহ্বল চিত্তের উপর নিদারুণ অভাবের ভারও জোর করিয়া চাপাইয়া দিল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বারদুই ভেদবমি করিয়া হরসুন্দরী একেবারে শয্যার সহিত মিশিয়া পড়িলেন, তাঁহার হিমশীতল শরীর হইতে স্বেদবিন্দুসকল অসাড়ে ঝরিয়া পড়িয়া শয্যা সিক্ত করিয়া দিতেছিল। ঘণ্টাদু'য়ের মধ্যে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে স্বামীকে ডাকিয়া তাঁহার পা মাথায় লইয়া কাতর অর্দ্ধজড়িত স্বরে তিনি বলিলেন,—"তোমার পা মাথায় রেখে আমি চল্লেম, এথেকে বেশী সৌভাগ্য আর স্ত্রীলোকের হতে পারে না। মেয়েটা রৈল, ওকে দেখ, মেয়ে আমার বড় অভিমানী।" বলিতে বলিতে গলদশ্রুতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"জেদের বশে তুমি অন্যায় ভাবে মেয়েকে আমার অনেক

কষ্ট দিয়েছ, সে আমার একমাত্র মনের বলেই এখনও আপন ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে পেরেছে। মর্‌বার কালে এই আমার শেষ অনুরোধ, তুমি ও-পথ ছেড়ে দাও, শ্রীশকে বারণ করে দিও, যা নিয়ে মেয়েটা সুখে থাকে তাই ক'র।" বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর খাট হইয়া আসিল, মুহুর্ত্তে কথা বন্ধ হইয়া গেল। অনেক কাল পরে উষা আজ চীৎকার করিয়া আছাড় খাইয়া মায়ের বুক জড়াইয়া ধরিয়া নিঝোরে চোকের জল ফেলিতে লাগিল।

হরসুন্দরীর মৃত্যুর ঘণ্টাদুই পরে উমাশঙ্করেরও বারদুই ভেদবমি হইল, তাঁহার রক্তহীন মুখ বিবর্ণ সাদা হইয়া গেল, ভূলুণ্ঠিতা উষা এই সংবাদে প্রমাদ গণিয়া বুক বাঁধিয়া পিতার পায়ের গোড়ায় গিয়া বসিল।

ডাক্তার আসিল, রোগী দেখিল, আকার-ইঙ্গিতে উষার বুক একেবারে শুকাইয়া বসিয়া গেল। তবু সে কর্ত্তব্যসম্পাদনে অটল রহিল। ক্ষিপ্রহস্তে পিতার বালিশের তলা হইতে চাবির গোছাটা লইয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রিক্ত বাক্সে একবারের ভিজিটের মত টাকাও ছিল না। কি ভাবিয়া ভগবানের নাম লইয়া গা ঝাড়া দিয়া উষা আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, চেকের খাতা খুলিল, হা অদৃষ্ট! উষা আর ভাবিতে পারিল না, বাতাসের ভরে ফলনত বৃক্ষের শাখা যেমন আরও নত হইয়া পড়ে, আত্মনির্ভরশীলা উষাও এবার তেমনই নত হইয়া পড়িল, ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছাটা তাহার হাত হইতে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সে শব্দে উমাশঙ্কর একবারের জন্য মুখ তুলিয়া ঘোলা চক্ষের ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে

চাহিয়া দেখিয়া অতিকষ্টে হস্তেঙ্গিতে ডাকিয়া উষাকে কাছে বসাইয়া ভাঙ্গা গলায় কাতরস্বরে বলিলেন,—“উষা মা, তোকে যে একেবারে পথে দাঁড় করে গেলাম, জেদের বশে আমি সব হারিয়েছি। মাথায় হাত বুলিয়ে দে মা, তোর ঐ হাত গায়ে লাগ্‌লেই আমি ভাল থাক্‌ব, আমার মন পবিত্র হবে। ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না মা!” বলিতে বলিতে অনুতাপদগ্ধ উমাশঙ্করের চোকের জল বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত বহিয়া চলিল।

উষার শরীরটা বারদুই শিহরিয়া উঠিল! সে আর তিলার্দ্ধ ভাবিল না,—বিলম্ব করিল না, ঘরে ঢুকিয়া নিজের বাক্স খুলিয়া গয়নার একটা পুটুলি বাঁধিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর ভিন্ন উষার আর দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, বৃদ্ধ শ্বশুর অনেকদিন পূর্ব্বেই পুত্রশোকের জ্বালা বুকে করিয়া আপনার ঐহিক দুঃখ ও অশান্তির হাত এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। উষা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পায়ের গোড়ায় গয়নার পুটুলিটি রাখিয়া দিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—“আমায় রক্ষা করুন গুরুদেব!”

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে হরসুন্দরীর শব দাহ করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এইমাত্র বাড়ীতে পা দিয়াছেন, উষার আবারও কি বিপদ হইল তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার অন্তরও হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে উষার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। উষা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—“বাবাও যে আমায় ছেড়ে চল্লেন গুরুদেব, তার উপর ঘরে কপর্দ্দক নেই, চেকের মুড়িগুলি সব

ছেড়া পড়ে আছে। ডাক্তারকে টাকা দিতে পাচ্ছি না, গয়নাগুলো রেখে এখনকার মত আমায় শপাঁচেক টাকা এনে দিন।"

বিস্ময়ে ও দুঃখে তর্কালঙ্কারের বুদ্ধি লোপ হইয়া গেল। উমাশঙ্করের গৃহ কপর্দ্দকশূন্য, যে উমাশঙ্কর চিরটা কাল দুই হাতে জলের মত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এই উষার বিবাহে অকাতরে অম্লানবদনে যে যাহা চাহিয়াছে, তাহাকে তাহাই দিয়াছেন, যেন কল্পবৃক্ষ হইয়া বসিয়াছিলেন। তারপর জেদের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীশের জন্য যে কত বিষয়েই তিনি কত টাকা খরচ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা চলে না। সৌদামিনীর বিবাহের জন্য রমণীমোহনকেও নিজ হইতে গোপনে পাঁচিশ হাজার টাকা দিয়া তবে বিবাহে রাজি করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার আর কোন কথাই না বলিয়া গৃহমধ্য হইতে গুটিকত টাকা আনিয়া উষার হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই নিয়ে এখনকার মত কাজ চালাওগে মা, আমি যাচ্ছি, আরও টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে।"

[১৭]

দিগন্তের কোলে যখন কাককোকিল, চিল ও চড়াই পাখীগুলি নিজ নিজ নীড় ত্যাগ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল, প্রভাত-রৌদ্রের স্নিগ্ধ আলোক যখন ছাদের মাথা হইতে নামিয়া পড়িয়া কড়িকাঠ গলাইয়া গবাক্ষপথে প্রকোষ্ঠমধ্যে চোরের মত উঁকি মারিতেছিল, তখন বাহির হইতে একটা হাকাহাকি ডাকাডাকির শব্দ ভূলুণ্ঠিতা সদ্যঃপিতৃমাতৃবিয়োগবিধুরা উষার কাণে প্রবেশ করিতেই সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বারেকের জন্য চারিদিকে চাহিতেই সমস্ত কথা তাহার

মনে পড়িয়া গেল। তখনও পূর্ব্ব রাত্রির প্রদীপটা প্রভাতের আলোতে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, উষার মনে পড়িল, এইমাত্র সব ছিল, এখন আর তাহার বলিতে কিছুই নাই। একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড যেন এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীটাকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহারই শেষ শিখা এই প্রদীপের আগুন হইয়া লুপ্ত স্মৃতি বহন করিয়া অনন্তের কোনে মিশিবার জন্য ধীরে ধীরে হীনপ্রভ হইয়া জ্বলিতেছে। উষার মনের উপর যেন তখনও সাড়া দিয়া কে বলিয়া দিতেছিল, মুমূর্ষু পিতার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে,—"উষা! আয় মা! বুকে হাত বুলিয়ে দে।"

উষা দাঁড়াইয়া উঠিল। গৃহের দরজা মুক্ত ছিল, মুক্তই থাকিত। শ্রীশ উষার অপেক্ষা করিতেছিল, উষা উঠিতেই কাতরকণ্ঠে বলিল,—উষা এম্নি সর্ব্বনাশ ঘটে গেল। আমিত সংবাদটাও পাইনি। তোমায় যে কি বলে সান্ত্বনা কর্‌ব, তাওত ভেবে পাচ্ছি না।"

উষা জবাব দিল না। তাহার চোকের দুইকোণ ভিজিয়া উঠিল। শ্রীশ মুখ নামাইয়া আবারও বলিল,—"সংসারে থাক্‌লে সবই সহ্য কর্‌তে হয় উষা! তুমিত আর বোকা নও যে, তোমায় বোঝাতে হবে। যাতে আমাদের হাত নেই, তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর নাশ ক'র না।"

বাহিরে পাঁচসাতজনের গলা এক হইয়া একটা জটলা হইতেছিল, উষার কাণ সে দিকেই পড়িয়াছিল। শ্রীশ বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"ও শুনে আর কি কর্‌বে। বাবা তোমায় এমন ভাবেই রেখে গেছেন যে, ভাব্‌তেও শরীর শিউরে উঠ্‌ছে। বাড়ীখানা পর্য্যন্ত মর্টগেজ। যারা পাবে, তারা দোর আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বাহিরের এতবড় সোরগোলের কারণটা উষা এতক্ষণে বুঝিল। সে আস্তে আস্তে তাহার স্বাবলম্বনহীন প্রথম জীবনে মুখ তুলিয়া শ্রীশের দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টি করিতেই সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ওর জন্যে তোমায় ভাব্‌তে হবে না উষা! আমি এখুনি সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে মর্টগেজের কাগজ ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

উষা ঘাড় নাড়িল। তাহার কর্ত্তব্যকঠোর মনকে আরও শক্ত করিয়া লইয়া অতিকষ্টে বলিল,—"না, আপনার কিছুই কত্তে হবে না শ্রীশবাবু, সব বন্দোবস্ত আমিই কর্‌ব।"

শ্রীশ হৃদয়ের স্নেহপরিপূর্ণ সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া নিতান্তই আপনার জনের মত দৃঢ় অবিচলিতকণ্ঠে বলিল,—"না উষা, এর ভেতর আমি তোমায় যেতেই দেব না। এর জন্যে যে তুমি আজই ভাব্‌তে বস্‌বে, প্রাণ ধরে আমিত তা দেখ্‌তে পার্‌ব না।"

শ্রীশচন্দ্রের সংযত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কথাগুলির মধ্যে উষা যেন আজ অসদভিপ্রায়ের প্রচ্ছন্ন আভাসও খুঁজিয়া পাইল না, তথাপি কিন্তু তাহার মন শ্রীশের অযাচিত করুণার পক্ষপাতী না হইয়া বিরাগভরে তাহাকে উপেক্ষার মহত্ত্বময় পরম প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিল। উষা নির্ব্বন্ধসহকারে নিষেধ করিয়া বলিল,—"তার জন্যে আপনি উতলা হবেন না। আপনার কাছ থেকে আমি কোন উপকারও চাই নি। যাঁর বাড়ীঘর তাঁরই জন্য যদি যায় ত, আমারও তাতে কোন দুঃখ থাক্‌বে না।"

"বাড়ীঘর যাবে, কেন? না, সে হবে না। আমিই সব টাকা দেব। আর সে কথা ত তোমায় আমি জিজ্ঞেস কত্তেও আসিনি।

আমি এসেছি, তোমায় আমার বাড়ী নে যেতে। একা এখানে থাকা ত তোমার ভাল দেখায় না।”

কৃতজ্ঞস্বরে উষা উত্তর করিল,—“আমার জন্যে আপনি মোটেও ভাব্‌বেন না শ্রীশবাবু! কোন অনুরোধ কল্লে সে ত আমি রাখ্‌তে পারব না। আপনি বাড়ী যান; বৃথা অনুরোধ করে আমায় অপরাধী কর্‌বেন না।”

দুঃখিত শ্রীশ মুখ নীচু করিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল,—“কেন উষা, এ অধিকারটুকুও কি আমার নেই।”

“না, আমার সম্বন্ধে আপনার বিন্দুমাত্র অধিকারও আছে, এ যদি আপনি ভুলেও মনে করে থাকেন ত, আমি বলে দিচ্ছি, সে ভুলটাকে স্মৃতি থেকে পুছে ফেলুন।”

“যারা পর তারাও বিপদ্‌সময়ে যা কত্তে পারে, সে সুযোগও তুমি আমায় দেবেনা উষা!” বলিয়া শ্রীশচন্দ্র আপনার তৃষিত চিন্তাশুষ্ক মনের উপর হইতে জোর করিয়া অভাবের অত্যুৎকট বিকৃত ভাবটা লঘু করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেই,উষা পূর্ব্বভাবে ঘাড় নাড়িয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল,—“সে ত দূরের কথা।” উষা থামিল, কি চিন্তা করিল, মুহূর্ত্তে হৃদয় হইতে শ্রীশচন্দ্রের জন্য মাতৃজাতির নিসর্গসুলভ যে স্নেহপ্রবণতাটা তাহার হৃদয়ের এক কোণে ধীরে ক্ষীণ আলোক-রশ্মির মত উঁকি মারিয়া উঠিতেছিল, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে সে আবারও বলিল,—“অতিবড় শত্রুর কাছ থেকেও প্রয়োজন হলে যে সাহায্য যে উপকার নেওয়া যায়, আমার পিতা আপনাকে ভালবাস্‌তেন, তা জেনেও আমি আপনার

কাছ থেকে সে উপকার সে সাহায্য নিতে পাচ্ছি না, সে জন্যে আমায় দোষী করবেন না শ্রীশবাবু, আপনিই আপনার পাশব বাসনার জোরে সে অধিকার দূর ক'রে দিয়েছেন। মাতৃস্নেহের—ভগিনী-স্নেহের পরিবর্ত্তে আপনি যে কলুষিত দৃষ্টি নিয়ে আমায় দেখেছেন, আপনার সেই দৃষ্টির দিকে তাকাতেও আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না,—ভয় হ'চ্ছে।" বলিতে বলিতে পূর্ব্বস্মৃতি যেন শোকের পূর্ণাভিব্যক্তিতে অভিভূত নিদ্রিত উষার অসাড় অকর্ম্মণ্য বৃত্তিগুলিকে প্রবুদ্ধ—জাগরিত করিয়া দিল। উষা উন্মত্তের মত অবজ্ঞার ভাবে আবার বলিল,—"যান আপনি আমার সমুখ থেকে, আপনাকে দেখ্‌লেও যে আমার ভয় হয়, স্ত্রীলোকের যার বাড়া শত্রু নেই, আপনি যে তাই।"

শ্রীশ নড়িল না, একটা ভ্রূকুটি বা একটু বিরক্তির ভাবও প্রকাশ করিল না, সত্যই উষার এই বিপদে সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সহজ শান্তস্বরে মিনতি করিয়া বলিল,—"অন্যায়ই যদি ক'রে থাকি ত, তার জন্যে আজ আমি ক্ষমাপ্রার্থনা ক'চ্ছি, আমার সে অন্যায়ের কথা ভূলে যাও, আমি তোমায় স্নেহ করি, সুধু সে অধিকার নিয়ে আমার বাড়ী চল। আমি আর কিছু চাইনি উষা, তুমি আপন ব'লে এ বিপদ্‌সময়ে যদি আমার বাড়ী যাও, তাতেই সুখী হব। তোমার যেমন ইচ্ছা থাক্‌বে, ধর্ম্মের শপথ ক'রে বল্‌ছি, আমি তাতে বাধা দেব না, তোমার মতের বিরুদ্ধে কথাটি কৈব না, তবু আমার মনের শান্তি হবে, মনকে বোঝাতে পারব, যাকে ভালবেসেছি,—যার জন্য জীবন, মন সমস্ত বিসর্জ্জন ক'রে ব'সে আছি, তার একটা কাজওত আমা দ্বারা হ'ল।"

উষা শ্রীশের কথায় কাণ না দিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার এলায়িত স্রস্ত রুক্ষ চুলের রাশটা মুখে, কপোলে, বক্ষে পড়িয়া জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই ধীর শান্ত মূর্ত্তি যেন প্রলয়ের প্রকৃতির মতই চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনবরত জল ঝরিয়া পড়িয়া চোখ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আরক্ত চক্ষুর পূর্ণ ভীতিপ্রদ দৃষ্টিটা শ্রীশের মুখের উপর নিঃক্ষেপ করিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে উষা বলিয়া উঠিল,—"সে অন্যায়ের ক্ষমা, সে ত স্ত্রীলোকের পক্ষে হ'তেই পারে না। আর আপনি যাই বলুন, এমন কোন অধিকারই আপনি রাখেন নি, যা নিয়ে আমার ন্যায় অনাথিনী বিধবা আপনার আশ্রয় মুহূর্ত্তের জন্যেও নিরাপদ মনে ক'ত্তে পারে।"

পুনঃপুনঃ খোচা খাইয়া শ্রীশচন্দ্রের মনের ভাবটা যেন আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিল, তাহার সরল সহজ বৃত্তি কুটিল পথের অনুসরণ করিল। সে এবার শ্লেষসংমিশ্র দাম্ভিকতা টানিয়া আনিয়া বলিল,—"এখনও ভেবে দেখ উষা, তোমার এ জগতে কেউ নেই, কাল যে দাঁড়াবে এমন স্থান থাক্‌বে না। আমি তোমার পিতার বিষয়বিভব সব রক্ষা কর্‌ব, আমার যা কিছু আছে সবই তোমার হবে।"

উষার সমস্ত হৃদয়টা যেন ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে বিনাশিনী শক্তির মত নির্ভয়ে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"লোভ দেখাচ্ছেন শ্রীশবাবু, আপনার লজ্জা হ'চ্ছে না, আমার কাছে ছার অপার্থিব বিষয়ের কথা তুল্‌তে? উষার মন যদি বিষয়ই চাইত ত অনেক দিন আগেই সে আপনার এ বিষয়

লাভ কত্তে পাত্ত। ভেবে দেখ্তে যা হবে, তাতেও আপনার ন্যায় পিশাচের উপদেশের অপেক্ষা কর্ব্ব না।" বলিয়া উষা আর একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না; পর্ব্বতসানুবাহী নির্ঝরিণীর মত সবেগে অবাধগতিতে বাহিরে বাহির হইয়া আসিয়া মুক্তঋণ ত্যক্তসর্ব্বস্বা সন্ন্যাসিনীর মত পিতার উত্তমর্ণগণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দেববালার মত সতেজ ভীতিবিরহিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠাজড়িত কোমল অথচ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কার কাছ থেকে বাবা কত টাকা এনেছিলেন ?"

গৈরিকধারিণী উষার তেজোব্যঞ্জক শরীরাবয়বের নির্ম্মল স্নিগ্ধ আভা যেন ক্ষণেকের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল, সেই সুষমামণ্ডিত সুন্দর চারুদেহের উপর ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত আত্মনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত আভা যেন প্রভাকর-কিরণের মত মানুষের অজ্ঞাতে স্ফুরিত হইয়া সকলেরই মনের মধ্য হইতে মুহূর্ত্তের জন্য হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরায়ণতা প্রভৃতি নীচ বৃত্তিগুলিকে উপ্ড়াইয়া ফেলিয়া সাম্যমধুর ভাবের সমাবেশ করিয়া দিল। কেহ একটি কথা বলিতে পারিল না, মিলিতদৃষ্টিতে আগ্রহের পরিপূর্ণ প্রেরণায় সকলেই একান্ত বিহ্বল হইয়া সেই ধীরা, স্থিরা প্রলয়ের পূর্ব্বকার নিশ্চল পৃথিবীর মতই নিশ্চল নিথর উষার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। উষা এবার আরও কোমল আরও মধুর স্বরে যেন সকলের মনের উপর পূত-মন্দাকিনীর স্নিগ্ধধারা ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা নিঃসঙ্কোচে বলুন, পিতাকে ঋণী রেখে আমি যেন তাঁর মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করি না।"

সহসা সকলেরই চমক ভাঙ্গিল, শ্রীশচন্দ্র ক্ষিপ্র গতিতে উপস্থিত

হইয়া বলিলেন—"যে লক্ষাধিক টাকা উমাশঙ্করবাবু ঋণ নিয়েছিলেন, সে টাকার জন্য আমি দায়ী থাক্‌লুম, আপনারা আর এখানে থেকে তাঁর কন্যার অবমাননা করবেন না। এখন যার যার বাড়ী যান, বিকেলে আমার বাড়ী গিয়ে যে যার টাকা নিয়ে নেবেন।"

সকলেই এককালে স্থানত্যাগে উদ্যত হইল, ঊষা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"কেউ যাবেন না, আমার পিতার ঋণ এখন এই মুহূর্ত্তে আমিই পরিশোধ ক'র্‌ব। তার জন্য আর কারো অনুগ্রহ ত আমি চাই না।" বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে একটা বাক্সহস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়া বাক্সের ডালাটা খুলিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"এতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার গয়না র'য়েছে, এ ছাড়া, বাড়ীঘর, গাড়ীঘোড়া যা কিছু আছে, আমি আপনাদিগকে পিতার ঋণ পরিশোধের জন্য ছেড়ে দিয়ে এই এক কাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়াই ঊষা বাটীর বাহিরে উন্মুক্ত আকাশের তলে একটা বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়া সহজ শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন আপনারা, আমার পিতা ঋণমুক্ত হ'য়েছেন ?"

শ্রীশ স্তব্ধবিস্ময়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, যদিও সে ঊষাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত ; তথাপি তাহার সে ভালবাসাত মুক্ত অনাবিল বাসনাবিরহিত নহে, কাজেই আজ এই অপ্রতিকার্য্য বিপদেও ঊষার এই দৃঢ়তা, এই ত্যাগশীলতা তাহার বহুকালসঞ্চিত মনের আশা একেবারে দলিয়া মুষড়িয়া ধরিয়া তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিল। একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে ঊষার সেই তিরস্কারাত্মক বাক্যে

উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন যেন সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর এই মহত্বের মাহাত্ম্য তাহাকে কেমন এক রকমের করিয়া ফেলিল। সে অতিকষ্টে বলিল,—"ঊষা, এখনও ভাব্‌বার সময় আছে।"

ঊষার সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, শ্রীশের কথায় কাণ না দিয়া সে ভাবিতেছিল, এই প্রাণহীন নামমাত্রাবশেষ জনসমাজের কথা। এরা কি মানুষ, না অস্থি-চর্ম্মবিশিষ্ট পরমার্থনিরপেক্ষ স্বার্থ ও সুখপরায়ণ জন্তুবিশেষ। কেবল উদর ভরিয়া খাইবে, আর তাহারই—সেই শাকমাত্রপূরণক্ষম উদরের জন্যই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সবলের দ্বারে হাত কচ্‌লাইবে, দুর্ব্বলের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তশোষণ করিবে! ইহাই যদি মানুষের কাজ হয় ত, পশু কোন্ অংশে নিকৃষ্ট—হেয়। যাহারা দু'দিন বা দু'মাস পূর্ব্বে তাহার পিতাকে মুক্তহস্তে লক্ষাধিক টাকা ঋণদান করিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠামাত্র বোধ করে নাই, মৃত্যুর রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাই শোকদুঃখ ভুলিয়া কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন দিয়া দোর আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অর্থ কি এতই পরমার্থসংসাধক, যাহার জন্য মানুষ হিতাহিত, দেশ-কাল, পাত্রাপাত্র সমস্ত ভুলিয়া মানুষোচিত উচ্চ উদার বৃত্তিগুলিকে দুষ্ট দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির হাতে বিসর্জ্জন দিয়া বিবেককে অবিবেকের নিকট বলি প্রদান করিয়া হিংস্র শ্বাপদসুলভ স্বভাবের প্রেরণায় মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম, উদারতা, ইহপরকাল পর্য্যন্ত বিস্মৃতির গর্ভে লীন করিয়া দিতে পারে!

অনতিদূরে শ্রীশচন্দ্রের গা ঘেসিয়া কে দাঁড়াইয়া ছিল। ঊষাকে নীরব দেখিয়া সে জোর দিয়া বলিল,—"ঊষা, এখনও ভাব, বোঝ,

শ্রীশবাবুর কথাতে রাজি হলে তোমার কোনই দুঃখ থাকবে না, বরং রাজরাণী হয়ে থাকবে, তোমার পিতার মত উপেক্ষা করে আজ তুমি পথের ভিখারী হও না।"

ঊষার পায়ের তলা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া একটা বিকৃত বীভৎস ভ্রূকুটি করিল। এমনই অমানুষোচিত বাক্যের উত্তর দিতে তাহার শক্তি ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না, সে এবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল,—"বলুন আপনারা, আমার পিতা ঋণমুক্ত হয়েছেন, আপনাদের কথা পেলেই আমি যেতে পারি।" চিত্রিত পুত্তলীর মত জড়জগতের বহিঃস্থিত চিন্তায় চিন্তিত মগ্ন হইয়াই যেন কেহ কোন উত্তরও করিতে পারিল না। শ্রীশচন্দ্রের সান্নিধ্যও ঊষার পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই স্থানটা যেন ঘোর পঙ্কিল, নরকের অপবিত্র কীটপতঙ্গপরিপূর্ণ বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল, ঝটিকা-প্রহত সাগরপ্রবাহবৎ ঊষা আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বেগে এক পা অগ্রবর্ত্তী হইয়াই থামিয়া পড়িল। সম্মুখে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম লোকবহুল, পর্ব্বতনিষ্যন্দী বারি-ধারা যেমন পর্ব্বতচ্যুত পাষাণখণ্ডেই বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়, ঊষার চঞ্চল গতিও তেমনি রুদ্ধ হইয়া আসিল। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, শিশুর মত সরল হাসি লইয়া প্রভাতের আলোতে হাসিতেছিল, তাহার কোলে শূন্যের সঙ্গে শূন্য মিশিয়া রহিয়াছে, ঊষার ত সেখানেও দাঁড়াইবার মাথা গুঁজিবার স্থান হইবে না। নীচে শ্বাপদপ্রকৃতি কামলোলুপ সহস্র সহস্র বিকৃত মত্ত চক্ষুর কুটিল কটাক্ষ, ভরা যৌবন লইয়া পোড়া

রূপের পসরা মাথায় করিয়া এই বিঘ্নবিপদ-সঙ্কুল সংসারে এক পা বাড়াইবার শক্তিও যে তাহার নাই! তবে নিরুপায় উষার কি হইবে, সমস্ত জগৎ যাহাকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছে, সে কি সেই ত্যাগের কোলে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিবে না! সহসা কোন্ দৈবশক্তির দ্রুত আহ্বানে উষার হৃদয় সবল হইল, উষা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার পা ফেলিল, কে যেন ভরসা দিয়া উৎসাহ দেখাইয়া সাদরে আগ্রহের পূর্ণসমাবেশে বলিয়া দিল, বিধবা ব্রহ্মচারিণী, ত্যক্তসর্ব্বস্বা সন্ন্যাসিনীর আবার ভয় কি, মনের বলই ত তাহাকে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

উষা দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার বাধা পাইল, শ্রীশচন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন,—"উষা এখনও ফের, নিরাশ্রয়ে কোথায় যাবে?"

উষার চিন্তাস্রোত আবার ঘুরিয়া গেল, সত্যই ত সে নিরাশ্রয়, যাহার মত নিরাশ্রয় আর হইতে নাই, তাহাইত সে হইয়া পড়িয়াছে, তবে তাহার এত সংযম, এত সহিষ্ণুতা এত আত্মনিষ্ঠা ইহার কিছুই কি থাকিবে না, দুর্ব্বল মন আশ্রয়ের অভাবে সমস্তই কি বিপথে বিতরণ করিয়া দিয়া তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব,আশার আশ্বাস, চিন্তার শোয়াস্তি জীবনের সার হারাইয়া ফেলিবে।

শ্রীশ আবার বলিল,—"সম্মুখে রাজৈশ্বর্য্য; হাতে করে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি, উপেক্ষা করে পদাঘাতে ভেঙ্গে ফেলে আপনাকে বিসর্জ্জন ক'র না উষা! তোমার এ নূতন জীবন, যথেচ্ছ-বিচরণ-শক্তিত তোমার নেই, থাকৃত ত আমিও আজ তোমায় বাধা দিতুম না।

নিজের অল্প বুদ্ধি নিয়ে ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে গিয়ে অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিও না উষা!"

উষার মুখ বিকট হইয়া পড়িল, পাংশু মুখের উপর শরীরের সমস্ত রক্তটা আসিয়া জমাট বাঁধিল। একটা রক্তের হল্‌কা যেন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে কাতরনয়নে আকাশের পানে চাহিয়া কি বলিল, তারপর শ্রীশের দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"ছিঃ নির্লজ্জ, আবারও উষাকে প্রলুব্ধ করে আপন দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ কত্তে চাচ্ছ! তোমার ন্যায় পাতকীরা মাতৃশক্তির অপমানকারীরা জানে না, হিন্দুরমণী ধর্ম্ম না খুইয়ে ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন কত্তে পারে।"

পেছন হইতে সুমধুর কোমল কণ্ঠের স্বর শুনা গেল—"মা!"

উষা ফিরিয়া চাহিয়া বসিয়া পড়িল, এ সময়ে একমাত্র আশ্রয় তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে দেখিয়া ভরসার আঘাতে তাহার শরীর অবশ হইয়া গেল। তর্কালঙ্কার ঠাকুর তাহার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উষা মা, তুমি এখানে কেন?"

উষা কথা বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার সেই কান্না, বিরহীর স্বপ্নের মত, রোগীর রোগপ্রতীকারের মত, জল-নিমজ্জিত ব্যক্তির আশ্রয়ের মত, ধর্ম্মপিপাসুর দৈববাণীর মত হৃদয়ের জ্বালা ধুইয়া মুছিয়া দিল, উষা ক্ষণকাল ভাবিয়া হৃদয়ের ভার হাল্কা করিয়া গুরুদেবের চরণে সমস্ত নিবেদন করিয়া মনের ভার, ভাবী অশান্তির দীর্ঘ চিন্তা হইতে আপনাকে অনেকটা মুক্ত মনে করিতেই তর্কালঙ্কার সস্নেহবাক্যে বলিলেন,—"তোর ভাবনা কি মা,

সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর জন্য তোর এই ছেলের ত একটা কুঠ্‌রী রয়েছে, তাতেই মা-পোয়ের মাথা গুজ্‌বার স্থান হবে।"

ঊষা খানিকক্ষণ মৌন চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার যে অশৌচ গুরুদেব, পরান্ন ত আমার গ্রহণ কত্তে নেই।"

তর্কালঙ্কার গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"আমি যে তোর ছেলে, এ যে তোর ছেলের অন্ন মা, এ কি আবার পরান্ন হ'তে পারে।"

"তবে তাই,"—বলিয়া ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানের রাজ্যে কেহ নিরাশ্রয় নহে,—আজ যেন কোন্ অমর্ত্ত্য স্পন্দন তাহার হৃদয়ের উপর এই কথাটি অঙ্কিত করিয়া দিল। সে মুখ তুলিয়া আবার বলিল,—"তবে তাই, আপনার আশ্রয়ই আমার আশ্রয়, আর কিছু না পারিত আপনার সেবা ক'রে, ঐ শ্রীমুখের ধর্ম্মোপদেশ শুনে, জীবনটা কাটিয়ে দেব।"

[১৭]

সৌদামিনীর নূতন জীবন যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, সে ভাবে অবসান হইলেও মন্দের ভাল বলিয়া সে মনকে অনেকটা প্রবোধ দিতে পারিত। দিন দিনই যেন তাহার এই নূতন জীবনে নবীন সংসারের গুরু ভার অসহনীয় হইয়া পড়িতেছিল। এত কালের মধ্যে ভালর দিকে ত রমণীমোহনের কোন পরিবর্ত্তন সে দেখিতেই পাইল না, বরং প্রচ্ছন্ন কপটতার ক্রমবিকাশমান বিষময় ফল তাহাকে ব্যস্তবিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। রমণীমোহনের আকার-ইঙ্গিত, কুটিল চক্ষুর বক্র কটাক্ষ, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের যথেচ্ছা-

চারিতা নির্ম্মল আকাশের গায়ে আষাঢ়ের নিবিড় মেঘের মত সৌদামিনীর মনেও একটা সন্দেহ, একটা বিষন্নতার ছায়া জমাট পাকাইয়া তুলিল। দুরদৃষ্টজনিত ভাগ্য যে বিধাতার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে পরিচালিত হইয়া তাহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে, নিরন্তর সেই অবাধ অমীমাংসিত ভাবনায় ভঙ্গপ্রবণ নদীকূলের মতই তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। যতই দিন যাইতেছিল, চির-সহচর দুরদৃষ্টের মত তীব্র অপরিত্যাজ্য জ্বালা ততই যেন তাহাকে কাতর বিমনা বিষণ্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল। সংসারের যাহা ব্যয়, এ পর্য্যন্ত সৌদামিনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাহা চালাইয়া আসিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেই তিনি আসিয়া সৌদা-মিনীকে জবাব দিয়া বলিয়া গেলেন,—"সদু, আমিত আর এ ভাবে চিরকাল তোদের খরচ চালাতে পারব না। রমণীকে বলে যা হয় একটা করে নে। জানিস্ত বের সময় এককালে কতগুলি টাকা তোর পাছে ঢাল্‌তে হয়েছে। সে টাকায়ই ত একটা জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাট্‌তে পারে। কৈ রমণী ত তার এক পয়সাও খরচ কচ্ছে না।"

সৌদামিনী কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। যে ভ্রাতা পিতৃমাতৃহীনা সৌদামিনীকে কন্যার মতই স্নেহে, যত্নে, ভালবাসায় পালন করিয়া আসিয়াছেন, ন্যায্য হইলেও এ ঘোর বিপদসময়ে ভ্রাতার এই কথায় সৌদামিনী চমকিয়া উঠিল। ভ্রাতা গিরীন্‌বাবু আবারও বলিলেন,—"জানিস্ত বোন্, তোর সুখের জন্যে সমাজের দিকে না চেয়ে, টাকাপয়সার কথা না ভেবে, আমি কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। তোর ছোড়্‌দা শুদ্ধ আমায় আলাদা করে দিয়েছে। আপনার

লোক কেউ বাড়ী মাড়ায় না, আর সেই যে এককালে অতগুলো টাকা খরচ কল্লুম, তারপর ত আর কুলিয়েও উঠ্‌তে পাচ্ছি না।"

সৌদামিনী আর থাকিতে পারিল না, অতিকষ্টে কান্না চাপিয়া রাখিয়া বলিল,—"বড়দা, এ সব কথা আমায় শুনিয়ে লাভ?"

"লাভ,—লাভালাভ কিছু নেই বোন্। যতই দেখ্‌ছি, ততই ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা বড় হ'য়ে উঠ্‌ল, টাকাপয়সা না হ'লে তাকেওত পার কত্তে পারব না, তাই এখন একটু হাত চেপে চল্‌তে হচ্ছে। আমি বলি কি রমণীকেই বলে কয়ে সেই যাতে সংসার চালায়, তাই করেনে।"

সৌদামিনী সহসা যেন একটা খোঁচা খাইয়া বলিয়া উঠিল,—"বল্‌ব কাকে বড়দা? কেউ ত আমার খোঁজও করে না, আমি আছি কি নেই তাওত কেউ জিজ্ঞেস করে না। না খেয়ে যদি মরে থাকিত জিজ্ঞেস কর্ব্বে এমন লোক দেখ্‌ছি না।"

গিরীন্‌বাবু ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি, রমণী কি তোর খোঁজখবর রাখে না? সংসার চালান সে ত আর মেয়েদের কাজ নয়।" বলিয়া এক মুহূর্ত্ত ম্লান বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—"যাই এবার, দেখি বাড়ী গিয়ে কদ্দূর কি কত্তে পারি।"

ঘণ্টা দুই পরে ঠাকুর আসিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কর্কশ-কণ্ঠে বলিল,—"না মা, এম্‌নি ত আর দিন চল্‌ছে না। আজ আমার টাকা না হ'লেই নয়। টাকা যদি দিতেই পার্‌বে না ত ঠাকুরচাকর রেখে বড়মান্‌ষির দরকার?"

সৌদামিনীর চোক বাহিয়া জল পড়িতেছিল। সে অতিকষ্টে মিনতি করিয়া বলিল,—"আজকের দিনটা সবুর কর ঠাকুর, কালকে আমি তোমার সব মাইনে চুকিয়ে দেব।"

"না মা, আজ কাল করে আমি ত আর পাচ্ছি না, আজই আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই।"

সৌদামিনী জবাব করিল না, অনন্ত ভাবনারাশি বুকে করিয়া সে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। ঠাকুর বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সে দিন ঘরে চাউল ছিল না, সৌদামিনী ঝিকে বলিয়া একবারের যায়গায় পাঁচবার পাঠাইয়াও যখন তাহার ভ্রাতাকে একবারও এখানে আনিতে পারিল না, তখন সে বসিয়া পড়িয়া দুঃখহৃদয়ে দরবিগলিতধারে চোকের জলে ভূপৃষ্ঠ অভিষিক্ত করিতেছিল। নিজের জন্য সে ভাবিত না, দু'দিন না খাইয়া থাকিলেও তাহার কোন কষ্ট ছিল না, আজকাল ক্ষুধা কেমন তাহা সে টেরও পাইত না, খাইতে ইচ্ছাও তাহার ছিল না। এই ঝি পরের মেয়ে, তাহাকে সে কি করিয়া বলিবে, ঘরে চাউল নাই। সে কথাই সে ভাবিতেছিল, আর ভাবিতেছিল স্বামীর কথা, তিনি অনেক দিনই খাওয়ার সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন; আজ যদি আবার তেমনই আসিয়া পড়েন, সে কি বলিবে, কেমন করিয়া সেই ক্ষুধা-কাতর স্বামীকে জানাইবে, ঘরে ভাত নাই। সহসা বাহিরে জুতার শব্দ হইল, সৌদামিনী যে আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাই ঘটিল, রমণীমোহন ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল—"সদু!"

সৌদামিনী সাড়া দিল না, রমণীমোহনের মেজাজ সে দিন ভাল ছিল না, সে একক্রমে দুইটা দিন অনবরত এস্থান ওস্থান এমনই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবার একটু উত্তেজিতস্বরে বলিল,—"মুখে যে শব্দটি নেই, মুখ বুজে বসে রয়েছ। মানঅভিমানের পালা ত এখানে খাটবে না।"

সৌদামিনী সে কথায় কাণ না দিয়া বলিয়া ফেলিল,—"তুমি ত আর সংসারের কোন খোজ রাখ্বে না, এদ্দিন যে কি ভাবে চল্ছে, তা কি একবার জিজ্ঞেস করেছ? যদ্দিন চলেছে, আমিও কোন কথা বলিনি, কিন্তু আরত না বল্লে নয়। আজ যে ঘরে চালও নেই।"

রমণীমোহনের এ সকল কথা শুনিবার অবকাশ ছিল না। সে আসিয়াছিল, যে ভাবেই হউক সৌদামিনীর নিকট হইতে কিছু টাকা আদায় করিতে। এ সকল বাজে কথায় তাহার গরম মেজাজ আরও গরম হইয়া উঠিল, সে বিরক্তিপূর্ণস্বরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—"নেই ত আমি তার কি কর্‌ব, তোর দাদাকে বলে পাঠাস্‌নি কেন?"

নিতান্তই ইতর লোকের মত এই কথাটা সৌদামিনীকে ধৈর্য্যের পরপারে লইয়া চলিল, সেও উত্তেজিত ভাবেই উত্তর করিল—"তাঁরা আর কতই দিতে যাবেন, দিতেত তাঁদের কোন কসুর হয় নি। আমিই বা বল্‌ব কোন্ মুখে।"

কর্কশস্বরে রমণীমোহন বলিল,—"সে আমি জানি না, যখন থাক্‌বে না, তখনই তাদের দিতে হবে, আমিত তাই জানি। আর

তারি জন্যে ত তোকে বে কত্তে রাজি হয়েছিলুম, নৈলে সাধ করে কে আবার বিধবা বে করে।”

সৌদামিনী দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, —“হা অদৃষ্ট।” আজই নূতন করিয়া তাহার মনে হইল, ভোগের আশা করিলেই কিছু তাহা পূরণ হয় না, বিধাতার অখণ্ড বিধি যাহাকে যে জন্য সৃষ্টি করিয়াছে, অনুকূল শতসহস্র চেষ্টা বিফল করিয়াও তাহাকে সে পথেই চালিত করিবে। রমণীমোহন আবার বলিল,— “আমি যেন আর বে কত্তে পাত্তুম না যে, সাধ করে বিধবা বে করে নিজের মানমর্য্যাদা খোয়াতে গেছি, না? যারা বোনকে দু’শবার বে দিয়ে বোনের মনের সখ ওড়াতে পারে, তারা বোনায়ের সখের খরচটাও যোগাতে হবে তা জানে না?”

রমণীমোহনের কুৎসিত কথায় তাহার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়টা একেবারেই পরিষ্কার হইয়া বাহিরে বাহির হইয়া পড়িল। বিধবা-বিবাহ যে মানুষ নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করিতে স্বীকৃত হয়, সেটা সৌদামিনী আজ বেশ ভালরূপে বুঝিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাপরবশ মনের প্রবল পিপাসার জন্য আপনার মধ্যে আপনি মরিয়া গিয়া হিতাহিত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল,—“তাদের সঙ্গে তেমন কোন চুক্তিত ছিল না। যারা সখের জন্যই মানুষের সর্ব্বনাশ কত্তে যায়, তাদের ত সব কথা আগেই বলে নেওয়া উচিত।”

রমণীমোহন জ্বলিয়া উঠিয়া ঔদ্ধত্যের পূর্ণসমাবেশে কর্কশ উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—“যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! চুক্তি আবার কি, এটা আর বুঝ্‌তে পারনি যাদু যে, কে কার জাতমান

খুইয়ে সাধু সাজ্‌বার জন্য তোমায় বে কত্তে যেত। এত বে নয়, এ যে নিকে।” বলিয়াই সে আত্মমনোরথ সিদ্ধির কোন সুযোগ না দেখিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সৌদামিনীর মুখ দিয়া অস্পষ্টস্বরে একটামাত্র শব্দ হইল—“উঃ”।

[১৮]

স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষকেও গৃহস্থ কাটিয়া উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না বলিয়া সে যেমন বাড়িয়াই ওঠে, শাখাপ্রশাখাসমন্বিত মহামহীরুহে পরিণত হইয়া ছায়াশ্রিত গৃহস্থকে পুত্রকলত্র সহ দগ্ধ করিয়া বিনাশের পথে টানিয়া আনে, শ্রীশের হৃদয়ের হীন অভিলাষটাও সেই ভাবেই ক্রমে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া প্রাণের সমস্ত বৃত্তির সহিত তাহাকে একেবারে শ্মশানপথের পথিক করিয়া তুলিয়াছিল। অনেককাল পরে আশ্রয় ও অবলম্বনহীন জীবন লইয়া আশাবিরহিত শ্রীশের আজ মনে পড়িতেছিল, ক’বছর পূর্ব্বের কথা। ভিন্ন পাড়ায় থাকিয়াও বাল্যকাল হইতেই উষার রূপগুণের কথা সে শুনিয়া আসিতেছিল; যখন সে স্কুলে পড়িত, তখন পাঁচজন সমপাঠীর নিকট উষার প্রশংসা শুনিয়া তাহার মনের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিত, একটিবার তাহাকে দেখিবার জন্য মন যেন কেমন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত; সময় বা সুযোগ পাইলেই উমাশঙ্করের বাড়ীর জানালার নীচুতে দাঁড়াইয়া সে সেই বালিকার মূর্ত্তি দেখিতে যাইত; কতদিন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, দু’দিন এক দিন বা ক্ষণেকের জন্য বিদ্যুৎবিকাশের মত একবার ভাসা ভাসা সরল

মুখখানা দেখিয়া লইয়া একটা অজ্ঞাত শান্তি, একটা আশ্বস্তি লাভ করিয়া ফিরিয়াছে। তারপর উমাশঙ্কর যখন বরের রাজ্যে বাছাবাছির ঢেউ তুলিয়া দিলেন, তখন কি মনে করিয়া সে স্বদেশ স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে শিক্ষিত সমাজের চরম আদর্শ করিয়া লইবার জন্য আমেরিকায় চলিয়া গেল। উষাকে সে ভুলিতে পারিল না, তাহাকে লাভ করিবার প্রবল তৃষা যেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। যে দিন সে সুদূর আমেরিকা হইতে ভাবী উন্নতির অপরিসীম আশার সুন্দর সজ্জিত চিত্র লইয়া স্বদেশে আসিয়া নব আনন্দে উদ্দাম উন্মাদনার প্রেরণায় সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট হইতে গিয়া চির সৌভাগ্যের মত রূপগুণমণ্ডিতা উষাকে ভাবী পত্নীরূপে দেখিতে গিয়াছিল; সে দিন সেই মুহূর্ত্তে উষার সর্ব্বালঙ্কারশোভিত কমনীয় বরবপু তাহার কল্পনারচিত চিত্রের উপর একটা অমূর্ত্ত্য দিব্য সজীবতা জাগাইয়া দিয়াছিল। শ্রীশের ভাবপ্রবণ মন মুহূর্ত্তমধ্যেই উষার পদতলে আত্মোৎসর্গ করিয়া ফেলিল। প্রায় ছ'মাস ধরিয়া উষার প্রতিকৃতি হৃদয়ে করিয়া যখন বিবাহের দিন 'পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়া, উষার অন্য স্থানে সম্বন্ধ হইল, তখন শ্রীশের মাথার উপর যেন নিঃশব্দে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। উষার পতি ধূমকেতুর মত তাহার হৃদয়াকাশে উঁকি মারিয়া তাহাকে সর্ব্বনাশের পথ দেখাইয়া দিল। সে যে কি অপরিসীম যাতনা শ্রীশ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার নৈরাশ্যপীড়িত জীবনমন মরুভূমির মরীচিকার মত, আকাশ-কুসুমের মতই এই সংসারে হাত বাড়াইয়া অবলম্বনের জন্য আশ্র-

য়ের মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। মেঘগম্ভীর অমারজনীর গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে পথিকের মত দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য শ্রীশ তখন একেবারেই ঠিক করিয়া লইয়াছিল যে, তাহার উপায়হীন উদ্দেশ্যবিরহিত জীবনের ভার মনের মধ্যে গঠিত উষার প্রতিকৃতির সেবা করিয়া অকাম অকৃত্রিম ভালবাসায় সার্থক করিয়া লইবে। ভবিষ্যজ্জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদান করিয়া বাসনাবিগলিত নেত্রজলে উষার মানসময়ী মূর্ত্তির পূজা করিবে, মনের মধ্য হইতে সংসারের সমস্ত ভাবনাকে দূর করিয়া দিয়া ধ্যানগম্য উষার রূপ অনন্যচিত্তে ধ্যান করিবে। মুক্ত হৃদয়ের সর্ব্বস্ব লইয়া এই জীবন তাহারই জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিবে। সহসা শ্রীশের অদৃষ্টাকাশের ধ্রুবতারা যেন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিধবা কন্যার শোকে উন্মত্ত উমাশঙ্কর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে উষার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। অপরিত্যাজ্য দুরাকাঙ্ক্ষা উমাশঙ্করের সযত্ন জলসেচনে বর্দ্ধিত পরিপুষ্ট বিষলতার মতই তাহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে জড়াইয়া ধরিল।

সে যে আর বিফলমনোরথ হইতে পারে তাহা ভাবিলও না। দুরাশার প্রবল প্রতারণায় প্রলুব্ধ শ্রীশ একবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ভাবী সৌভাগ্যের মতই উমাশঙ্করের কথাটাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিল। তাঁহার কথাটা যে নিশ্চিত, ধ্রুবসত্য সে বিষয়ে সন্দেহ বা তর্কের অবকাশও না পাইয়া সে পরম আরাম ও উপাদেয় সম্ভোগের চরম প্রীতির আশা করিয়া কল্পনারচিত মানসমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে উপস্থিত হইবার জন্য

নিজের সৎশিক্ষা উচ্চবিবেক বিসর্জ্জন দিয়া ভালমন্দবিচারহীন হইয়া উমাশঙ্করের অভিপ্রায়মত যখন তখন যেভাবে সেভাবে উষার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া তাহার মনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে যাইতেই উষার একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের অনতিক্রমণীয় দণ্ড তাহার দুর্ব্বল মনের আশাকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল। হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল, বুক ধসিয়া বসিয়া পড়িল, মন দুর্ব্বল উত্তেজিত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। উষার নিকট অপমানিত তিরস্কৃত প্রত্যাখ্যাত শ্রীশ ক্লেশ-বহুল পাদবিক্ষেপে গঙ্গার নির্জ্জন পস্থরের উপর বসিয়া পড়িয়া ভাবনার লহরীর মধ্যে আপনার আশ্রয়অবলম্বনবিরহিত পূর্ণ যৌবনের উৎসাহময় জীবন ভাসাইয়া দিল। আশায় আশ্বাস, আশ্বাসে শান্তি, শান্তিতে সুখ, সুখে সোয়াস্তি, নিদ্রায় স্বপ্ন,—আবেশের পূর্ণসমাবেশ, দুঃস্বপ্নে জাগরণ, দুঃখদুর্দ্দশায় সান্ত্বনা, বিপদে বন্ধু, এমনি উষার আশা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে গিয়া শ্রীশের যেন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গেল।

দিনের আলো তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, গঙ্গার মৃদু কলকল-নাদ শ্রীশের মনের তাপে বিচলিত হইয়াই যেন অব্যক্ত ক্রন্দনে সমবেদনা জানাইতেছিল। অপরিণত রবিকর তরঙ্গের মৃদু সঙ্ঘাতে বীচিভঙ্গ তটিনীতোয়ে পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছিল। প্রভাতের শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতি যেন পরপারের সৌধবহুল নগরাবলীর উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। উষার ধ্রুব বিচ্ছেদের নিশ্চিত শঙ্কা আজ যেন অভাবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রিয়াবিচ্ছেদ-বিধুর বিরহীর মতই শ্রীশকে উন্মাদ, মোহপরবশ, মূর্চ্ছিতের মত করিয়া

দিল। তাহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি মৃত্যুর পরে সন্তানের স্মৃতির মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উষার স্মৃতিজড়িত প্রতিকৃতি বিস্তৃত দেখিতে লাগিল। পিতৃমাতৃহীনা উষার সেই করুণ মূর্ত্তি, পূতসলিলা স্বচ্ছভাগীরথীর জলে, বীচিভঙ্গে, রৌদ্রদীপ্ত কলকলনাদে, ছায়াবিরল ধীর গম্ভীর নগরীর সৌধশিরে, নিষ্কম্প নিশ্চল বৃক্ষের পত্রপল্লবে, নীল নভোদেশে, প্রভাতরৌদ্রের স্নিগ্ধ আলোকে, লোকলোচনের শান্ত অকপট কটাক্ষে দেখিতে দেখিতে, স্বজনহীন শূন্যহৃদয় আশাবন্ধবিরহিত শ্রীশ উন্মত্তের মত মুহূর্ত্তে চীৎকার করিয়া উঠিতেই সহসা কঠিন করস্পর্শে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, রমণীমোহন তাহার মূর্চ্ছিতপ্রায় শরীর জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; সে উদ্ধতভাবে বলিল—"তুমি এখানে কেন রমণীবাবু?"

রমণীমোহন সপ্রতিভভাবে উত্তর করিল,—"সে না হয় পরে শুন্‌বেন। তার আগে নিজে স্থির হতে চেষ্টা করুন।"

শ্রীশ জবাব দিল না। রমণী আবার বলিল,—"একেবারে যে পাগল হয়ে যাচ্ছেন? সংসারে থাক্‌তে হলে এমন দুএকটা ঝড়ঝাপ্‌টা ত সইতেই হয়। দেখি যদি আমি আপনার কিছু উপকার কত্তে পারি।"

শ্রীশ তবু জবাব দিল না। রমণী কি উদ্দেশ্য করিয়া মদের বোতল সঙ্গে আনিয়াছিল, এখন বোতল হইতে গ্লাস ভরিয়া মদ ঢালিয়া শ্রীশের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"খেয়ে ফেলুন এটা।"

এবার আর শ্রীশ চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না। রোষে গর্জ্জিয়া

উঠিয়া গ্লাসটাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"মাৎলামি কর্‌বার আর জায়গা পাওনি? যাও বল্‌ছি এখান থেকে। তোমার মতন পিশাচের উপকার আমি চাইনি।"

রমণীমোহন একথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। গ্লাসটী কুড়াইয়া আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কপট কোমলস্বরে বলিল,—"কেন মশায়, এত আর কোন খারাপ জিনিষ নয়, একটু খেয়ে ফেলুন, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।"

শ্রীশ জবাব দিল না। নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। রমণী আস্তে আস্তে গ্লাসটী ভরিয়া আনিয়া আবারও বলিল,—"ভেবে ভেবে ত শরীরটাকে সারা ক'চ্ছেন। এ খেয়ে আগে প্রাণটা ত রাখুন। লোকে কথায়ই বলে 'আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম'।"

শ্রীশ মুখ বিকৃত করিল। মনে মনে বলিল,—"তাইত, সবইত হারাতে বসেছি, তবে আর মনুষ্যত্বের বড়াই করে কাজ কি, যাতে ভুলে থাক্‌তে পারি তাই করি।" বলিয়া কম্পিতহস্তে গ্লাসটা হাতে করিয়া এক চুমুকে গিলিয়া ফেলিল।

[১৯]

"তা হলে কালই আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন হতে পারে গুরুদেব।"

"হ্যাঁ মা, সবত ঠিকই হয়েছে, এখন যাদের নিয়ে কাজ, তারা এসে জুট্‌লেই হয়।"

"সেত আস্‌বেই, সে জন্যে আপনি বৃথাই ভাব্‌ছেন।"

তর্কালঙ্কার স্মিতমুখে বলিলেন—"বৃথা যে ভাবছি, তাত নয় মা, আমাদের এদেশটাকে তুমি এখনও ভাল করে বোঝনি। আমি দেখছি, ওতেই যত ভয়। এদেশে ত প্রাণহীন মানুষের সংখ্যাই বেশী।"

ঊষা বিমনা হইয়া পড়িল। তবে কি তাহার এতদিনের সাধনা ব্যর্থ বিফল হইবে। তাহার সমস্ত চেষ্টা, প্রাণপাত পরিশ্রম, ঐকান্তিক অভিলাষ কি পণ্ড উৎসবের প্রাণভরা শ্রমের মত বিনাশবিমুখ হইয়া পড়িবে। সে ব্যথিত স্বরে ভারাক্রান্ত মনের ভাব প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে আপনি কি বুঝছেন? আমরা একাজ করে উঠতে পারব না?"

জোর দিয়া তর্কালঙ্কার বলিলেন,—"ঠিক পারব মা! তোর এত আগ্রহ,—চেষ্টা সে ত বিফল হতে পারে না।"

"তবে?"

"হয়ত আরও অনেক খাটতে হবে, অনেক পরিশ্রম কত্তে হবে।"

"তাতে ত আমি ক্লান্ত নই গুরুদেব।" নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে ঊষা তর্কালঙ্কার ঠাকুরের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তর্কালঙ্কার হাসিয়া বলিলেন,—"সাধনায় সিদ্ধি হতেই হবে, আমি ঠিক বলছি, তোর এ প্রবল বাসনা বিফল হতে পারে না। আর এর মধ্যে ঘুরে ফিরেও যতটা বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হচ্ছে, দেশের স্রোত ফিরেছে, মানুষ আর অন্ধের মত থাকতে চায় না। আত্মজ্ঞান জন্মাবার জন্য সবাই এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই তাদের প্রাণে তোর এ মহৎ সঙ্কল্প যে আঘাত করবে, তাতে সন্দেহ

নেই। একশ বছর আগে কেউ যদি তোরই মত চেষ্টা নিয়ে এদেশে আসৃত, তাহলে এদেশের মানুষ তাকে হেসেই উড়িয়ে দিত। এবারে কিন্তু আমরা কোন জায়গা থেকেই বিমুখ হইনি।"

"তা হলে আজ পর্য্যন্ত কতগুলো বিধবা এক হয়েছে?"

"প্রায় শতাধিক।"

উষার হৃদয় আনন্দে দুলিয়া উঠিল। এত অল্প কালের মধ্যে তাহার চেষ্টা যে এমনই অমৃতময় ফল প্রসব করিবে, তাহাত সেও ভাবিতে পারে নাই। বিধবা হইয়াই সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, যদি পারেত এদেশের শান্তিহীন বিধবাগুলির একটা শান্তির পথ করিয়া যাইবে। মানুষ সমস্ত অভাব নীরবে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু শান্তির অভাবে তাহাদের হৃদয় অসার হইয়া যায়। ভোগের পথে যে ইহাদের শান্তি নাই, তাহা উষা নিজের মনে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। ভোগের প্রধান বস্তুরই যাহাদের অভাব, তাহারা যে ভোগের মধ্যে গিয়া পড়িলে অভাবের তাড়নেই হাহাকার করিবে, ভোগের মধ্যে, বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের অসম্পূর্ণ ভোগস্পৃহা ঘৃতাহুত অগ্নির মত প্রবল হইয়া উঠিবে, এই চিন্তা করিয়াই উষা হিন্দুবিধবাগণ যাহাতে ত্যাগের পথে যাইতে পারে, অধ্যাত্ম-জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া কামক্রোধাদি রিপুগণের অবিষয়ীভূত অবস্থায় কর্ম্মময় জগতে কাজ করিয়া দুঃখের মধ্যে যে অনন্ত অফুরন্ত সুখের ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহাই মাথায় করিয়া লইতে পারে, তাহারই জন্য, ধর্ম্মশাস্ত্রের গোড়া,—অধ্যাত্মবিদ্যার মূল, সংস্কৃতশাস্ত্র নির্ব্বিবাদে নির্ভয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার একটা স্থান তর্কালঙ্কার

মহাশয়ের সাহায্যে মানুষের দোরে দোরে ঘুরিয়া অর্থসাহায্য লইয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। অধ্যাত্মজ্ঞান ভিন্নত জীবনমন পরের হাতে সমর্পণ করিয়া পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ দুষ্ট খল কামপিপাসু দুর্ব্বল হীনচেতা লোকের কুটিল কটাক্ষের প্রবল আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। মানুষ যদি আত্মস্বার্থ পরের মঙ্গলের জন্য বলি প্রদান করিয়া প্রাণকে লোভমোহের অবশ রাখিয়া ভগবানের চরণে মন সমর্পণ করিতে পারে, যাহা কিছু করিতেছি, যাহা কিছু হইতেছে, সে সমস্তই তাঁহার, এ ধারণাটা লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে এই সংসারের ছার প্রলোভনত কিছুই নহে ভাবিয়াই ঊষা এ কার্য্যে হাত দিয়াছিল। এখন উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"তা হলে কালই ত আপনাকে কাশী যেতে হচ্ছে?"

"না কাল আর হল না, কাশী যাওয়ার আগে এখানকার সব ত পাকা করে না গেলে নয় মা! যেটা হবার মত হয়েছে, আগে তার গোড়া ঠিক না করে আল্‌গা রেখে গেলে শেষে বা এটা ওটা দুটাই যায়।"

ঊষা পীড়িতার মত বলিল—"আপনি এখনও এ আশঙ্কা কচ্ছেন?"

"আশঙ্কার যে কারণ নেই, তা ত নয়। টাকার অভাব এদেশে যতই থাক, চেষ্টা কল্লে সেটা সেরে নেওয়া যাবে। কিন্তু ঐ এক ভয়, এ দেশের লোক এত ভীরু, এত দুর্ব্বল যে, ইচ্ছা থাকৃতেও সাহস ক'রে নিজের মেয়ে বা বোনকে কোন সৎ উদ্দেশ্যেও পরের হাতে দিতে সাহস পায় না।" বলিয়া মৌন চিন্তায় নিজের মনে সঙ্কল্পটা দৃঢ় করিয়া লইয়া আবার বলিলেন—"কাশী যাওয়ার জন্যে তুমি ভেব না, সে আমি এখানকার কাজ সেরে শিগ্‌গিরই যাচ্ছি।"

[২০]

পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। সুপ্ত নিশীথিনী নিথর, নীরব, নিস্তব্ধ। ঠাকুর মাহিনার অভাবে অনেকদিন পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল, বাড়ীতে ছিলমাত্র ঝি, সে পাশের ঘরে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছিল। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। অসহায় চিন্তানত সৌদামিনীর প্রাণ উৎকণ্ঠিত আশঙ্কায় বার বার কাঁটা দিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা তাহার কর্ণে একটা প্রগল্‌ভ হাসির তীব্র শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিতেই সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, সভয়ে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, দেশালাই ধরাইয়া আলো জ্বালিয়া যেদিক্ হইতে হাসির শব্দটা আসিতেছিল, উৎকণ্ঠিতভাবে সেই দিকে কাণ খাড়া করিয়া সে আড়ষ্টের মত বসিয়া রহিল। স্বামীর স্বর কাণে যাইতেই যেন একটু প্রফুল্ল হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাক্ত তীরের ফলক যেন তাহার বুকের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। সৌদামিনী স্পষ্ট শুনিতে পাইল, তাহার স্বামী রমণীমোহন বলিতেছে—"আরে ছো! আমি কি আর সেই মানুষ যে, ওকে নিয়ে ঘরে পরে থাক্‌'ব? কিছুদিন হাতটা কেমন টানাটানি যাচ্ছিল, তাতেই ত এই ফন্দী এঁটেছি। ওর গয়নাগুলো ত হাত ক'রে নিতে হবে।"

কে একজন গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিল—"নে নে আর বকিস্‌নি। এই ক'দ্দিন ত দেখ্‌ছি, তোর টিকি পাওয়া দায় হয়েছে।"

রমণীমোহন হাসিয়া স্বর চড়াইয়া দিয়া বলিল,—"তোর বুদ্ধিশুদ্ধি দেখ্‌ছি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, ভাল মানুষ না সাজ্‌লে এ দাঁওয়াটাই কি আর মারতে পাত্তুম ? দেখ্‌ছিস ত আমার বুদ্ধির গোড়, কেমন বাগিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে কত মজাই লুট্‌লুম। এদিকে আবার সাধু সেজে বাবুভায়াদের সঙ্গে মিশ্‌তেও ছাড়িনি। তার জোরেই ত এত বড় শীকারটা গেঁথে ফেলেছি। এখন যা গয়নাগুলো আছে একবার হাত কত্তে পারি ত আর কোন্ ছমাসকাল পায়ের উপর পা রেখে চল্‌বে না, তারপরে যখন স'রে পড়্‌ব, তখন খুঁজেও যদি কেউ আমার নাম পর্য্যন্ত বের কত্তে পারে।" একমুহূর্ত্ত থামিয়া কি চিন্তা করিয়া রমণীমোহন আবারও বলিল—"আমি কে তা'ত আজও জানিনি, জাত বা বাপের নাম ত জন্মাবধি শুন্‌তে পাইনি। এখানে এসে সেজে বসেছি রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সেও কি আবার যে সে লোক! রেঙ্গুণে তিনশ টাকা মাইনেতে চাকুরি কত্তুম্, পরের দাসত্ব তা কি ভাল লাগে, তাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা ক'ত্তে সাত সমুদ্র তের নদী পারে এসে হাজির হ'য়েছি। বাঃ! ব্যবসাটাই কি ফেঁদেছি মন্দ ?" বলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপর ব্যক্তি এবার সহানুভূতি জানাইয়া দুঃখিতস্বরে বলিল,—"এ কথা তোর সত্যি, কিন্তু তা ব'লে রাত্তিরটার মধ্যে যে একটীবার হরিমতীর বাড়ীর মাটীও মাড়াতে চাচ্ছিস্‌নি, সে কি ভাব্‌বে বল ত ?"

শয্যায় বসিয়া সৌদামিনী আর শুনিতে পারিতেছিল না। সে দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া নিঃস্পন্দ অসাড়ের মত শুইয়া পড়িল। অপরিসীম যন্ত্রণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, চোকের জলে

উপাধান আর্দ্র হইয়া গেল। শরীরের সমস্ত শক্তি যোগ করিয়া লইয়া অতিকষ্টে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল,—"হা ভগবান্, আমায় কোন্ অপরাধে এই সর্ব্বনাশের পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে?"

সৌদামিনী আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবার মোহাচ্ছন্নের মত হাত জোর করিয়া বলিল,—"তুমি ত সব ক'ত্তে পার প্রভো, তোমার চোকের পলকে সত্যও ত মিথ্যে হ'য়ে যায়। আমি যা শুনছি, সে যেন মিথ্যে হয়, আমি ত জেনে তোমার চরণে কোনও অপরাধ করিনি।"

অভাগিনীর করুণধ্বনি ভগবানের কাণে গিয়া পঁহুছাইল না। সেই মুহূর্ত্তেই সে আবার সেই অট্টহাসির শব্দ শুনিতে পাইল, হাসিয়া টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া দিয়া কে একজন বলিল,—"নে এই গ্লাসটা সাবাড় ক'রে দে, এতে আর তুই বেহুস্ হ'য়ে পড়্‌বিনি।"

রমণীমোহন শ্লথ জড়িতস্বরে নিষেধ করিল, বলিল—"নারে না, আজ্‌কে পত্নীসম্ভাষণের প্রথম দিন্‌টা, আজই যদি মাত্‌লামি সুরু ক'রে দি, তা হ'লে যে পাখী উড়ে যাবে!"

ঘণ্টা দুই পরে রমণীমোহন বিশৃঙ্খল গতিতে টলিতে টলিতে গৃহে ঢুকিতেই ভীতিবিহ্বলা সৌদামিনী কাঁপিতে কাঁপিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া খাটের এককোণার বাজু ধরিয়া পড়িতে গিয়া কোন রকমে দাঁড়াইয়া রহিল। রমণীমোহনের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে সহসা শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িল, বিকট নাকের শব্দে ঘরখানা মুখরিত করিয়া তুলিল। সৌদামিনীর শরীর ভারবহনে অক্ষম হইয়া উঠিতেই সে আড়ষ্ট স্তম্ভের মত মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল। এমনই

অবস্থায় কি ভাবে কখন যে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তাহা সে একবারের জন্যও অনুভবে আনিতে পারিল না।

পরদিন অপরাহ্ণে সৌদামিনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্‌বাবু আসিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—"তোর জ্বালায় কি আর ঘরে টিক্‌তে পার্‌ব না। দিন নেই, দুপুর নেই কেবল খবরের ওপর খবর।"

সৌদামিনীর মাথায় যেন সশব্দে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কি করিবে, কি বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চোকের জলও যেন শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গিরীন্‌বাবু এবার আরও বিরক্তভাবে বলিলেন—"এখানে এলে গেলে যে মেয়েটারও বে দিতে পার্‌ব না। কত করে হাতে পায়ে ধরে সর্ব্ব-স্বান্ত হতে স্বীকার করে তবে একটি পাত্র ঠিক কত্তে পেরেছি। তাদের স্পষ্টই বল্‌তে হয়েছে, তোর সম্বন্ধ আমরা একেবারে ছেড়ে দিলুম্‌। এখন যদি আবার তারা এসব কথা জান্‌তে পারে ত নিশ্চয়ই বেঁকে বস্‌বে। তখন কি হবে বল দিকি ?"

ভগবানের রাজ্যে কি সৌদামিনীর জন্য মৃত্যুও নাই। বিড়ম্বিত বিধি কি তাহাকে তিলে তিলে পলে পলে এমনই তীব্র জ্বালায় দগ্ধ করিয়া তাঁহার কোন ইষ্টসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন। সে নিজের অজ্ঞাতে হৃদয়ের মধ্যে যেন বলিয়া উঠিল—"পাপ কত্তে আমি ত আর বাকিরাখিনি। আমার আবার ভয় কিসের ? কোন পথই যখন নেই, তখন আত্মহত্যায়ই পাপ পূর্ণ কর্‌ব।"এই সাহসকর সঙ্কল্পে তাহার মন দৃঢ় হইয়া উঠিল। সে উত্তেজনার ভাব টানিয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল—"বড় দা, এ কথা ত তোমাদের আগেই ভাবা উচিত ছিল। আমিত তখন তোমাদের অনুরোধ করি নি।"

নিজের কথায় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সৌদামিনী এবার ভিন্ন সুরে ক্লিষ্টস্বরে বলিল—"না বড়দা, সে জন্যে তুমি ভেব না। বরাতের উপর ত কারু হাত নেই।" সহসা গিরীন্‌বাবুর যেন সহজ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি লজ্জায় দুঃখে মরিয়া গেলেন। সমাজের জ্বালায় পাগল হইয়া প্রাণাধিকা ভগিনী সৌদামিনীকে এমনই কতগুলি কথা বলিয়া তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। সৌদামিনী আবার বলিল—"দুঃখকষ্টের শরীর, সইতে না পেরে তোমায় একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। আর ত কোন দিন বলিনি, আর বল্‌বার ফুরসুতও পাব না। ছোট বোন বলে তুমি আমায় ক্ষমা কর, বড়দা।"

গিরীন্‌বাবু অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। সৌদামিনী দাদার নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখের উপর সজলনয়নের হতাশদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া বলিল—"আর কোন দিন আমার বল্‌বার আবশ্যকও হ'বে না। তুমি আমার পিতার মত,আজ যদি কোন অপরাধ করে থাকিত মার্জ্জনা কর।"

গিরীন্‌বাবুর প্রাণও আকুল হইয়া উঠিতেছিল ; তবু যে তিনি নিরুপায়। বিধবা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যে একঘরে হইতে হইবে, সমাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই এভাবের একটা ধারণা থাকিলেও কন্যাবিবাহের জন্য যে এমনি অপ্রতিকার্য্য দায়ে পড়িবেন, তাহাত তিনি ভাবিতেই পারেন নাই। এখন যে তাঁহার দুদিক্ রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। সৌদামিনীকে দেখিতে গেলে কন্যার বিবাহ হয় না, কন্যার বিবাহ দিতে গেলে সৌদামিনীকে ত্যাগ করিতে হয়। সৌদামিনীর ডান হাতখানি হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নিরুপায়ের মত তিনি বলিলেন—"সদু, আমি ত নিরুপায়।"

স্থির অচঞ্চলভাবে সৌদামিনী উত্তর করিল—"বড়দা, নিরুপায়-উপায়ের জন্যে আমি ত তোমায় ডেকে পাঠাইনি, তুমি ছোটকাল থেকে আমায় বড় ভালবাস্তে। তাই একবার শেষ দেখা দেখ্‌ব বলেই এ কষ্ট তোমায় দিয়েছি।"

গিরীন্‌বাবু শিহরিয়া উঠিলেন, নিমেষহীন দৃষ্টিতে একমুহূর্ত্ত সৌদামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিব কাটিয়া বলিলেন—"ছিঃ! ও কথা ভাব্‌লেও যে পাপ হয় সদু!"

সৌদামিনী উত্তেজিতস্বরে বলিল—"পাপ—পাপ যা হবার তা আমার হয়েছে। তার প্রায়শ্চিত্ত করব বলেই ত এ সঙ্কল্প করেছি।"

গিরীন্‌বাবু যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাঁহার এলোমেলো মনের উপর সমস্ত সংসারটা যেন ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বুকের উপর একটা অব্যক্ত ব্যথা সাড়া দিয়া নড়িয়া উঠিতেছিল। তিনি আবারও নিরুপায়ের মত গাঢ় উদ্বেগপরিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"সদু, তুই মন স্থির কর। দু'দিন পরেই রমণা শুধ্‌রে যাবে।"

সৌদামিনীর মুখে রক্ত ছিল না; ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও ছিল না; সে অবিচলিতভাবে উত্তর করিল,—"গোল্লায় যাক্‌ তার শোধ্‌রান। আমি যে বাঁচ্‌ব না, সে তোমায় ঠিকই বলে রাখ্‌ছি।" স্বর নামাইয়া ব্যথাভরাকণ্ঠে আবার বলিল—"এম্‌নি না খেয়ে আর কদ্দিন লোক বাঁচে। তিন দিন ত মুখে গুজ্‌তে, একমুঠা ভাতও যোটেনি।" বলিতে বলিতে অনাহারক্লিষ্ট সৌদামিনীর অবশপ্রায় শরীর মাটির উপর মূৰ্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেল।

মাস দুই পরে সন্ধ্যাবেলায় উচ্ছৃঙ্খল রমণীমোহন ঘরে ঢুকিয়া

বলিল—"গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও ত যাদু, অমনি মাথা গুঁজেসেব থাক্‌লে আর যে চল্‌ছে না।"

সৌদামিনী জবাব দিল না, জবাব দিবার মত তাহার আর কিছু ছিলও না। নির্ব্বাধ অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিয়াও সে অসহায় অনন্য-গতি বলিয়া ভয়ে ভয়ে রমণীমোহনকে এক একখানা করিয়া গায়ের গহনাগুলি হাতে ধরিয়া দিয়াছে। এখন তাহার শরীর নিরাভরণ, হস্ত-প্রকোষ্ঠে বালা অনন্তের কাল দাগগুলি এখনও কোন দিন যে তাহার এই হস্তের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দিতেছিল। সৌদামিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া রমণীমোহন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"ওসব নেকামি আমি দেখ্‌তে আসিনি, গোটা পঞ্চাশেক টাকা এবারের মত এখন দাও, নৈলে কিন্তু আস্ত রাখ্‌ব না।"

সৌদামিনী কাঁদিতেছিল, কাঁদিয়াই তাহার দিন অতিবাহিত হইত। এবার তাহার অব্যক্ত কান্না মুখের দৃঢ় বাঁধ ছিড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে কান্নার স্বর কাণে যাইতেই রমণীমোহন এক পা অগ্রবর্ত্তী হইয়া একেবারে সৌদামিনীকে ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"রেখে দে তোর এ মায়াকান্না। হরিমতী আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আর দেরি কল্লে সে নিশ্চয়ই রাগ কর্‌বে, বের কর টাকা।"

রমণীমোহন একপা বাড়াইতেই সৌদামিনী দুইপা সরিয়া দাঁড়াইল, কোনমতে চক্ষুর জল রুদ্ধ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"টাকা আমি কোত্থেকে দেব। ওগো আমার কাছে যে আর কপর্দ্দকও নেই। টাকা যা পেয়েছিলে তাত তোমারই হাতে ছিল, সেত গেছে,

তার পর এক এক করে যদ্দিন ছিল, আমিত গয়নাগুলোও তোমায় দিয়েছি, আর যে আমার কাছে কিছুই নেই।"

রমণীমোহন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—"না থাকে তোর ভাইকে বলে আন্‌তে পারিস্‌নি। আমার ত বাজে কথায় ভুলুবে না। দে বল্‌ছি, নৈলে অপমান করে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বের করে দেব।"

সৌদামিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। অসহিষ্ণুভাবে বলিল—"দাদাকে বলে টাকা আন্‌ব, তিনিই বা টাকা দিতে যাবেন কেন -"

মধ্যপথে বাধা দিয়া সৌদামিনীর একটা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া রমণীমোহন শ্লেষের অট্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"টাকা দেবে না, এমন সাধের বোনাই তার, কত সাধ করে বিধবা বোন্‌কে বে দিয়েছিল, তখন জান্ত না যে, বোনের—" ইহার পর সে যাহা বলিল, সৌদামিনী আর তাহা শুনিতে পারিল না। পাষণ্ড নরাধমের এই কথার বেদনাটা সেই হস্তমর্দ্দনজনিত ক্লেশটাকে যেন ঢাকিয়া দিল। সৌদামিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া বসিয়া পড়িল। রমণীমোহন স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া পদাঘাতে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সৌদামিনীর মুখ হইতে একটিমাত্র শব্দ হইল—"হা ভগবান্!"

[২১]

শুক্লাষ্টমীর শ্বেত জ্যোৎস্নাকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ঘন-সন্নিবিষ্ট কাল মেঘ সমস্ত পৃথিবীটার উপর একটা নিবিড় নীরবতা ও শঙ্কিত ভাবের সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুদ্দীপ্ত আকাশ হইতে মৃদু মন্দ বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া দরমার

বেড়ার গায়ে একটা একতান শব্দ পাকাইয়া তুলিয়াছিল। উষা রোগশয্যায় বসিয়া অনন্যচিত্তে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। একপাশে মৃৎপ্রদীপটা মিটি মিটি জ্বলিতেছে। দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া একবার সেই ম্লান দীপশিখাটাকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া রোগীর জীবনে হতাশ হইয়াই যেন নির্ব্বাণোন্মুখ করিয়া দিতেছিল। বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া উষার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। দরমার দোর ঠেলিয়া যমদূতের মতই ভীষণাকৃতি দুইটা লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এককালে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। উষার একনিষ্ঠ সংযত মনও অসহায় অবস্থায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। সহসা অপর একটা লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া ধমকাইয়া বলিল,—"হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস্, জল্‌দি বেঁধে ফেল্ না।"

উষার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার অদমনীয় তেজ ও চিত্তের একাগ্রতা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। একটা লোক হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেই সে দুই হাত পিছাইয়া গেল। লোকটা মুখ বিকৃত করিয়া হাসিয়া বলিল,—"কি যাদু, এবারও সতীত্ব দেখাচ্ছ! এ শ্রীশবাবুকে পাওনি যে, যাতা বলে তাড়িয়ে দেবে। এবার ঠিক যায়গায় এসে পড়েছ।" বলিয়া পা বাড়াইতেই উষা ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে ব্যাধজালবদ্ধা হরিণীর মত ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল,—"কে আপনারা, কি মনে করে সতীর মর্য্যাদা নষ্ট কচ্ছেন!"

আরও উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিয়া এবার লোকটা একেবারে উষার গা ঘেঁসিয়া দাড়াইতেই উষা দ্রুতপাদচারণায় গৃহখানা মুখ-

রিত করিয়া তুলিয়া মনের সমস্ত বল একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল,—"ভগবান্, এ ভাবে সতীর মর্য্যাদা নষ্ট কর না।"

উষার সতেজ মূর্ত্তি এবার যেন আরও উজ্জ্বল অপরূপ দীপ্তি লইয়া নামিয়া আসিল। অগ্রবর্ত্তী লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইতেই পিছন হইতে কে বলিল,—"আরে ছোঃ! এই ক্ষমতা নিয়ে আসিস্ আবার কাজ হাসিল কত্তে।" বলিয়াই সহসা গিয়া সে উষার হাত চাপিয়া ধরিল। উষা এক পা নড়িল না, চীৎকার করিল না। একবারমাত্র বলিল,—"ভগবান্, আমার সর্ব্বস্ব ত তোমার। আজ যদি ধর্ম্মরক্ষা না হয় ত, তোমার যে কলঙ্ক রটবে, প্রভু।"

উন্মত্তের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীশচন্দ্র সজোরে অগ্রবর্ত্তী লোকটার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"যাও রমণী,ভালবাসার অমর্য্যাদা কর না।"

অতর্কিত আক্রমণে রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল, চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—"এ আবার কি ? বড্ড সাধু সেজে এসেছ দেখ্‌ছি।"

শ্রীশ উত্তর করিল না, ঘাড় ধরিয়া রমণীকে বাহিরে বাহির করিয়া দিয়া দোর বন্ধ করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায়া উষার নিকটে গিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকিল,—"উষা!"

উষা চোক্ মেলিয়া চাহিয়া বলিল—"এ সময়ে আপনি এখানে!"

শ্রীশ ম্লানমুখে বলিল,—"হাঁ, আমি এখানে, খুব বিস্মিত হচ্ছ, না!"

উষা বেদনাতুরের মত বলিল,—"সে যাক্, আপনার কাছ থেকে এ উপকার না পেলেই ত ভাল ছিল শ্রীশবাবু।"

শ্রীশ বলিল,—"উপকার ত তেমন কিছু করিনি, আমার কথাতেই এরা এসেছিল, আবার আমার কথাতেই ফিরে গেল।"

উষা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া উত্তেজনার মুখে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল,—"ছিঃ! আপনার এ কাজ ;—এমন অধঃপাত—"

বাধা দিয়া শ্রীশ বলিল,—"অধঃপাত যে কত হয়েছে, সে পরে শুন্‌বে। তার আগে তোমায় হয় ত বলে দিতে হবে না যে, মান-মর্য্যাদার বড়াই করে স্বাধীনভাবে মেয়েদের চলাফেরা নিরাপদ নয়।"

উষা ঘৃণায় ক্ষোভে জলিয়া উঠিয়া বলিল,—"আপনার মত হিংস্র-বহুল সংসারে মাতৃজাতিরও ভয় আছে বটে।"

"যদি তাই হয়" বলিয়া শ্রীশ একবার থামিল। থামিয়া আবার বলিল,—"যে করেই হউক, পুরুষের সাহায্য না পেলে মেয়েদের জাত ত যেতে পারে, ধর্ম্ম ত রক্ষা হয় না।"

যে উষা মূহুর্ত্তপূর্ব্বে আত্মধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, এই দুঃসহ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল; সে উষা কিসের জোরে কোন্ অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় যেন একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। সতেজ গর্ব্বে বলিয়া উঠিল,—"পার্‌বে শ্রীশবাবু, যেদিন অন্যান্য সভ্যদেশের মত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশের রমণীরা ধর্ম্ম, সমাজ ও আপন আপন বল বুঝ্‌তে পার্‌বে, কথার মুখেই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না জান্‌তে পার্‌বে; শিক্ষা তাদের মনের উপর কর্ত্তব্যের পসরা নিয়ে দাঁড়াবে, সে দিন এ দেশের মেয়েরাও নির্ভয়ে সমাজের কলঙ্ক মর্য্যাদাহীন আপনার মতই নরাধম পশুগুলিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে আপন আপন কাজে ছুটে চল্‌বে।"

[২২]

শ্রীশ অনুদ্ধতভাবে বলিল—"স্বীকার কল্লুম তাই। সে দিন যখন আসে, আস্‌বে। কিন্তু তার আগে তোমায় জিজ্ঞেস কচ্ছি, এত ক'রে

যাকে পাইনি, যে ধর্ম্মের গর্ব্বে তুমি এদ্দিন বুকে পা দিয়ে হেঁটেছ, আজ তোমার সে ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বার কে আছে ?"

আবার যেন ঊষা কেমন একরকমের হইয়া পড়িল ; বার দুই শিহরিয়া উঠিয়া সে বলিল—"ভগবান্ !"

"ভগবান্‌কে তুমি যত মান, আমি তত মানি না ঊষা! আমি মৃত্যুপথের যাত্রী। এ অসহায় অবস্থায় আমি যদি তোমায় ত্যাগ না করি, ভালবাসা বলি দিয়ে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে একমুহূর্ত্তের জন্যও তোমায় বুকে ক'রে আমি যদি আমার তপ্ত বুকের দাবদাহের জ্বালা জুড়িয়ে নিই, তবে ?"

বলিতে বলিতে শ্রীশ থামিয়া গেল। সহসা ঊষার শরীর বাতাসের ভরে বৃক্ষপল্লবের মত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখ অব্যক্ত ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। শ্রীশ সহজ স্নেহের কোমল মধুর অকৃত্রিম স্বরে ডাকিল—"ঊষা !"

ঊষা জবাব দিল না। শ্রীশ আবার বলিল—"ভয় নেই ঊষা, অমর্য্যাদা করে আমি আমার ভালবাসাকে কলুষিত কত্তে চাইনি। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দুর্ব্বুদ্ধিপরবশ হয়ে তোমায় জোর করে ধ'রে নেবার জন্য, আত্মচরিতার্থের জন্য আমিই রমণীকে পাঠিয়েছিলাম। আবার কি খেয়াল হল, নিজে এসে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিলুম—"

ঊষা বাধা দিয়া বলিল—"ভদ্র লোকের ছেলে আপনি, আপনার একাজ ছিঃ !"

শ্রীশ আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল—"তিরস্কার কর ঊষা, জীবনে কেউ ত করেনি, আপনার বলে একদিন যদি একটা তিরস্কার কর্‌বার

লোকও আমার থাক্‌ত, তা হলে বুঝি আমি তোমার জন্য জ্বলে-পুড়ে মরে এমনই অধঃপাতে যেতাম না।"

উষার মাতৃহৃদয় শ্রীশের জন্য কাঁদিয়া উঠিল; বলিল—"আপনার অবস্থা দেখে আমারও দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু সে দুঃখ কর্‌বার অধিকারও ত আপনি রাখেন নি।"

শ্রীশ ব্যাকুল উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল—"সাধ ক'রে ত কোন অন্যায় কাজ করিনি উষা! তোমার পথ চেয়ে যে আমি আমার ইহপরকাল হারিয়েছি।" একটা ঢোক গিলিয়া স্বর নামাইয়া শ্রীশ আবার বলিল—"মনে ক'র না, কোন কিছুই সাধ করে করেছি। যৌবনের প্রথমে যে দিন শুন্‌লুম, তুমি অমরার রূপ-গুণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, সেদিন থেকে আমি তোমার জন্য লালায়িত হয়ে ছুটেছি। তুমি জান না, তোমার ঐ মুখখানি দেখ্‌বার জন্য কতদিন স্কুল পালিয়ে তোমাদের জানালার পাশে চোরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছি। একটিবার তোমার ঐ ভাসা ভাসা চোক, সদাপ্রফুল্ল মুখ দেখ্‌তে পেলেই আমি আত্মহারা হয়েগেছি। তোমারই জন্যে সুদূর আমেরিকা গিয়েছিলাম। আমার এত সাধনার তুমি, তোমায় ছেড়ে ত প্রাণে বাচি না উষা! তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলে! আমি কেঁদে মনের জ্বালা হাল্‌কা কর্‌ব ভেবে কাঁদ্‌তে বস্‌লুম—"

উষা বাধা দিয়া বলিল—"এসব কথা শুন্‌বার জন্যে ত আমি আপনাকে ডেকে পাঠাইনি।"

"ডেকে পাঠাও আর নাই পাঠাও, যখন এসেছি, তখন যে তোমায় শুন্‌তেই হবে। তার পর শোন, মন যখন কিছুতেই বুঝ্‌ মানে না,

তখন এক মস্ত বন্ধু জুটল, হাতে পরিপূর্ণ মদের পাত্র, আমায় বল্লে 'মদ খাও, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। তোমার মনোরথ সিদ্ধ করে দেব।' মনোরথ চুলোয় যাক, তখনকার মত মনের জ্বালাটাত জুড়ুক, একবার না ভেবে, দ্বিধা না করে, ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছি, পিতার কালের সম্মানও কিছু ছিল, তোমারই জন্য সব ত্যাগ করে, অবিচারিতভাবে মদের গ্লাশে চুমুক দিলুম, ভাবলুম, যে ভাবে হ'ক, তোমায় ভুলতে হবে, তা ছাড়া ত আর প্রাণ থাকে না। মুমূর্ষু যেমন বিষ খায়, জেনেশুনে আমিও তেম্নি বিষ খেতে সুরু করে দিলুম, বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়লুম।"

ঊষা কষ্টোচ্চারিত শব্দে বলিল—"এ আমায় বলে লাভ।"

"লাভালাভ সে আমি জানি না, এত করেও তোমায় আমি ভুলতে পারিনি, যেদিন তোমার পিতা আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেদিন থেকে অনেক চেষ্টা করেও তোমার স্মৃতি আমি পুছতে পারিনি। তারপর তুমি বিধবা হয়ে এলে, মানুষ কত দুঃখিত হল, সত্য বলতে কি, আমি প্রফুল্ল হয়েছিলাম, সেই হর্ষের মধ্যে আরও হর্ষ বাড়িয়ে দিয়ে আগুনের ইন্ধন যোগাতেন তোমার পিতা, এখন তোমায়ই আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি ঊষা, এ ভার বওয়া ভাল, না আত্মহত্যা করাই ভাল!"

ঊষার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"আত্ম-হত্যাই বোধ করি আপনার প্রায়শ্চিত্ত।"

"তবে তাই।" অবিচলিতস্বরে শ্রীশ বলিল "তবে তাই। কিন্তু মরবার আগে অকপটভাবে তোমায় বলে যাচ্ছি, সত্যই তোমায় আমি

যেমন ভালবাস্‌তাম, তেমন ভালবাসা পৃথিবীতে কেন দেবলোকেও দুর্ল্লভ। তোমাকে পাওয়ার জন্যে যত কিছু করেছি, সে শুধু সেই ভালবাসার তীব্র আকর্ষণে। আর অন্যায় যদি কিছু করে থাকি ত, সে তোমার পিতার পরামর্শে, তা ছাড়া কামের বশ হয়ে আমি কোন কাজ করিনি, আমার এ শেষ কথাটা তুমি বিশ্বাস ক'র।"

শয্যা হইতে ক্ষীণ জড়িতস্বরে রোগী বলিল—"জল।"

শ্রীশ চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল—"একি ?"

উষা রোগীর মুখে জল ঢালিয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিল—"একি, তা জান্‌বার ত আপনার দরকার নেই, এরা কে, দেশের দীনদরিদ্রের কি হচ্ছে, তাত আপনি জানেন না, বা জান্‌তে চেষ্টাও করেন না। নিজের মুক্ত জীবন নিয়ে যদি কখনও পরার্থে কাজ কত্তে শিখ্‌তেন, দীনের বিপদ্‌প্রতিকার কত্তে জান্তেন, তবেই বুঝ্‌তেন, এ কি, এতে কি নির্ম্মল শান্তি, অফুরন্ত সুখ। যদি জান্তেন আত্মোদর, আত্মকাম পোষণ অপেক্ষা অর্থাভাবে জ্বলিতজঠর মানুষের মুখে ভাত গুজে দেওয়া অনেক তৃপ্তির, যদি বুঝ্‌তেন সতীর সতীত্ব রক্ষা করে যে সুখ, নষ্ট করে নিজের কামচরিতার্থে সে সুখ—সে শান্তি নেই, ত্যাগেই সুখ,—ভোগে ত সুখ নেই, তবে আপনারও এত অধঃপাত হ'ত না।"

শ্রীশ নীরবে দাঁড়াইয়া যেন দেব-আদেশ ঘাড় পাতিয়া লইতেছিল। উষা গাঢ়কণ্ঠে আবার বলিল,—"ত্যাগের পথ ছাড়া ত সুখ হতেই পারে না শ্রীশবাবু, সহস্র দুঃখের মধ্যে যে সুখ, যে আনন্দ, সে সুখ সে আনন্দত সুখের মধ্য হ'তে মানুষ লাভ কত্তে পারে না। মানুষ কি ভ্রান্ত, সুখ যে কোথায় তার খোজই রাখে না, অথচ তারই জন্য উন্মত্ত।

কারও যদি সুখ বেছে নিতে হয়ত, সে যেন দুঃখের মধ্যে যে সুখের আভাস রয়েছে, তার বিন্দুমাত্রও লাভ কত্তে চেষ্টা করে, দুঃখকেই জীবনের জন্য বরণ করে লয়।"

[২৩]

মাতা যেমন সন্তানের সহস্র অপরাধ অবজ্ঞা অবহেলা করিয়া বিপদ্ সময়ে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরে, উষাও ঠিক সেইভাবেই আহত জর্জ্জরিত সৌদামিনীর মূর্চ্ছিতপ্রায় মস্তক কোলে তুলিয়া ব্যথা-ভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এ অবস্থা কে কল্লে সদুদিদি।"

সৌদামিনী উত্তর দিল না,নয়নেঙ্গিতে উপরের দিকে দেখাইয়া দিল। উষা বুঝিল, অদৃষ্টের নাম করা ছাড়া সৌদামিনীর আর অন্য উপায় নাই। সে সস্নেহবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল,—"রমণীবাবু কোথায় দিদি।"

সৌদামিনীর শ্রান্ত শিথিল দেহযষ্টি যেন উত্তেজনার প্রবল আক্রমণে সহসা সবল চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে জোরে উঠিয়া বসিয়া পূর্ণ উত্তেজনার সহিত বলিল,—"ও নাম আর করিস্‌নি বোন।" তারপর এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত তেজ সমস্ত গর্ব্ব যেন নত হইয়া পড়িল। সৌদামিনী সহসা উষার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"উষা বোন, তুই কি আমায় ক্ষমা করবি না।"

উষা ভগ্নোৎসাহে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমিত তোমার ছোট বোন, পাপ যদি কিছু করে থাক ত ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

ছল ছল নেত্র দুইটি উষার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সৌদামিনী

গাঢ় কণ্ঠে বলিল,—"ভগবান্ কি আমায় ক্ষমা কর্‌বেন বোন্।" একটু চিন্তা করিয়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে এবার যেন তাহার মসী-মলিন অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া রুদ্ধস্বরে ভয়কম্পিতবদনে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা উষা, তুই ত অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ প'ড়েছিস, বল্‌তে পারিস, বেতে যা মন্ত্রগুলো পড়া হ'ল, তাতেই আমার ধর্ম্ম লোপ পেয়েছে।"

উষা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সৌদামিনী প্রশ্নটি যে স্বরে করিয়াছিল, তাহাতে—প্রশ্নের ভঙ্গীতে ইহার উত্তরের উপরই যে তাহার ভাবী জীবনের সমস্ত নির্ভর করিতেছে তাহা উষা বুঝিল, অথচ প্রশ্নে দুরধিগম্য তাৎপর্য্য সে সম্যক্ প্রণিধান করিতে পারিল না। কাজেই কোন উত্তর করিতে না পারিয়া সৌদামিনীর মুখের দিকে সাগ্রহদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। সৌদামিনী এবার স্পষ্ট পরিষ্কারস্বরে বলিল,—"স্বামীই বলিস, আর যাই বলিস, তার সঙ্গে ত বের পর থেকে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই উষা।"

উষা চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি দিদি!"

"সে অনেক কথা। প্রথমতঃ সে বদ্‌মাতাল, বেশ্যাসক্ত, ঘর কর্‌বার জন্য ত বে করেনি, আমার গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করে তার ভোগবিলাস বজায় রাখ্‌বার জন্যেই সে সেদিন ঐ মন্ত্রগুলো পড়েছিল। তারপর টাকাগুলো যখন দুদিনেই উড়িয়ে দিলে, তখন আমার কাছে মাঝে মাঝে আস্‌ত, আর এক এক-খানা করে গয়না নে যেত, এই ছিল তার সঙ্গে সম্বন্ধ।"

ঢোক গিলিয়া লইয়া সৌদামিনী আবার বলিল,—"আমাকে দিয়ে

তার ত কোন দরকার ছিল না। যারা চরিত্রহীন, তাদের ত মানুষের অভাব হয় না। না খেয়ে শুকিয়ে রয়েছি, তাতেওত একটিবার জিজ্ঞেস করে নি। সব জেনে ভাবলুম, যা হয়েছে হয়েছে, আর এ জীবনটা ভাসিয়ে কাজ কি, তারি জন্যে ঘর ছেড়ে এই বারাণ্ডা আশ্রয় কল্লুম।"

ঊষা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিল,—"তোমায় কি সে একটি দিনও ডাকেনি সদুদিদি!"

"শোন বল্‌ছি" বলিয়া সৌদামিনী বলিল,—"এই কত কাল ত হ'ল, এর মধ্যে একদিন কি মতি হয়েছিল, আমায় ডেকে বল্লে, ঘরে এস সদু।"

দীপ নিবিয়া গেল, ঊষার উৎফুল্ল মুখ মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া একেবারে কালী হইয়া গেল। সৌদামিনী আবার বলিল,—"আমার ত বোন মন ভাল ছিল না, আমিত জান্তুম্, একে দিয়ে আমার কোন সুখ হবে না, তবে আর কেন, যা পাপ করেছি, তার জন্য যদি ভগবান্‌কে বলে কয়ে ত্রাণ পাই ত পাব, আর না পাই ত তারই ফল ভোগ কর্‌ব, তা বলে পাপের বোঝা আর ভারি ক'রে লাভ?"

ঊষা উচ্ছলিতভাবে বলিয়া উঠিল,—"তার পর"

সৌদামিনী ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"তাকে স্পষ্ট ব'লে দিলাম যে, মানুষ হ'তে পারত আমি একদিন তোমার হ'তেও পারি। তার আগে আমার এই ভূমিশয্যা। এর পরে সেও আমায় আর ডাকে নি, সৎভাবে একটি কথাও বলেনি, পাঁচ সাত দিন অনবরত না খেয়ে রয়েছি, একবার জিজ্ঞেস করেনি। আমিও তাকে চাইনি।"

পরিপূর্ণ আগ্রহে ঊষা সৌদামিনীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শোয়াস্তির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় ভার দমন

করিয়া লইল। সৌদামিনী আকুলকণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল,—"জানিস্ ত বল, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই ?"

ঊষা জবাব দিল না, তাহার নেত্রনির্গত স্নেহাশ্রু সৌদামিনীর হৃদয়ের মধ্যে সদুত্তর জাগাইয়া তুলিল। সৌদামিনী আশ্বস্ত হইল।

[২৪]

ঊষা বসিয়া পাতঞ্জল যোগদর্শন পড়িতেছিল। অনতিদূরে ঘরের মেঝেতে জলচৌকীর উপর থাকে থাকে সাজান সংস্কৃত পুস্তকগুলির উপর প্রদীপের আলো পড়িয়া ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করিতেছিল। কে একজন পেছন হইতে ডাকিল,—"মা !"

ঊষা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"কে মা হিরণ! তোমাদের পড়াশুনা বেশ ভাল চল্‌ছে ত ?"

হিরণ্ময়ী বিনীতকণ্ঠে উত্তর করিল,—"তোমার বন্দোবস্তে ত কোন কাজই ভাল না চলে পারে না মা। কিন্তু এদিকে যে রোগের প্রতীকার মোটেও দেখ্‌ছি না ; অবস্থা দেখে ভয় হচ্ছে, দিন দিন যা মরাটা মরুছে, তাতে ত সহর উজার হয়ে যাবে ব'লেই বোধ হচ্ছে।"

ঊষা বলিল—"সে ভাবনা ভেবে লাভ নেই মা, যার যখন জন্ম-মৃত্যু বিধির বিধান, তাকে ত তখন জন্মাতে বা মরুতেই হবে। আমাদের দেখ্‌তে হবে, অচিকিৎসায়,অযত্নে, কেউ যেন না মারা যায়।"

হিরণ্ময়ী বলিল—"আজ রাতের জন্য আর পাঁচজন লোক চাই, আমি গিরিকে বলুতে, আশ্রমের সবাই যেতে চাইছে।"

ঊষা সস্নেহ বচনে বলিল—"তা বেশ হয়েছে মা, যে যেতে চায়,—

তাকেই নেবে, অনিচ্ছায় যেন কারুর প্রতি জোর জুলুম ক'র না, মানুষের মন,তাকে আগে তৈরি করে তবেই কাজে নিয়োগ কত্তে হবে।" বলিয়াই চাহিয়া দেখিল, সৌদামিনী দাঁড়াইয়া আছে। আগ্রহভরে বলিল—"সদুদিদি, এস।"

সৌদামিনী বসিয়া বলিল—"উষা বোন, আমার কি কোন উপায় হবে না?"

"কেন দিদি, তোমার দাদাইত রয়েছেন।"

"না বোন, বড়দাকে আমি আর বিপদে ফেল্‌তে চাইনি, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌লে তাঁর মেয়ের বে হয় না, ভেবে ভেবে তিনি শুকিয়ে উঠেছেন, মাথা কেমন এলোমেলো হয়েছে। আগুতে একবার এসে আমায় ত একদিন গোটাকত কটুকথাই বলে গেলেন, তারপর সেদিন আবার এসে বলেছিলেন, সদু, চল তোকে আমি বাড়ী নে যাই, এতে মেয়ের বে না হয়, নাই হবে।"

উষা উদ্বিগ্নস্বরে বলিল—"তারপর।"

"তারপর আমি বারণ কত্তেও তিনি অনেক জেদ কল্লেন, সহসা ক্ষেপার মত বলে উঠ্‌লেন—'থাক্‌ব না, আমি আর সংসারে' বলেই ছুটে চলে গেলেন। পরেও আমায় টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমি নিইনি, ফেরৎ দিয়েছি। আমিত দেখ্‌ছি, এতে তাঁর হাত নেই, মেয়েটার বে না হ'লে যে ইহপরকাল সবই যাবে। তিনি যাতে আমার সংস্রবও ছেড়ে দেন, আমি তাই করব।"

"আর রমণীবাবু।"

সৌদামিনী গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল—"আবারও তার কথা।" তারপর

একটু থামিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"সেদিন থেকে আমিত আর তার কোন খবরও পাইনি। যতদিন আমার গায়ে গয়না ছিল, তত দিন সম্পর্কও ছিল,এখন আর সেবাড়ীতে ঢুক্‌বার কোন কারণ ত নেই।"

তর্কালঙ্কারঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন—"উষা মা।"

উষা সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কখন এলেন গুরুদেব, শরীর ভাল ত?"

"এই ত এসেছি, শরীরও বেশ ভাল আছে। সেখানেও এর মধ্যেই খুব কাজ হচ্ছে। কাশীধামেও একটি আশ্রমপ্রতিষ্ঠার কথা চল্‌ছে।" তার পর সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কে ও? সৌদামিনী, কেমন আছ মা!"

সৌদামিনী উত্তর করিল না, উষা বলিল—"গুরুদেব, সদুদিদি অনেক কষ্ট পেয়ে আপনার কাছেই এয়েছে।"

"আমার কাছে! কেন কোন প্রয়োজন আছে কি?"

উষা বেশী কথা বলিতে পারিল না, অল্পের মধ্যে বলিল—"সদু-দিদিকে ত' তাঁর স্বামী গ্রহণ করেন নি, এখন এর উপায়!"

তর্কালঙ্কারও সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। অত বড় সংযমশীলা ত্যাগনিষ্ঠা উষার মুখও আট্‌কাইয়া আসিল। খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"বের মন্ত্র পড়্‌বার পর এদের মধ্যে ত পতিপত্নী সম্বন্ধ ছিল না, এ ত নিষ্পাপ।"

"রমণী কি একে পত্নীবলে গ্রহণ করেনি?"

উষা জোর দিয়া বলিল—"সে ত আমার বিশ্বাস হচ্ছে না; রমণী-বাবু ত সে উদ্দেশ্য নিয়ে বে করেন নি।"

তর্কালঙ্কার গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"সৌদামিনী ত তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছিল।"

"সে দিনের মত বটে।"

"সেওত কম কথা নয়, নিষ্পাপ বলি কি করে।"

উষা ভীতিজড়িতস্বরে বলিল—"একে তবে কি কত্তে আদেশ করেন।"

"প্রায়শ্চিত্ত।"

সৌদামিনী সহসা উঠিয়া তর্কালঙ্কারের পায়ের গোড়ায় লোটাইয়া পড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"আপনি জ্ঞানী, আপনি আদেশ করুন, যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় আমি কর্‌ব। সে যতই শক্ত হক, তাতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।"

বিধবা গিরিবালা গৃহে ঢুকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"মা, সহরের যে অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতে আমাদের এই সামান্য সাহায্য যে আর কোনও উপকারই কত্তে পার্‌বে, তাত বোধ হচ্ছে না।"

"তবু চেষ্টা কর, প্রাণপণ করেও যাতে, একটি লোককে বাঁচাতে পার, একটি মানুষের কষ্টের লাঘব কত্তে পার, তাই কত্তে হবে।"

"তাই বা আর কে করে মা, আমরা আমাদের সামান্য শক্তি দিয়ে যা পাচ্ছি কচ্ছি, তোমার ত এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই। দিন নেই রাত নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, খেটে খেটে, তোমার মুখ শুকিয়ে রয়েছে। আর কত পার্‌বে।"

উষা হাসিয়া বলিল—"সেজন্যে ভেব না মা, আমার এ শরীর আরও ঢের কাজ কত্তে পারে।"

সুকুমারী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ও পাড়ার শ্রীশবাবুর

ভয়ানক বসন্ত হয়েছে। সব গা যেন প'চে গেছে। বাসার ঝিচাকর সবাই পালিয়েছে। এখুনি যে আর দু তিন জন লোক চাই।"

ঊষা শিহরিয়া উঠিল, তার পর নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া গুরু-দেবের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। তর্কালঙ্কার ঊষার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"বিপন্নের বিপদ্‌প্রতিকার কত্তে ত কোন বাধা নেই মা, সে যত শত্রুই হক, তাকে রক্ষাকরাই যে ধর্ম্ম।"

ঊষা তবু চাহিয়া রহিল, তাহার এই দৃষ্টি যেন আরও কি চাহিতে-ছিল। তর্কালঙ্কার আবার বলিলেন—"তুমি নিজেই তার চিকিৎসা শুশ্রূষা কর্‌বে। তোমার উপরই তার ভার।"

ঊষা মাটিতে পড়িয়া গুরুদেবের পা মাথায় লইল।

[২৫]

গাঢ় রজনীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহরের পথে পথে হরিবোল-শব্দ আকাশের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। প্রকৃতিদেবী যেন মহা-প্রলয়ের মত অন্ধকারের কৃষ্ণ বাস পরিয়া একটা বিরাট বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। প্লেগ ও বসন্তের দারুণ আক্রমণ যেন মানুষের বুক শুষিয়া লইতেছে। আকাশ বাতাস সমস্তই যেন দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। লোকসকল শোকভয়ে আচ্ছন্ন। ঊষা শোকমোহের অনধীন আপনার পরার্থ উৎসৃষ্ট জীবন লইয়া শ্রীশের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিল। বসন্তের প্রবল আক্রমণে শ্রীশের সমস্ত শরীর পচিয়া গিয়া ঘরটা দুষ্ট গন্ধে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অতিকষ্টে অর্দ্ধোচ্চারিত শব্দে প্রকোষ্ঠের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীশ বলিয়া উঠিল—"উঃ, জ্বলে গেল!"

উষা সাবধানহস্তে শ্রীশের গায়ে মাখন মাখাইয়া দিতেছিল। শ্রীশ চোক মেলিয়া চাহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। কাতরস্বরে বলিল—"কে তুমি মা? অভাগার জন্য দিনরাত বসে এ প্রাণপাত শ্রম কচ্ছ। দেবতা ভিন্ন এমন দয়া ত কারও হয় না।"

উষা কথা বলিল না। শ্রীশ প্রলাপের মত আবার বলিল—"যাও মা, যার কেউ নেই সে অভাগার জন্য তুমিই বা এত কচ্ছ কেন? আমি ত কারও দয়া চাইনি। আমি যে মরবার জন্যে প্রস্তুতই রয়েছি। আমাকে মত্তে দাও। আমার প্রাণের জ্বালা যে বাইরের জ্বালার চেয়েও অনেক বেশী।"

ক্লান্ত হইয়া শ্রীশ থামিয়া পড়িল। উষা মৃদু মধুর স্বরে বলিল—"আপনি হতাশ হবেন না শ্রীশবাবু, সেরে উঠুন। প্রাণের জ্বালা ত মরে জুড়ায় না। বেঁচে থেকে যদি মরতে পারেন, তবেই দেখবেন জ্বালা জুড়িয়ে প্রাণ শীতল হয়ে গেছে।"

শ্রীশের কাণে দৈববাণীর মত, দিব্য রাগিণীর মত, অমর্ত্ত্য সান্ত্বনার মত কথাকয়টা প্রবেশ করিল। সে ভাল বুঝিতে পারিল না, এ স্বর কাহার। যে উষা তাহাকে সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ সময়ে সে এখানে, এও কি সম্ভব? ধীরে অস্ফুটস্বরে শ্রীশ বলিল—"কে তুমি?"

উষা জবাব দিল না; শ্রীশ সেই কথাকয়টা দেবাদেশের মতই গ্রহণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"দেখি, যদি বাঁচি।"

সাতআট দিন অনবরত পরিশ্রম, অপরিমিত চিকিৎসার পর সেদিন শ্রীশ অনেকটা সুস্থ হইয়া চোক মেলিয়া চাহিতেই উষাকে সম্মুখে

দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তখনও তাহার চোকের ঝাপ্সা ভাব যায় নাই, এবার সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়া বলিল—"উষা তুমি এখানে ?"

উষা জবাব দিল না, ধীরে ধীরে শ্রীশের মাথায় যেমন পাখার বাতাস করিতেছিল, তেমনি করিতে লাগিল। শ্রীশ আবার বলিল,—"তোমার কি দয়া হয়েছে পাষাণী ?"

উষা মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"মাতৃত্বের দাবী ত স্ত্রী-জাতির সব যায়গায় সব সময়েই রয়েছে শ্রীশবাবু। তাই নিয়ে আপনার বিপদ্‌প্রতিকারের চেষ্টা, সে যে আমায় কত্তেই হবে।"

শ্রীশ আবার শিহরিয়া উঠিল, উষা তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া বলিল,—"আপনি এখনও সবল হন নি, এখন আর কোন কথা ভাব্তে যাবেন না, দু'দিন পরে যখন শরীর সুস্থ হবে, তখন ভেবে দেখ্বেন, অনাথা বিধবা রমণীকে মা-বোন বলে স্নেহ করে যত সুখ হয়, ততটা আর কিছুতে হয় না।"

শ্রীশ তবু কথা বলিল না, উষা নিজের কথার পোষকতা করিয়া আবার বলিল,—"সংসারে ত আপনার কেউ নেই, কাউকে ভালও বাসেন নি, এক আমার জন্যেই একটা মোহের বশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এবার সে মোহ কাটিয়ে ফেলুন, বোন বলে আমায় স্নেহ কত্তে শিখুন, আমার কাজের সহায় হন, কেউ যার নেই, সে মুক্ত পুরুষের আবার ভাবনা কি! সংসারের অনেক কাজে আপনাকে দরকার হবে।"

শ্রীশ রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল,—"উষা!"

উষা আবার বলিল,—"ভাব্বেন না, মনে জোর করুন, সবলে মনের

বিষ তুলে দিয়ে, জগতের কাজে নিজকে নিয়োগ করুন, দেখ্‌বেন, তাতে যা শান্তি আছে, সে শান্তি আর কিছুতেই নেই।"

"আমি কি পার্‌ব উষা?"

"খুব পার্‌বেন, আমার মত একটা রমণীর দুর্ব্বলচিত্ত যা কর্ত্তে পারে, আপনার মত শিক্ষিত পুরুষের হৃদয় তা পার্‌বে না! আমি বল্‌ছি, আপনি মনকে বোঝান, শক্ত করুন, আপনার পক্ষে সে কাজ মোটেই শক্ত হবে না।"

শ্রীশ মনে মনে বলিল,—"তবে তাই, হৃদয়ের দেবী, চিরারাধ্য তুমি, তোমার কথাই রাখ্‌ব উষা, বেঁচে থেকে মরার মত তোমারই সন্তুষ্টির জন্য কর্ম্মময় জগতে কাজের মধ্যে তোমার ছায়াস্বরূপ আমিও ঘুরে বেড়াতে চেষ্টা কর্‌ব।"

উষা উঠিয়া দাঁড়াইল, শ্রীশ বাধা দিয়া বলিল,—কোথায় যাচ্ছ উষা, ব'স, প্রাণে বল পেতে হলে, তাতে যে তোমার উপদেশের দরকার।"

"সময় মত সব পাবেন, ভগবান্‌ই আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।" বলিয়া গিরিবালাকে রাখিয়া উষা ধীরপদে চলিয়া গেল।

[২৬]

উষার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম হইয়াছিল, "মাতৃ-মন্দির" আশ্রম-সংলগ্ন বিস্তৃত দেবী-মন্দিরের প্রাঙ্গণ বিধবা ব্রহ্মচারিণীগণে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে মুণ্ডিতকেশা সৌদামিনীর বিধিবোধিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেলে সৌদামিনী স্থাপিত দেবীমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া গুরুদেব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পা মস্তকে লইল।

উষা হর্ষগদগদস্বরে যেন প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—"অনেক দিন পরে আজ আবার আমরা দু'বোন এক হয়ে গেলুম দিদি! সাহস বেড়ে গেল, এ শুভ সম্মিলন আমাদের কর্ত্তব্যপথের বিঘ্নগুলি সরিয়ে দেবে।" বলিয়াই উষা তর্কালঙ্কারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"গুরুদেব!"

"কি মা?"

"কাশীর আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য যে অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল, তার ত এখনও কোন উপায় হয়নি। আজকেই যে তার শেষ দিন।"

তর্কালঙ্কার কোন কথা বলিলেন না। উষা ক্লিষ্টস্বরে আবার বলিল,—"সব ঠিক করে এখন কি পণ্ডশ্রমই—"

ঝড়ের মত মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া বাধা দিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিয়া উঠিল,—"পণ্ডশ্রম হতে যাবে কেন উষা? আমার বলতে যা আছে, সে সবই ত তোমার। এই নাও আমার সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র আমি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। এতেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হবে।"

উষা মুখ নীচু করিয়া রহিল। শ্রীশ আবার বলিল,—"ভেবনা, আবারও তোমায় প্রলুব্ধ কত্তে এয়েছি। তোমারই উপদেশে আমিও আজ আমার পথ চিনে নিয়েছি। আজই পশ্চিমে চলে যাচ্ছি। দুর্ব্বল মন নিয়ে এখানে থাকবার অধিকার হয় ত আজও আমার হয়নি। কাশীর আশ্রমের জন্য আর তোমায় ভাবতে হবে না। সঙ্গে যে টাকা নিয়েছি, তাতেই সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তোমার এই পুণ্যব্রতের প্রতিষ্ঠার জন্য এর পরে স্থানে স্থানে যাতে এমনই

আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় তারই চেষ্টা করব।" বলিয়াই শ্রীশ মধ্যস্থলে দানপত্রখানি রাখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

স্তব্ধবিস্ময়ে অশীতিবর্ষবয়স্ক তর্কালঙ্কার গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"যার কাজ সেই করে, ওর জন্যে ত ভাব্‌তে হয় না মা।"

ঊষা যেন কি ভাবিতেছিল, তাহার যেন মনে হইতেছিল, শিক্ষায় গঠিত মানুষ ভুলভ্রান্তি বুঝিয়া এই ভাবেই একদিন তার নিজের পথ খুজিয়া লইতে পারে। পরের জন্য এ ভাবেই আত্মস্বার্থ বলিদান করিতে পারে। শিক্ষার মহত্বময় মাধুর্য্যই এইটুকু।

পরদিন প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই সৌদামিনী ও ঊষা গঙ্গায় স্নান করিয়া ফিরিতেছিল। সহসা একটা গলির মধ্য হইতে আর্ত্তের অস্ফুটস্বর ঊষার কাণে বাজিল। কয়েক পা অগ্রসর হইতেই সৌদামিনী চমকিয়া উঠিল। ঊষা নড়িল না, বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, সেই গলিত কুষ্ঠরোগীর শরীরে মাতার মত স্নেহের হাত বুলাইয়া দিয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার এদশা কি করে হলো রমণীবাবু?"

রমণী অতিকষ্টে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"পাপের ফল মা, পাপের ফল। মদ আর বেশ্যা ছাড়া আমি ত কিছু জান্‌তুম না। তারই জন্য কত যে জোচ্চুরি ক'রেছি তারত সংখ্যা নেই, আর কোথাও জায়গা না পেয়ে এখানে এসে সৌদামিনী বলে একটা মেয়ে ছিল, তার সর্ব্বনাশ কল্লুম। তারপর আর যখন কোন সুবিধা হ'ল না, সবাই আমাকে তাড়িয়ে দিলে, তখন মদই আমার অবলম্বন হ'ল। ভাত না খেয়ে মানুষের বাক্স ভেঙ্গে চুরিকরে মদ খেতুম। শরীরে

আর সইল না, রোগে ধর্‌ল, এই গলির ভেতর একটা বুড়ীকে ভুলিয়ে দু'মাস হ'ল তার বাড়ীতে যায়গা নিয়েছিলুম। কাল সে টেনে আমায় রাস্তায় ফেলে দিলে। বল্লে—"তোর গলিত-কুষ্ঠ হ'য়েছে, আমার ঘরে তোর জায়গা হবে না।"

রমণী থামিল। সৌদামিনী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঊষা তাহাকে চমকিত করিয়া দিয়া বলিল—"সদুদিদি, কি ভাব্‌ছ! পাপী ব'লে, অপরাধী ব'লে কাউকে ত্যাগ কল্লেত আমাদের চল্‌বে না। বিপন্নের বিপদ্‌প্রতিকারই যে আমাদের কাজ। ধর, একে "মাতৃ-মন্দিরে" নেগে সেবাশুশ্রূষা করি। আমাদের ত পাপী তাপী কাউকেই ত্যাগ কত্তে নেই।"

ঊষা ও সৌদামিনী দু'জনে দু'দিকে ধরিয়া রমণীমোহনকে লইয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যেন একটা পূত পবিত্র সুষমার অনন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। সকলে চাহিয়া দেখিল, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা যেন অশ্রদ্ধাকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিনয় ও সৌজন্য যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিবেককে আপনার মধ্যে মিশাইয়া লইতেছে। স্মৃতি ও বেদ যেন এক হইয়া অনৈক্য মতবাদ-গুলিকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতেছে। পাতঞ্জলপ্রতিপাদ্য প্রকৃতিপুরুষ যেন বেদান্তের একব্রহ্মকে বরণ করিয়া লইয়া পৃথিবীর পাপতাপ জীবজিঘাংসাকে দূর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য আপনার মহত্ত্বময় ভাব পাপীর হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। গঙ্গাযমুনার পূত সঙ্গম যেন কাতর হইয়া দুষ্কৃতিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া লোক চক্ষুর গোচরে জীবন্ত জলন্ত মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সমাপ্ত।